শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মে, ২০১৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
মে, ২০১৫ খ্রি.

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ মাসুদ আলম
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক
মুহাম্মদ আব্দুলণ্চাহ
এম.ফিল. গবেষক
রেজি. নং- ২০০
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত **"শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি তাঁর মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ বিশেষ অন্যত্র ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ করায় অভিসন্দর্ভটি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো।

(ড. মোঃ মাসুদ আলম)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

ঢাকা
মে, ২০১৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। আমি এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

(মুহাম্মদ আব্দুলণ্চাহ)
এম.ফিল. গবেষক
রেজি. নং- ২০০
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
মে, ২০১৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আলণ্ঢাহ্ তা'আলার জন্য, যার একান্ত মেহেরবানিতে আমি আমার **"শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। অগণিত দরূদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে আজমা'ঈন, তাবে'ঈন, তাবে' তাবে'ঈনসহ কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবেন তাঁদের প্রতি।

যথাযথ সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদ আলম-এর প্রতি। যিনি আমাকে হাতে-কলমে গবেষণাকর্ম শিখিয়েছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রতিটি পর্যায়ে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় আন্তরিকতার সাথে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান, উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছেন। তিনি তাঁর সংগ্রহ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়ক পুস্তক প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নেয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি নিরলস সময় ব্যয় করে এ অভিসন্দর্ভটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটি প্রাণবন্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতি, অধ্যায় বিন্যাস এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁরই আন্তরিক সহযোগিতার কারণে। এ জন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এবং অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফসহ বিভাগের সকল সম্মানিত শিক্ষকের প্রতি।

এছাড়াও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এইচ.এম.এম. তারিক হোসেন, একই বিভাগের অধ্যাপক ড. এ,কে,এম র"হুল আমিন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ব্যরিস্টার আহমেদ ইহসানুল কবির, স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ব্যরিস্টার শুভ্রা চৌধুরি, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের সবেক ধর্মীয় শিক্ষক মোহাম্মাদপুর জামে মসজিদের খতীব বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা লোকমান আহমেদ আমীমী, কাপাসিয়া সিনিয়র মাদরাসার আরবি বিভাগের প্রভাষক হাফেজ মাওলানা মো: জালাল উদ্দিন এর প্রতি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা আমার গবেষণাকর্মের অগ্রগতির খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় জান্নাতবাসী বাবা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিনকে যার অকৃত্রিম ত্যাগ ও ভালবাসায় আজ আমি এ পথে আসতে পেরেছি। আমি তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সর্বাত্মক শ্রদ্ধা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার মা সখিনা বেগমের প্রতি। যার অপরিসীম আত্মত্যাগ ও দু'আর বরকতে মহান আলণ্ঢাহ আমাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। আমি তাঁর সুস্থ, সুন্দর ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মাওলানা মো: হেলাল উদ্দিন, শ্বাশুরী মনোয়ারা বেগমকে। যারা আমার গবেষণাকর্মের সময় আমার একমাত্র কন্যা সোনামণি আবিদা মুসার্‌রাত জুনাইরা-এর জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন।

আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার বড় ভাই মাদ্রাসা শিক্ষক মাওলানা হালিম উদ্দিন ইকবাল, মেঝ ভাই আর.এস.বি. প্রপার্টিজ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আশরাফ আলী, ছোট ভাই আর.এস.বি. প্রপার্টিজ লিঃ এর পরিচালক মো: আমানুলণ্ঢাহ-এর প্রতি, যারা আমার জন্য সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করেনা। তাদের অকৃত্রিম ভালবাসা আর সঠিক দিক নির্দেশনা আমাকে এ গবেষণাকর্মে উৎসাহ যুগিয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার চার বোন রেকেয়া, জয়নাব, ফাতেমা ও সানজিদার প্রতি। যারা আমার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমি তাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সহধর্মিনী নাবীলা মুসার্‌রাতকে যার অকৃত্রিম ত্যাগ, ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা আমার এ গবেষণাকর্মকে সুন্দর করেছে। আমার গবেষণাকর্ম নির্বিঘ্ন করার ক্ষেত্রে তার ত্যাগ অতুলনীয়। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার আদরের ভাগিনী করিমা আক্তার সেবিকা-কে যে আমার গবেষণাকর্মের অভিসন্দর্ভটি টাইপ করে ও প্রুফ দেখে সাহায্য করেছে।
আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় যে সকল দেশী-বিদেশী লেখকগণের সাহায্য নিয়েছি তাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। সর্বোপরি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই সেই অগণিত শিক্ষকমন্ডলীর প্রতি যারা ছোটবেলা থেকে অদ্যবধি আমাকে শিক্ষার আলো দেখিয়েছেন।

অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরি, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি, গণগ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ যারা আমার এ গবেষণাকর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান আলণ্ঢাহ্ তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন।

- মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ্

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا	=	অ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	ছ
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	জ
ر	=	র
ز	=	ঝ
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ/য
ط	=	ত/ ত্ব
ظ	=	য
ع	=	‘

غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	ক
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ওয়া
ه	=	হ
ء	=	’
ي	=	য়
عَ	=	‘আ
عِ	=	‘ই
عُ	=	‘উ
يا	=	ইয়া
ـِي	=	য়ি
إي	=	ী
أى	=	ঈ

أ	=	উ
أو	=	ঊ
يى	=	য়ী
وُ	=	ঊ
وُو	=	ঊ
ي	=	ইয়া
ا	=	আ
عو	=	‘ঊ
و	=	ু
وى	=	বী/ভী
يو	=	ইয়ু
ـَ	=	া
ـِ	=	ি
ـُ	=	ু

বি.দ্রঃ

- উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। কোন কোন বানান বাংলাভাষায় অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উলিণ্ঢখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।

- যেসব ‘আরবী শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আল-কুর’আন, ১০ : ২০	প্রথম সংখ্যা সূরার ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
আ.	‘আলায়হিস্ সালাম
ইমাম বুখারী	আবূ ‘আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	আবূ ‘ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ‘ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবূ দাউদ	আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশ আছ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহমদ ইব্ন শু‘আয়ব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ্	আবূ ‘আবদুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহমাদ	আহমাদ ইব্ন হাম্বল
ইমাম ত্বাহাবী	আবূ জা‘ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আত-ত্বাহাবী
ইব্ন কাছীর	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	আবূ জা‘ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কুরতুবী	আবূ ‘আবদুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন ফার্‌রাহ আল-কুরতুবী
তাবারানী	আবুল কাসেম সুলায়মান ইব্ন আহমদ আত-তাবারানী
বায়হাকী	আহমাদ ইবন হুসায়ন আল-বায়হাকী
যাহাভী	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ‘উছমান আয-যাহাভী
রাযী	আবূ ‘আবদুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন ‘উমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসায়ন ফখরুদ্দীন আর-রাযী
শাওকানী	মুহাম্মদ ইব্ন ‘আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী
খ্রি.পূ.	খ্রিস্ট পূর্ব
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
তা.বি	তারিখ বিহীন
(রহ.) /(র.)	রহমাতুলণ্ঢাহ ‘আলায়হি
(রা.)	রাদিয়ালণ্ঢাহু ‘আনহু/ ‘আনহুম/‘আনহা/‘আনহুমা/‘আনহুন্না
(সা.)/ (স.)	সালণ্ঢালণ্ঢাহু ‘আলায়হি ওয়া সালণ্ঢাম।
ed.	Ediotor(s) /Edited
Ibid.	ibidem
N.D	No Date
Op.cit	Opera citato
p. pp	page/ pages.
Vol.	Volume(s)

Dhaka University Institutional Repository

শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র III
ঘোষণা পত্র IV
কৃতজ্ঞতা স্বীকার V
প্রতিবর্ণায়ন VII
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা VIIII
সূচীপত্র IX
ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় : ব্যবসা পরিচিতি ৬-৩২

ব্যবসা পরিচিতি ৭
ব্যবসার সংজ্ঞা ৯
প্রতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় ব্যবসার সংজ্ঞা ৯
কার্যগত দিক বিবেচনায় ব্যবসার সংজ্ঞা ১০
ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য ১০
ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৩
ব্যবসায়ের মৌলিক উপাদানসমূহ ১৯
ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ১৮
অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ১৮
মানবিক উদ্দেশ্য ১৯
ব্যক্তিক উদ্দেশ্য ২০
সামাজিক উদ্দেশ্য ২১
জাতীয় উদ্দেশ্য ২২
ব্যবসায়ের কার্যাবলি ২২
ব্যবসায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২৪
অর্থনৈতিক গুরুত্ব ২৪
সামাজিক গুরুত্ব ২৫
পেশা হিসেবে ব্যবসা ২৭
পেশা হিসেবে ব্যবসার গুরুত্ব ২৮
জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসায় ৩০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য.....৩৩-৬৩
আল কুর'আনে ব্যবসা ৩৪
আল-হাদীসে ব্যবসা ৪৩
ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী নীতি ৫০
পারস্পরিক সহযোগিতা ৫১
পারস্পরিক সম্মতি ৫৩
চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা ৫৬
ন্যায়সঙ্গত কারবার ৫৮
ইসলামে ব্যবসা গুরুত্ব ৬০

তৃতীয় অধ্যায় : শেয়ার ব্যবসা : পরিচিতি ও কার্যাবলী..... ৬৪-৮৮
শেয়ার পরিচিতি ৬৫
শেয়ারের বৈশিষ্ট্য ৬৫
শেয়ার ব্যবসা ৬৬
শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ ৬৭
উত্তম শেয়ার ৬৯
শেয়ার ব্যবসার উদ্দেশ্য ৭১
শেয়ার মালিকানার প্রামাণ্য দলিল ৭২
শেয়ার সার্টিফিকেট ও শেয়ার ওয়ারেন্টের মধ্যে পার্থক্য ৭৩
স্টক পরিচিতি ৭৪
শেয়ার ও স্টকের মধ্যে পার্থক্য ৭৫
শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি ৭৬
মেম্বার শীপ ৭৭
ষ্টক একচেঞ্জে দালালী ৭৭
শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ ৭৭
শেয়ার ক্রেতার প্রকার ভেদ ৭৮
শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের পদ্ধতি ৭৮
উপস্থিত ক্রয় বিক্রয় ৭৮
ঋণের উপর ক্রয় বিক্রয় ৭৮
উপস্থিত ও অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয় ৭৯
পণ্য সামগ্রীতে উপস্থিত অনুপস্থিত বেচা-কেনা ৮০
অবাধ্যতামূলক বিক্রয় ৮১
প্রচলিত শেয়ার ব্যবসার ত্রুটিসমূহ ৮২
প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ৮৪
শেয়ার ব্যবসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৮৬
পুঁজিবাদী স্টক এক্সচেঞ্জ ৮৭
পুঁজিবাদী স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা বা কার্যাবলি ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : ইসলামে শেয়ার ব্যবসা ৮৯-১২০

ইসলামী শেয়ার বাজার ৯০

ইসলামে শেয়ার ব্যবসার বৈধতা ৯১

ফকীহগণের অভিমত ৯৩

ইসলামে শেয়ার ব্যবসার সম্ভাব্যতা ১০১

ইসলামে শেয়ার ব্যবাসার উদ্দেশ্যাবলি ১০১

ইসলামী অর্থনীতিতে স্টক এক্সচেঞ্জের কাঠামো ১০২

ইসলামী স্টক এক্সচেঞ্জ কাঠামোর সুবিধাসমূহ ১০৩

স্টক এক্সচেঞ্জের অর্থনৈতিক কর্মসম্পাদন ১০৪

ইসলামী অর্থনীতিতে স্টক বাজারের অর্থনৈতিক কর্মসম্পাদন ১০৪

ইসলামে শেয়ার ব্যবসার হাতিয়ারসমূহ ও বাস্তবায়ন ১১০

শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য বনাম বাজার মূল্য ১১২

শেয়ারের উপর যাকাত ১১৩

শেয়ারের দর বাড়া-কমা ও কারসাজি : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ১১৫

শেয়ার ব্যবসা ও জুঁয়া : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ১১৯

পঞ্চম অধ্যায় : প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা ও ইসলামি শেয়ার ব্যবসা : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ ১২১-১২৭

প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা ও ইসলামী শেয়ার ব্যবসার পার্থক্য ১২২

শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য বনাম বাজার মূল্য ১২৬

উপসংহার ১২৮-১৩১

গ্রন্থপঞ্জী ১৩২-১৪০

Dhaka University Institutional Repository

শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সকল প্রশংসা দয়াময় মহান আলণ্ঢাহর জন্য নিবেদিত যিনি ইসলামকে মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছেন। বিশ্বমানবের জন্য একটি কল্যাণকর সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে এতে রয়েছে মানবজীবনের সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবজাতির মহান শিক্ষক, মানবতার মূর্ত প্রতীক, দুনিয়া-আখিরাতের মুক্তির দিশারী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি যাঁর দেখানো পৃথিবী হয়েছে আলোকময়, বিশ্বমানবতা পেয়েছে ইসলামের সুমহান মুক্তির পথ-নির্দেশনা।

ইসলাম মহান আলণ্ঢাহর মনোনীত শান্তিময়, কল্যাণকর, অনুপম এক জীবনব্যবস্থার নাম। এতে রয়েছে মানবজাতির জন্য প্রয়োজনীয় পার্থিব এবং পরকালীন সকল বিষয়ের সুসমন্বিত সমাধান। পাথির্ব জীবনে অর্থনীতি মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। এ কারণে ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যকে একটি সামাজিক অপরিহার্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ব্যবসা-বাণিজ্যকে আয়-রোজগারের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম উলেণ্ঢখ করে এর প্রতি বিশেষ গুর"ত্বারোপ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে বিশ্ববাসীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাঁর নিকট থেকে প্রদত্ত শিক্ষার আলোকে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মানে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.), খুলাফায়ে রাশেদা এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সাফল্য, স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির সোনালী অধ্যায় রচিত হয়েছিল তা বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে শেয়ার ব্যবসা ব্যবসা-বাণিজ্যের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে শেয়ার ব্যবসা গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোতে যখন সর্বক্ষণ অস্থিরতা বিরাজ করছে তখন এক্ষেত্রে ইসলামী কাঠামোর চিন্তা করা জর"রী হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় বিশ্ব অর্থনীতিতে বিদ্যমান অস্থিরতা মোকাবিলায় ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামো বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে বলে আমরা মনে করি। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় শেয়ার ব্যবসা হবে ইসলামী শরী'আহ সম্মত এবং ইসলামী আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রচলিত শেয়ার ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে নিত্য-নতুন কৌশল ও পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এতে বিনিয়োগকারীদের একপক্ষ উপকৃত হলেও অন্যপক্ষ হয় ক্ষতিগ্রস্ত। এহেন পরিস্থিতিতে অর্থনীতির ময়দানে সকল প্রকার অপকৌশল, কারসাজি, দুর্নীতি ও প্রতারণামুক্ত শেয়ার ব্যবসা গণমানুষের অন্যতম প্রত্যাশা।

পৃথিবীতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্যবসা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জীবনোপায় মাধ্যম। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রাধান্যের অন্তর্নিহিত রহস্য সবচেয়ে বেশি লুকায়িত রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মানবজাতিকে উৎসাহ দিয়ে মহান আলণ্ঢাহ বলেন, 'সালাত শেষ হওয়ার পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আলণ্ঢাহর অনুগ্রহ তালাশ কর।'[১] পরিবার-পরিজন, মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজনের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যারা দেশ-বিদেশ সফর করে ও আলণ্ঢাহর পথে ব্যয় করে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাদেরকে আলণ্ঢাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তিদের সাথে উলেণ্ঢখ করে বলা হয়েছে, 'কিছু লোক আলণ্ঢাহর অনুগ্রহ সন্ধানে (রিযিক অন্বেষণে) দেশ ভ্রমণ করবে এবং কিছু লোক আলণ্ঢাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে।'[২]

ব্যবসা-বাণিজ্য একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে ইসলামে স্বীকৃত। এ কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সহ অধিকাংশ নবী-রাসূল, খুলাফায়ে রাশেদা, সাহাবায়ে কেরাম প্রমুখগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। ব্যবসায়ীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে মহানবী (স.) বলেন, 'বিশ্বস্ত সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে।' তিনি আরো বলেন, সততাপরায়ণ, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গী হবেন।'[৩]

ব্যবসায় জগতের একটি প্রাচীন পদ্ধতি হলো অংশীদারি ব্যবসা। অংশীদারী পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ইসলামী বাণিজ্যনীতিতে একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। বিশেষ করে নতুন ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বৃহত্তর পরিসরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অত্যধিক উপযোগী। মানবজাতির সামগ্রিক প্রয়োজন বিবেচনা করে ইসলাম অংশীদারি ব্যবসাকে বৈধতা দিয়েছে। আর এ অংশীদারি ব্যবসারই একটি রূপ হলো শেয়ার ব্যবসা। শেয়ার ব্যবসা এক ধরণের অংশীদারি কারবার। ইসলামী বিধান মেনে কতিপয় শর্তে শেয়ার ব্যবসাকে ইসলাম বৈধতা দিয়েছে। মানুষের বৃহত্তর প্রয়োজন বিবেচনা করে ইসলামের বাণিজ্যনীতিতে যৌথ ও অংশীদারি ব্যবসা তথা শেয়ার ব্যবসাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা প্রায়ই এমন হয় যে, এক ব্যক্তির কাছে মূলধন আছে, কিন্তু সে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেনা বা জানেনা। আবার বহুলোক এমন আছে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চায় কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন নেই। এমতাবস্থায় উভয় শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবারের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা একটি যৌথ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়। এভাবে মুনাফাভিত্তিক অংশীদারি ব্যবসা সকলের জন্য ফলপ্রসু ও কল্যাণকর হয়।

শেয়ার ব্যবসা যে কোন দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো শেয়ার ব্যবসার সুতিকাগার হিসেবে বিবেচিত হলেও উন্নয়নশীল ও

---

১. আল-কুর'আন, ৬২ : ১০

২. আল-কুর'আন, ১৬ : ১১২

৩. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আবওয়াবুল বুয়ূ', খ. ২, হাদীস নং- ১১৪৭

মুসলিম দেশগুলোতেও এর প্রয়োজন খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। ইসলামী অর্থনীতিতে শেয়ার বাজারের ন্যায় প্রতিষ্ঠান থাকবে। এখানে শেয়ার বাজার ও শেয়ার ব্যবসা ইসলামী নীতি ও আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল থাকবে। প্রচলিত বা পুঁজিবাদী শেয়ার ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের জন্য নানাবিধ কৌশল ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি পক্ষ দারুণভাবে লাভবান হয় এবং অন্যপক্ষ অনুরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এহেন নীতি ইসলামী বাণিজ্যনীতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে ইসলামী শেয়ার ব্যবসার সাথে পুঁজিবাদী শেয়ার ব্যবসার মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। বিশেষত সুদ, হারাম পণ্যের ব্যবসা, শেয়ারের প্রকৃত ও আইনগত মালিকানা, শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য ও বাজার মূল্য, শেয়ারের দামের ওঠা-নামা, শেয়ার স্থানান্তরে বিশেষ বিশেষ কৌশল অবলম্বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবসার সথে ইসলামের আলোকে পরিচালিত শেয়ার ব্যবসার কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

"শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা" নামক আলোচ্য অভিসন্দর্ভে শেয়ার ব্যবসা সংক্রান্ত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই মানব সমাজে অংশীদারি ব্যবসার প্রচলন ছিল। অংশীদারি ব্যবসার মূলকথা হলো পারস্পরিক সহযোগিতা। আর এ অংশীদারি ব্যবসার আধুনিক রূপই হলো শেয়ার ব্যবসা। অংশীদারি পদ্ধতি ইসলামের বাণিজ্যনীতিতে ব্যবসায় বিনিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশীদারি ব্যবসা বা শেয়ার ব্যবসা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা, বৃহৎ শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শেয়ার ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ বিশ্বব্যাপী দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইসলাম গণমানুষের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মানবসমাজে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারণাকে সুসংহত করতেই অংশীদারি বিনিয়োগ বা শেয়ার ব্যবসাকে বৈধতা দিয়েছে। শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচ্য গবেষণাকর্মে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা শিরোনামের এ অভিসন্দর্ভটির মাধ্যমে গবেষক ও পাঠকসমাজ শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা ও যথাযথ জ্ঞান লাভ করবেন। ইসলামী অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতিতে শেয়ার ব্যবসার প্রকৃত অবস্থান ব্যাখ্যা করাই অত্র গবেষণাকর্মের অন্যতম প্রয়াস।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত করে উপস্থাপনের জন্য আলোচ্য বিষয়কে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম : **ব্যবসা পরিচিতি**। এ অধ্যায়ে ব্যবসার সংজ্ঞা, মানবসমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ, ব্যবসার বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, উপাদান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুমুখী গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : **ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য**। আলোচ্য অধ্যায়ে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী নীতি এবং ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুর"ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : **শেয়ার ব্যবসা : পরিচিতি ও কার্যাবলী**। এ অধ্যায়ে শেয়ার পরিচিতি, শেয়ারের বৈশিষ্ট্য, শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ, শেয়ার মালিকানার প্রামাণ্য দলিলাদি, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, শেয়ার ও স্টক ব্যবসার পার্থক্য, শেয়ার ব্যবসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : **ইসলামে শেয়ার ব্যবসা : একটি পর্যালোচনা** শিরোনামে আলোচ্য অধ্যায়ে ইসলামের আলোকে শেয়ার ব্যবসার বৈধতা, ইসলামের শেয়ার ব্যবসার বৈধতার শর্তাবলী, শেয়ার ব্যবসার উদ্দেশ্য, ইসলামে শেয়ার ব্যবসার সম্ভাব্যতা, শেয়ারের দর বাড়া-কমা ও কারসাজি সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, শেয়ার ব্যবসায় যাকাত, শেয়ার ব্যবসা জুয়ার সাদৃশ্য কিনা এবং ইসলামী অর্থনীতিতে শেয়ার ব্যবসার গুর"ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : **প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা ও ইসলামের দৃষ্টিতে শেয়ার ব্যবসা : একটি তুলনামূলক বিশেণ্ঢষণ**। সর্বশেষ এ অধ্যায়ে প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা ও ইসলামের দৃষ্টিতে শেয়ার ব্যবসা এতদুভয়ের মৌলিক পার্থক্য ও তুলনামূলক বিশেণ্ঢষণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার এবং একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা জানি, সকল গবেষণাকর্মেই জ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য সংযোজন করার চেষ্টা থাকে। সেই সাথে গবেষণাকর্মের সীমাবদ্ধতাও থাকে। আমার এ গবেষণাকর্মটিও সেই সীমাবদ্ধতার বাইরে নয়। এতদ্সত্ত্বেও মহান আলণ্ঢাহর অশেষ দয়া ও রহমতে আমি আমার সাধ্যমত পরিশ্রম করে গবেষণাকর্মটিকে সুন্দর ও সার্থক করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্র"টি ও সীমাবদ্ধতার জন্য মহান আলণ্ঢাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, **"শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা"** শিরোনামে রচিত আমার এ গবেষণাকর্মটি জ্ঞানের জগতে একটি নতুন সংযোজন হিসেবে গণ্য হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশে এতদ্সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলা ভাষায় এটি প্রথম গবেষণাকর্ম হিসেবে স্বীকৃত হবে। সর্বোপরি ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গনে এবং গবেষক, পাঠক ও মুসলিম জাতি আমার এ গবেষণাকর্ম দ্বারা উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে মহান আলণ্ঢাহ্র কাছে বিনীতভাবে ফরিয়াদ করছি তিনি যেন আমার যাবতীয় দূর্বলতা ও অযোগ্যতাকে ক্ষমা করে দেন এবং এ গবেষণাটি কবূল করেন। "আলণ্ঢাহুম্মা আমীন।"

- গবেষক

প্রথম অধ্যায়

ব্যবসা পরিচিতি

প্রথম অধ্যায়

ব্যবসা পরিচিতি

ব্যবসা পরিচিতি

ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে ব্যবসায়, ব্যবসা এর অর্থ করা হয়েছে যথাক্রমে জীবিকা, বৃত্তি, পেশা, তেজারতি, কারবার, যত্ন, উদ্যম, চেষ্টা, অভিপ্রায়, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, অনুসন্ধান, ব্যবহার, আচরণ, সওদাগরি।[১]

ইংরেজি Business শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর অর্থ যে কোনও কাজে ব্যস্ত থাকা- State of being busy in any work. তাহলে বলা যায়, ব্যবসায়ী খুব ব্যস্ত থাকেন। তবে ব্যবসা সংগঠনের মানে এ নয় যে, যিনি ব্যস্ত থাকেন তিনিই ব্যবসায়ী। যেমন- একজন ভাল ছাত্রী সারাদিন পড়াশুনায় নিয়োজিত থাকে, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী সারাক্ষণ সভা-সমিতি করে বেড়ান; কিন্তু এদের কাউকেই ব্যবসায়ী বলা যায় না।[২]

বাংলায় 'ব্যবসায়ী' শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ থেকে, যার অর্থ উদ্দেশ্যমূলক কাজ। তবে সব উদ্দেশ্যমূলক কাজই ব্যবসায় নয়। ব্যবসায়ী কাজের সঙ্গে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য জড়িত থাকতে হবে। মুনাফা কথাটির অর্থ নিছক আর্থিক। অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে একজন ধনী ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রেখে সুদ পান। উকিল ওকালতি করে অর্থোপার্জন করেন। বাড়ির মালিক বাড়ি ভাড়া দিয়ে আয় করেন। একজন শ্রমিক পরিশ্রম করে পারিশ্রমিক পান। এভাবে মানুষ অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সামাজিক দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নানাবিধ কাজ করে থাকেন। [৩]

আবার অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, চোরাচালান, প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। এ সকল কাজ অবৈধ এবং আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ফলে এ ধরনের অবৈধ আয়ের মাধ্যমগুলোকে ব্যবসায় বলা যাবে না। তাই বলা হয়, ব্যবসায়ের কাজগুলো অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হতে হবে এবং তা সামাজিক ও আইনের দৃষ্টিতে হতে হবে বৈধ। অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সামাজিক ও

---

১. সম্পাদক: ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, মার্চ ২০০৫, পৃ. ৯০৯

২. ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, ঢাকা: মৌ প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১

৩. প্রাগুক্ত

আইনগতভাবে বৈধ কর্মপ্রচেষ্টাকে সাধারণ ভাবে ব্যবসায় বলা যায়। এ ধরনের কর্ম প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সংগঠিত হতে পারে।[৪]

'ব্যবসায়' (Business) শব্দটির উৎপত্তিগত ও আভিধানিক অর্থ যাই হোক এর প্রায়োগিক অর্থই গ্রহণযোগ্য। প্রয়োগিক অর্থে ব্যবসায় দ্বারা কোন বৈধ কাজ, পেশা বা বৃত্তি হিসেবে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন, বণ্টন এবং এগুলোর সহায়ক যাবতীয় কার্যাবলিকে বুঝিয়ে থাকে। অবশ্য যে কোন ব্যবসায় পরিচালনার পেছনে ব্যবসায়ির অর্থ উপার্জন বা মুনাফা অর্জনের বিষয়টি ক্রিয়াশীল থাকে।

তাই বলা যায়, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন, বণ্টন এবং উৎপাদন ও বণ্টনের বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তাকারী যাবতীয় কার্যাবলীই ব্যবসায় হিসেবে গণ্য।[৫]

যে প্রক্রিয়ায় পণ্যাদি অর্থের বিনিময়ে এক পক্ষ হতে অন্য পক্ষের নিকট বিক্রয় করা হয় তাকে ব্যবসায় বলে। উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে ব্যবসায় ব্যক্তির ব্যবধান দুরীভূত করে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র ঘটায়। উৎপাদনকারী ও ভোক্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূর-দুরান্তে অবস্থান করে বলে তাদের মধ্যে যোগসূত্র ঘটেনা। ব্যবসায়ী নামক এক বা একাধিক শ্রেণীর বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, ভোগকারী ও পণ্য উৎপাদনকারীর মধ্যে অবস্থান করে পণ্য বিনিময় ঘটায়।[৬]

বাণিজ্যও কারবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ইহা শিল্প ও ভোক্তার মধ্যে সংযোগকারী শাখা হিসেবে কাজ করে। যে সমস্ত দ্রব্য শিল্প দ্বারা উৎপাদন করা হয়, সেগুলোকে ভোক্তার নিকট পৌঁছাতে হয়। তাই অর্থের বিনিময়ে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যেসব প্রক্রিয়ার সাহায্যে দ্রব্যাদি ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট বিক্রয় করা হয় ঐসব প্রক্রিয়ার সমষ্টিকে বাণিজ্য বলে। বাণিজ্য কারবারের সেই অঙ্গ যা পণ্যাদি বিনিময় কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। তাই অনেকে বাণিজ্যকে কারবারের বিনিময় শাখা বলে অভিহিত করেন। বাণিজ্য শব্দটির আভিধানিক অর্থ ব্যবসায় এবং অধিকাংশ অভিধানে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ী শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। বাস্তবে ব্যবসায় ও বাণিজ্য শব্দদ্বয় সমার্থক নয়।[৭]

---

৪. প্রাগুক্ত

৫. অধ্যাপক মোঃ আনোয়ার হোসেন, *ব্যবসায় সংগঠনের রূপরেখা*, ঢাকা: দি সিটি পাবলিকেশন্স, ২০০৪, পৃ. ১

৬. ড: দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, *কারবার সংগঠন*, ঢাকা: গেণ্ডাব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৩৪

৭. ড: দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

ব্যবসা-বাণিজ্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে অভিধানে, Commerce, Trade ও Business শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ব্যবসার সংজ্ঞা

ব্যবসায় বর্তমান সমাজ-সভ্যতার একটি অপরিহার্য অংশ। মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা পূরণে ও সমাজ উন্নয়নে ব্যবসায়ের কোন বিকল্প নেই। সহজ অর্থে ব্যবসায় বলতে কম মূল্যে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে মুনাফা ও কল্যাণ অর্জনের আশায় তা অধিক মূল্যে বিক্রয় করাকে বুঝায়। কিন্তু ব্যবসায় শুধুমাত্র পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইংরেজি 'Business' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো ব্যবসায়। ইংরেজিতে এর আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় যেকোনো কাজে ব্যস্ত থাকা (Being busy in any work)। কিন্তু বাংলায় এরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবসায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। এক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন, বন্টন ও এর সহায়ক সকল বৈধ কাজকেই ব্যবসায় হিসেবে গণ্য করা হয়।

ব্যবসায়ের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন কোন লেখক ও গবেষক একে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং কেউ কেউ একে কাজ হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। নিম্নে উভয় দিক হতে ব্যবসায়ের কয়েকটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো-

প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় ব্যবসার সংজ্ঞা

Bayar.O. Wheeler (হুইলার) এর মতে, Business is an institution organised and operated to provide goods and services to the society under the incentive of gain.[৮] (সমাজে পণ্য ও সেবাসামগ্রী সরবরাহ করে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সংগঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকেই ব্যবসায় বলে" ।)

অধ্যাপক Norman Richard Owens (ওয়েন্‌স) এর মতে, Business means an enterprise engaged in the production and distribution of goods for sale in a market or the rendering of services for a price.[৯]ব্যবসায় হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বন্টন কার্যে অথবা মূল্যের বিনিময়ে সেবাদান কাজে নিয়োজিত থাকে।)

---

৮. Bayar. O. Wheeler, *Business- An Introductory Analysis, NewYork, p. 25* মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *ব্যাবসায় পরিচিতি*, ঢাকা : দি যমুনা পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ. ৩

৯. Norman Richard Owens, *Introduction to Business*, মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত

কার্যগত দিক বিবেচনায় ব্যবসার সংজ্ঞা

Dr. Gloss Dr. Baker এর মতে, Business is dasically an activity of people working alone or with others for the purpose of producing and selling the goods and services that pur country requires.[10] (দেশের প্রয়োজনে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বন্টন অথবা সেবাকর্ম প্রদানের উদ্দেশ্যে মানুষ এককভাবে অথবা অন্যান্য ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে যে প্রয়াস চালায় তাকেই মূলত ব্যবসায় বলে।)

অধ্যাপক Y.K. Bushan (ভষণ) বলেন, Business may be defined as the organized production or sale of goods undertaken with the object of earning profit through the satisfaction of human wants. (ব্যবসায় হলো পণ্যদ্রব্যের সংগঠিত উৎপাদন বা বিক্রয়ের কার্য বিশেষ যা মানুষের অভাব পূরণের নিমিত্তে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহীত বা সম্পাদিত হয়।)[১১]

বি, বি, ঘোষ ব্যবসায় সম্পর্কে বলেন, Business denotes human activities which produce or acquire wealth through buying or sellin of goods. (পণ্যসামগ্রী উৎপাদন অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ধন-সম্পদ অর্জনে নিয়োজিত মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে ব্যবসা বলে।)[১২]

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত অভাব পূরণের লক্ষ্যে, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য, সেবাকর্ম উৎপাদন, উৎপাদিত সামগ্রী প্রকৃত ভোগকারীর নিকট প্রেরণ বা বন্টন এবং উৎপাদন ও বন্টন কাজে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সহায়ক উপযোগ সৃষ্টিকারী সকল বৈধ অর্থনৈতিক কাজ ব্যবসায় হিসেবে গণ্য। অবশ্য আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পণ্যদ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত সবাই কোনো না কোনোভাবে ক্রয়-বিক্রয় কাজে জড়িত থাকে। তাই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল ধরনের ক্রয়-বিক্রয় কার্যকেই ব্যবসায় বলা যায়।

---

১০. Dr. Gloss and Dr. Baker, *Introduction to Business,*ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, ঢাকা : মৌ প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ২

১১. উদ্ধৃত- মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *ব্যাবসায় পরিচিতি*, ঢাকা : দি যমুনা পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ. ৩

১২. প্রাগুক্ত

ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য

ব্যবসায় সমাজ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে প্রত্যেক সমাজেই পণ্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন ও বন্টন কাজের সাথে জড়িত। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত এরূপ কর্মকান্ডের এমন কিছু স্বতন্ত্র প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা একে অন্য পেশা হতে পৃথক করেছে। নিম্নে ব্যবসায়ের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো[১৩]-

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য : ব্যবসায়ের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- এর গঠন ও পরিচালনার পেছনে ব্যবসায়ীর মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশা থাকে। কম দামে কিনে বা কম খরচে উৎপাদন করে অধিক মূল্যে বিক্রয় পূর্বক মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টায় ব্যবসায় হিসেবে পণ্য। কেউ নিজে ভোগের জন্য কিছু ক্রয় বা উৎপাদন করলে তা ব্যবসায় বিবেচিত হয় না।

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা: ব্যবসায়ের সাথে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মুনাফা অর্জনের আশাতেই ব্যবসায়ী ঝুঁকি বহন করে। তাই মুনাফাকে 'ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার' বলা হয়। বাজারে পণ্যের দাম কমে যেতে পারে এবং প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নানান বিপদ ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই এরূপ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার বোঝা মাথায় নিয়েই ব্যবসায়ীকে সবসময় পথ চলতে হয়।

লেনদেনের পৌনঃপুনিকতা: ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে লেনদেন বারে বারে বা অব্যাহতভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে। একজন আসবাবপত্র বিক্রেতা নিয়মিতভাবেই ফরমায়েশ মাফিক আসবাবপত্র তৈরি করে তা সরবরাহ করে। ফলে তার কাজ ব্যবসায় হিসেবে গণ্য। কিন্তু কেউ যদি বাসার জন্য আসবাবপত্র কিনে তা পছন্দ না হওয়ায় বিক্রয় করে তবে তা ব্যবসায় হিসেবে গণ্য হয় না।

আইনগত বৈধতা: ব্যবসায়কে অবশ্যই আইনানুগ ও বৈধ হতে হয়। সকল উপাদানের উপস্থিতি থাকার পরও যদি কোন প্রতিষ্ঠান অবৈধ কাজে বা উদ্দেশ্য জড়িত থাকে তবে তা ব্যবসায় হিসেবে বিবেচিত হয় না। চোরাচালানির কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান আইনের দৃষ্টিতে ব্যবসায় নয়।

কর্মে স্বাধীনতা: ব্যবসায় সবসময়ই একটা স্বাধীন পেশা হিসেবে গণ্য। পূর্বানুমানের ভিত্তিতে ব্যবসায়ীর নিজস্ব চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে কোনো বৈধ কাজে কারও নিয়ন্ত্রণ মানতে ব্যবসায়ী বাধ্য নয়। এরূপ স্বাধীনতার কারণেই অনেকে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে।

---

১৩. ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬; মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৬

উপযোগ ও উদ্বৃত্ত সৃষ্টি: ব্যবসায় তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নানান ধরণের; যেমন-রূপগত, স্বত্বগত, কালগত, স্থানগত, অর্থগত, ঝুঁকিগত ইত্যাদি উপযোগ সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে জনগণের বিভিন্নমুখী অভাব পূরণ হয়। এছাড়া ব্যবসায় উদ্বৃত্ত সম্পদও সৃষ্টি করে।

পুঁজির সংস্থান : প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পুঁজির সংস্থান ছাড়া ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ী নিজস্ব উৎস ছাড়াও প্রয়োজনে বিভিন্ন উৎস হতে পুঁজি সংস্থান করে। বর্তমানকালে বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয় এবং এজন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

আর্থিক মূল্যে লেনদেন : ব্যবসায়ী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই পণ্য ও সেবা উৎপাদন বা সংগ্রহ করে। তাই বিক্রয়ের অভিপ্রায় ব্যবসায়ের একটি বৈশিষ্ট্য। কেউ নিজের ভোগের জন্য কোন সামগ্রী উৎপাদন বা ক্রয় করলে সেক্ষেত্রে বিক্রয়ের অভিপ্রায় না থাকায় ক্রেতার পক্ষে তা ব্যবসায় হিসেবে গণ্য নয়।

আর্থিক মূল্যের লেনদেন : ব্যবসায়ে যেকোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বর্তমানকালে অচল। অবশ্য আর্থিক মূল্য নিরূপণ করে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বা আংশিক পণ্য ও আংশিক অর্থ প্রদান করা হতে পারে।

ব্যবসায়ী সওদা : ব্যবসায় হলো মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবাসামগ্রী উৎপাদন ও বন্টন করা। তাই পণ্য বা সেবা ব্যবসায়ের প্রধান উপকরণ বা সওদা হিসেবে গণ্য। এ ছাড়াও মতাদর্শ, অর্থ, ঋণ ইত্যাদিও ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ উপকরণের আওতায় পড়ে।

সেবার মনোভাব : সমাজের মানুষের সহযোগিতার ওপর ব্যবসায়ের উন্নয়ন নির্ভর করে। তাই ব্যবসায়ীকে আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে বরং মানুষের মাঝে সুনাম অর্জনের অভিপ্রায়ে সেবার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। ন্যায্যমূল্যে ও সুবিধাজনক শর্তে ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করাই ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য।

পারস্পরিক সুবিধা : ব্যবসায় সবসময়ই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়পক্ষের সুবিধার সৃষ্টি করে। ব্যবসায়ী বিভিন্ন উপযোগ সৃষ্টি করে ক্রেতার অভাব পূরণ করে। এতে ভোক্তা সাধারণ উপকৃত হয়। অন্যদিকে ব্যবসায়ী পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে জীবিকা অর্জন ও ব্যবসায়ের উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

পূর্বানুমান : পূর্বানুমান করে চলা ব্যবসায়ের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভবিষ্যতে পণ্যের চাহিদা, মূল্য ও বিভিন্ন অবস্থাদি পূর্বানুমান করে ব্যবসায়ীকে পণ্য উৎপাদন বা তা সংগ্রহ

করতে হয়। এই পূর্বানুমান ঠিক না হলে সে সমস্যায় পড়ে। তাই এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে সবসময়ই ঝুঁকি নিতে হয়।

পরিবর্তনশীলতা : ব্যবসায়কে সব সময়ই পরিবর্তনশীলতা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। মানুষের চাহিদা ও রুচি সদা পরিবর্তনশীল। তাই ক্রেতাদের ভবিষ্যৎ রুচি, পছন্দ ও চাহিদা নিরূপণ করে তদনুযায়ী ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা অনেক সময়ই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়।

সম্পর্কের উন্নয়ন : ব্যবসায় সু-সম্পর্ক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্যবসায়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র পণ্য বা সেবার বিনিময়ই ঘটে না সেই সাথে পারস্পরিক ভাব ও আন্তরিকতারও বিনিময় ঘটে। এর ফলে ক্রেতা-বিক্রেতাসহ সহযোগী বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এক দেশের সাথে অন্য দেশের সম্পর্কোন্নয়নে ব্যবসায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যবসায় হলো মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সেই প্রধান অংশ যা সমাজের সকল মানুষের অভাব পূরণে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পণ্য ও সেবার যোগান দিয়ে চলেছে। আর সে কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই ব্যবসায় মানুষের অপরিহার্য উপজীবিকা হিসেবে গণ্য।

ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের সাথে ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আদিম স্তরে মানুষ নিজের প্রয়োজন নিজেই পূরণ করতো। তখন মানুষের প্রয়োজন মূলত উদর পূর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর মানুষের অভাবের চৌহদ্দি দিন দিন বাড়তে থাকে। এই অভাব ব্যক্তিগতভাবে পূরণের জন্য মানুষ চেষ্টা করেছে অনেকদিন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। শ্রম বিভাজনের কারণে একদিকে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হলেও অন্যদিকে অভাব অপূর্ণ থেকেছে। ফলে প্রয়োজন পূরণের জন্য শুরু হয়েছে নিজ উদ্বৃত্তের সাথে অন্যের পণ্য বিনিময়ের।

পরবর্তীকালে নানা কারণে বিনিময় ব্যবস্থা খুব সুবিধাজনক হয়নি। ফলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ধীরে ধীরে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতব মুদ্রার প্রচলন হয়। এতে বিনিময় ব্যবস্থা সহজ হয় ও ব্যবসায়ের উদ্ভব ঘটে। মুনাফা অর্জনের জন্য একদল ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এ সময়ে উৎপাদন মূলত কৃষিকাজ, শিকার, পশুপালন ও হস্তজাত সামগ্রী প্রস্তুতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কায়িক শ্রমনির্ভর এই উৎপাদন ব্যবস্থা দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সমাজ-সভ্যতাতে নানাভাবে বিকশিত হয়েছে বটে, কিন্তু সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরুতে পারেনি। পরবর্তীতে যান্ত্রিক সভ্যতার উন্মেষে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ

সৃষ্টি হয়। আর এভাবেই বর্তমানে আমরা বিশ্বজোড়া বাজারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করছি। ব্যবসায়ের এই দীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তর নিম্নে আলোচিত হলো[১৪]-

প্রাথমিক যুগ

আদিম স্তর : পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পর হতে পরবর্তী একটি দীর্ঘসময় পর্যন্ত মানুষ ছিল মূলত অরণ্যচারী যাযাবর। নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য শিকার ও ফলমূল আহরণই ছিল মানুষের উপজীবিকা। ক্রমে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করা শুরু করে। এ পর্যায়ে বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ক্রমে বসবাসে কিছুটা স্থায়ীভাব আসলে মানুষ ভূমিচাষ কৌশল আয়ত্ত করে। পশুপালনও শুরু হয়। গার্হস্থ্য অর্থব্যবস্থার এ সময়ে মূলত ব্যবসায়ের উৎপত্তি ঘটেনি।

প্রত্যক্ষ বিনিময় : আদিম স্তরে উৎপাদন ব্যবস্থা মূলত পারিবারিক প্রয়োজনকে ঘিরেই আবর্তিত হতে দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে একেক পরিবার একেকটি দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। ফলে কোনো বিষয়ে অধিক উৎপাদন ও কোন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে উদ্বৃত্ত সামগ্রী বিনিময়ের প্রয়োজন পড়ে। এভাবেই বিনিময় ব্যবস্থা (Barter system) এর প্রচলন ঘটে। এক পর্যায়ে এই বিনিময় ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ব্যবসায়ের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু অল্প সময়েই মধ্যেই সামঞ্জস্যতার অভাব, দ্রব্য বিভাজনে অসুবিধা ইত্যাদি কারণে এই ব্যবস্থা মানুষের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণিত হয়।

মধ্যযুগ

অর্থের প্রচলন : বিনিময় ব্যবস্থার অসারতার প্রেক্ষাপটে মানুষ প্রয়োজন পূরণের জন্য বিনিময়ের মাধ্যম খুঁজতে থাকে। বিভিন্ন সমাজে দুষ্প্রাপ্য শামুক, ঝিনুক, কড়ি, পাথর ইত্যাদি প্রাথমিকভাবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়। ফলে লেনদেনের কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটে। এরূপ লেনদেন অনেকটা ব্যবসায়ের ধাতব মুদ্রার প্রচলন ঘটান; এতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও খাজনা, কর, মজুরি ইত্যাদি প্রদান সহজসাধ্য হয়। ফলে শ্রম বিভাগের ব্যাপক প্রচলন ও ব্যবসায়ী কার্যকলাপের মাত্রা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।

বাজার ও শহরের উৎপত্তি : অর্থের প্রচলনের পর ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ঘটায় লেনদেনের জন্য বিভিন্ন স্থানে বাজার গড়ে ওঠে। এসব এলাকায় ধীরে ধীরে লোক সমাগম বাড়ায় এক পর্যায়ে সেখানে নগর জীবনের উদ্ভব ঘটে। এ সময় শহর-গঞ্জকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন

১৪. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *ব্যাবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮; ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪

শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন শুরু হয়। মালামাল আনা-নেয়ার জন্য জলপথে নৌকা ও স্থলপথে পশুশক্তি চালিত বিভিন্ন যানের উদ্ভব হয়। এ সময়ে মালামাল আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও দূর-দূরান্তে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় প্রতারণার সম্ভাবনা ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে বণিক সমবায় সংঘ (Merchant guild), কারিগরি সমবায় সংঘ (Craft guild), গড়ে ওঠে। যা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা রাখে।

উপনিবেশ সৃষ্টি : পৃথিবীর বিভিন্ন জনপথে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠলেও মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগীয় অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নয়ন ঘটে। ফলে এ অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করতে থাকে। এ সময় ইউরোপের অনেক কোম্পানি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে উপনিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস চালায় এবং নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। উপনিবেশগুলো হতে অল্পমূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ ও অধিক মূল্যে শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয় করে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো রাতারাতি উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে। এ সকল কোম্পানির মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত উপমহাদেশে, হাডসন বে কোম্পানি আমেরিকায়, মাস্কোভা কোম্পানি রাশিয়ায়, নেভাল্ট কোম্পানি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বময় কর্তৃত্বের আসন লাভ করে। এভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য এ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি লাভে সক্ষম হয়।

আধুনিক যুগ

শিল্প বিপ্লব : মধ্যযুগের শেষ দিকে এসে ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি হলেও পেশিশক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা দিয়ে সমাজের বাড়তি প্রয়োজন পূরণ ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। তাই এ সময়ে ১৭৫০ সাল হতে ১৮৫০ সালের মধ্যে কতিপয় যুগান্তকারী আবিষ্কার উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। জেমস ওয়াট (James Watt) কর্তৃক বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার যান্ত্রিক শক্তির উন্মেষ ঘটায়। হারগ্রিভস (Hargreaves)-এর স্পিনিং জেলী, কে (Kay)-এর পাওয়ার লুম, আর্করাইট (Arkwright)-এর ওয়াটার ফ্রেম, কম্পটন (Compton)- এর সিউল ইত্যাদি যন্ত্র আবিষ্কার বয়ন শিল্পের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখে। এভাবেই ১৭৫০ সালে থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ইউরোপের শিল্পজগতে যে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হয় তাকেই শিল্প বিপ্লব (Industrual revolution) বলা হয়। এই বিপ্লবরে ফলে দীর্ঘকালব্যাপী চলে আসা পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থার স্থলে শিল্প-কারখানার বিকাশ ঘটে এবং এর ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহারে পরিবহন ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাংক

ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। বীমা ব্যবস্থাও এ সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সর্বোপরি শিল্প বিপ্লব আধুনিক ব্যবসায় উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রযুক্তির উন্নয়ন ও আধুনিকায়ণ : শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশে দেশে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার ফলশ্রুতিতে ব্যাপক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মানোন্নয়ন এবং ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে নতুন নতুন পরীক্ষা ও গবেষণা চলতে থাকে। ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ব্যাপকতা লাভ করে। এ সকল নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যবসায়ের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করে। এভাবেই আজ আমরা কম্পিউটার প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করেছি। বিশ্বজোড়া বাজার আর মুক্তবাজার অর্থনীতি আজ ব্যবসায়ের সর্বোচ্চ সফলতা ও উন্নয়নেরই প্রমাণ দিচ্ছে।

ব্যবসায়ের মৌলিক উপাদানসমূহ

ব্যবসায় অনেকগুলো শর্ত বা উপাদান নির্ভর একটি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। ব্যবসায়ের অস্তিত্ব বিবেচানায় এসব উপাদানসমূহ বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রতিটি ব্যবসায়ই তাদের আয়তন, প্রকৃতি, মালিকানা, ক্ষেত্র ইত্যাদি নির্বিশেষে কতকগুলো উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। নিম্নে ব্যবসায়ের এ সকল মৌলিক উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো[১৫]-

উৎপাদনঃ ব্যবসায় মূলত প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদের রূপগত পরিবর্তন সাধন করে নতুন নতুন চাহিদা ও উপযোগসম্পন্ন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত। পণ্য উৎপাদনের এ ধারাবাহিকতায় ব্যবসায় একদিকে যেমনি ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি করে। ফলে ব্যবসায়ীক কর্মকান্ড দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বণ্টনঃ ব্যবসায়ে পণ্য ও সেবা উৎপাদনের মূল লক্ষ্য থাকে প্রকৃত ভোক্তা। তাই উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত ভোগকারীর নিকট নিয়ে যাওয়া বা বন্টন ব্যবসায়ের মৌলিক কাজ। এরূপ বন্টন কাজে একাধিকবার ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়। মধ্যস্থ ব্যবসায়ীগণ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বন্টন প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকে।

উৎপাদন ও বন্টনের সহায়ক কার্যাবলিঃ ব্যবসায় শুধুমাত্র পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এবং বন্টনের সাথে সম্পৃক্ত কোন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নয় বরং এটি উৎপাদন ও বন্টনের সহায়ক অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়া; যেমন- ব্যাংকিং, বীমা, গুদামজাতকরণ, পরিবহন,

---

১৫. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *ব্যাবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯; ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সাথেও সম্পৃক্ত। এ সকল কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যবসায় উৎপাদন ও বন্টনে বাধা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে থাকে।

মুনাফা অর্জনের অভিপ্রায়ঃ মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যবসায় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্যই হলো মুনাফা অর্জনপূর্বক জীবিকা অর্জন করা। মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় ব্যবসায়ী অর্থ, শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ এবং পরিমিত মাত্রার ঝুঁকি গ্রহণ করে ব্যবসায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে।

ঝুঁকিঃ ঝুঁকি ব্যবসায়ের আরও একটি অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জিত না হওয়ার সম্ভাবনাই মূলত ঝুঁকি। ব্যবসায় লেনদেনের ফলে ভবিষ্যতে যেমনি মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা থাকে তদ্রুপ ক্ষতির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই বলা যায় ঝুঁকিমুক্ত কোন কাজ বা লেনদেন ব্যবসায় নয়। ঝুঁকি গ্রহণের কারণেই ব্যবসায়ী তার পুরস্কারস্বরূপ মুনাফা অর্জন করে।

অর্থ সংস্থানঃ পুঁজি বা মূলধন ব্যবসায়ের সঞ্জীবনী শক্তি। উদ্যোগ ও ঝুঁকি গ্রহণ করে যে কেউ এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই স্থাপন ও পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার জন্য ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় পুঁজি বা মূলদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হয়।

আর্থিক মূল্যঃ প্রত্যেকটি ব্যবসায় লেনদেনেই একটি আর্থিক মূল্য থাকে। অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়, এমন কোন আদান-প্রদান, লেনদেন বা বিনিময়কে ব্যবসায় বলা যায় না। তাই লেনদেনের আর্থিক মূল্য ব্যবসায়ের অস্তিত্ব যাচাইয়ের একটি মাপকাঠি।

উদ্যোগ গ্রহণঃ ব্যবসায়ের ধরন যাই হোক না কেন, এটি গঠনে ব্যক্তিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজন পড়ে। উদ্যোক্তার উদ্যোগ ও কার্যকর প্রচেষ্টা ছাড়া কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

আইনগত বৈধতাঃ ব্যবসায় কার্যকলাপ অবশ্যই দেশে বা সমাজে প্রচলিত আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য হতে হয়। সমাজ ও আইন বহির্ভূত কোন ক্রিয়া-কর্মই ব্যবসায় হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না।

জনকল্যাণ ও সেবার মনোভাবঃ মুনাফা অর্জন ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও ব্যবসায়ীকে জনকল্যাণ ও সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হয়। ভোক্তাদের চাহিদামাফিক গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য সময়মত উৎপাদন ও ন্যায্যমূল্যে বাজারজাত করণের মাধ্যমে ব্যবসায় মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের অর্থনৈতিক যাবতীয় কর্মকান্ডই যে ব্যবসায়ের অন্তর্ভূক্ত তা নয়; বরং উপরোক্ত সুনির্দিষ্ট উপাদান সমূহ যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিদ্যমান,

শুধুমাত্র মানুষের সেসব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডই ব্যবসায় হিসেবে পরিগণিত হয়। এজন্যই বলা হয়, ব্যবসায় একটি শর্ত বা উপাদান নির্ভর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য

মুনাফা তথা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। তাই মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এর বাইরেও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামাজিক, মানবিক ও জাতীয় উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবসায় প্রচেষ্টা চালায়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য : ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত আয়-উন্নতি ছাড়াও সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় পরিচালিত হয়। নিম্নোক্ত বিষয়াদি এর মধ্যে পড়ে[১৬]-

মুনাফা অর্জন : ব্যবসায় গঠনের পিছনে ব্যবসায়ীর মূখ্য উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। এজন্যই সে ঝুঁকি বহন করে। এরূপ উদ্দেশ্য না থাকলে তা ব্যবসায় বলে গণ্য হয় না। সন্তানের জন্য কাপড় সেলাই ব্যবসায় নয়। কিন্তু কাপড় সেলাই ও বিক্রয়পূর্বক মুনাফা অর্জন করতে চাইলে তা ব্যবসায়।

পুঁজির সদ্ব্যব্যহার : পুঁজির সদ্বব্যহারের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত সৃষ্টিও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। একজন ব্যবসায়ী নিজস্ব অর্থ ছাড়াও প্রয়োজনে ঋণ করে ব্যবসায় গড়ে তোলে। এরূপ পুঁজির স্বার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে যাতে অন্যের পাওনা পরিশোধ ও নিজস্ব আয়-উপার্জন বৃদ্ধি পায় ব্যবসায় সেজন্য সবসময়ই সচেষ্ট থাকে।

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার : সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ও সেই সাথে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কাজে লাগানোর জন্য ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করে। আমাদের দেশে কৃষিনির্ভর ও প্রাকৃতিক গ্যাসনির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ এর উদাহরণ।

জনশক্তির সদ্ব্যব্যহার : ব্যবসায় সবসময়ই জনশক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। এজন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তির উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ব্যবসায় সম্প্রসারণ করে অধিক জনশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। এভাবে দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে ওঠে।

উপযোগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি : উপযোগ হলো কোন দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতা। একজন ব্যবসায়ী সবসময়ই উপযোগ সৃষ্টি ও উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। উপযোগ সৃষ্টির সাথে সাথে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যেমন-

---

১৬. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *ব্যাবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

একটি গাছ থেকে যখন কাঠ এবং কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি হয় তখন প্রতিটি পর্যায়েই উপযোগ ও উৎপাদন বাড়ে।

উন্নত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির ব্যবহার : উৎপাদনের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি সংগ্রহ ও ব্যবহার করাও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। এজন্য ব্যবসায় নতুন নতুন প্রযুক্তির উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। কার্যক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নয়ন ঘটিয়ে কম খরচে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়।

উদ্ভাবন ও উন্নয়ন : নতুন মান ও ডিজাইনের পণ্য উদ্ভাবনও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। অন্যথায় প্রতিযোগিতার বাজারে এগুলো যায় না। দোয়াত-কলম ও কালির যুগ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। প্রত্যহ নতুন মান ও ডিজাইনের কলম বাজারে আসছে। পোষাকের ডিজাইনে পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত। নতুন পণ্য বাজারে এনে চমক সৃষ্টিতে ব্যবসায়ীরা অনন্য।

ব্যবসায়ের মানবিক উদ্দেশ্য

ব্যবসায় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সমাজের বিভিন্ন পক্ষ; যেমন- মালিক, শ্রমিক-কর্মী, ক্রেতা বা ভোক্তাসহ সবাই এর সাথে সম্পর্কীত। তাই ব্যবসায়কে এদের কল্যাণার্থে সামাজিক ও মানবিক উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট হতে হয়; যা নিম্নরূপ:[১৭]

চাহিদামাফিক পণ্য ও সেবা সরবরাহ : মানুষের চাহিদামাফিক উত্তম পণ্য ও সেবা সরবরাহ করা ব্যবসায়ের উল্লেখ্যযোগ্য সামাজিক উদ্দেশ্য। যখন, যেখানে, যেভাবে ক্রেতাসাধারণ পণ্য ও সেবার প্রত্যাশা করে ব্যবসায় সেভাবেই তা সরবরাহের ব্যবস্থা করে। এভাবেই সামাজের জনগণ তাদের অভাব পূরণে ব্যবসায়কে সবসময় কাছে পায়।

ন্যায্যমূল্যে পণ্য ও সেবা সরবরাহ : ন্যায্যমূল্যে এবং ভোক্তা সাধারণের ক্রয় সামর্থ্যের মধ্যে পণ্য ও সেবা সরবরাহ করাও ব্যবসায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। এজন্য বিভিন্ন ধরণ, মান, আকার ও পরিমাণের পণ্য বাজারে ছাড়া হয়। যাতে সকল ধরণের ক্রেতা বা ভোক্তা তা সংগ্রহ করতে পারে।

সামজিক স্বীকৃতি অর্জন : ব্যবসায়ের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনের প্রয়াস চালানো। যাতে সমাজের সবাই সৎ নির্ভরযোগ্য ও ভাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবসায়ের প্রহণ করে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানসমূহ সেজন্য বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে।

বেকার সমস্যা সমাধান : নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূর করাও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। ব্যবসায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যবসায় অনন্য। একটা দেশে ব্যবসায় খাতে যত লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় অন্য কোন খাতে তা সম্ভব নয়।

---

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭

শ্রমিক-কর্মীদের উন্নতি বিধান : প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মীরা যাতে মানসিকভাবে সন্তুষ্ট থেকে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। কর্মীরা যাতে দক্ষরূপে গড়ে উঠতে পারে এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা পায় সেজন্য সফল ব্যবসায়ীরা উদ্যোগ নেয়।

সম্পর্কের উন্নয়ন : সমাজের বিভিন্ন পক্ষের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে কার্যকর সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। উত্তম শ্রমিক-মালিক সর্ম্পক প্রতিষ্ঠা ছাড়াও ক্রেতা বা ভোক্তা, সরবরাহকারীর বিভিন্ন পক্ষের সাথে ব্যবসায় সর্ম্পক গড়ে তোলে। আন্তর্জাতিক সর্ম্পক সৃষ্টিতেও ব্যবসায় অনন্য।

ব্যবসায়ের ব্যক্তিক উদ্দেশ্যাবলি

ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত মুনাফা, আয়-উন্নতি, কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করেন। নিম্নে ব্যবসায়ের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা করা হলো-

মুনাফা অর্জন : ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যই হলো মুনাফা অর্জন করা। এ লক্ষ্যে ব্যবসায়ী ঝুঁকি গ্রহণপূর্বক কোন বৈধ কর্মে নিয়োজিত হন।

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি : ব্যবসায়ী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আত্মকর্মসংস্থানের মূলকথা হলো অন্যের অধীনে বা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বেতন বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ না করে স্বীয় প্রচেষ্টায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনপূর্বক তথায় কাজ করে স্বীয় জীবিকা অর্জন করা।

পুঁজির সদ্ব্যব্যহার : ব্যবসায়ী স্বীয় পুঁজির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির লক্ষ্যেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। অবশ্য একজন ব্যবসায়ী প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন। ব্যবসায়ী এরূপ পুঁজির যথাযথ ব্যবহার করে ঋণ পরিশোধপূর্বক নিজের আয় বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

সম্পদ অর্জন : স্বীয় শ্রম, মেধা প্রচেষ্টা ও পুঁজি বিনিয়োগ করে প্রভূত সম্পদ অর্জনের প্রত্যাশা নিয়েই একজন ব্যক্তি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় ব্রতী হয়ে থাকেন। ফলে ব্যবসায়ে অর্জিত লাভ তার ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন : ব্যবসায়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ী জীবিকা অর্জনের পাশাপশি আর্থিক সঙ্গতিও বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। এতে তার ভোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি জীবনযাত্রার সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। ফলে ব্যবসায়ীগণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়।

সামাজিক মর্যাদা অর্জন: ব্যবসায়ের এ ধরণের আরেকটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ব্যবসায়ীর সামাজিক মর্যাদা অর্জন। ব্যবসায়ী অর্থ উপার্জন করে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। এতে ব্যবসায়ীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ব্যবসায়ের সামাজিক উদ্দেশ্যাবলি

ব্যবসায় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত সম্পদ ও মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন পক্ষ; যেমন- ক্রেতা, ভোক্তা, কর্মচারী, সাধারণ সম্প্রদায় ইত্যাদির প্রতিও বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এসব দায়িত্বকেই ব্যবসায়ের সামাজিক উদ্দেশ্য বলে। নিম্নে ব্যবসায়ের সামাজিক উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা করা হলোঃ

চাহিদানুযায়ী পণ্য ও সেবার যোগান : সমাজে বসবাসরত মানুষের চাহিদানুযায়ী পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও সরবরাহ করা ব্যবসায়ের একটি উল্লেখ্যযোগ্য সামাজিক উদ্দেশ্য। ক্রেতা বা ভোক্তাগণ যেরূপ মান সম্পন্ন পণ্য প্রত্যাশা করেন, সেরূপ পণ্য বা সেবাই ব্যবসায় উৎপাদন ও সরবরাহ করে।

ন্যায্যমূল্যে সেবা ও পণ্য সরবরাহ : ভোক্তা সাধারণের ক্রয় সামর্থ্যের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে পণ্য ও সেবা সামগ্রী সরবরাহ করাও আধুনিক ব্যবসায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে ব্যবসায় বিভিন্ন মান, দর, আকার ও পরিমাণের পণ্য বাজারজাত করে। যাতে সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ে সমর্থ হয়।

বেকার সমস্যার সমাধান : নতুন নতুন শিল্প, কল-কারখানা, ব্যবসা ও বাণিজ্য সংগঠন স্থাপন করে সমাজের বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুয়োগ সৃষ্টি করাও ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এতে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

শ্রমিক-কর্মীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন : প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মীগণ যাতে মানসিকভাবে সন্তুষ্ট থেকে দক্ষতার সাথে কর্ম সম্পাদন করতে পারে- এ লক্ষ্যে ব্যবসায় তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়। এতে কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে, পারিশ্রমিক বাড়ে ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

সম্পর্কের উন্নয়ন : ব্যবসায় কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সাথে সাথে ব্যবসায়ী দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পক্ষের সাথে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কও গড়ে তোলে। আজ সারা বিশ্বে একই পরিবারে রূপান্তরিত হওয়ার পিছনে ব্যবসায়ই অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যবসায় একটি আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবসায়ীর জন্য যেরূপ মুনাফা ও সম্পদ অর্জনে সচেষ্ট, তদ্রুপ সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন পক্ষের নানাবিধ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেও যথেষ্ট সোচ্চার।

ব্যবসায়ের জাতীয় উদ্দেশ্য

বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায় জগতে ব্যবসায়কে বিভিন্ন জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনেও প্রয়াস চালাতে হয়। ব্যবসায় পরিচালনার পিছনে যে সকল জাতীয় উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে তা নিম্নরূপ[১৮]:

১. জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা;
২. ব্যবসায় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
৩. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপন, সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা;
৪. ব্যবসায় কার্যকলাপ সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করা;
৫. ব্যবসায় ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ উচ্চে তুলে ধরা এবং জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষার বন্দোবস্ত এবং
৬. সরকারকে বিভিন্ন কর ও রাজস্ব প্রদান করে সরকারের অর্থনৈতিক সামর্থ্যকে মজবুত রাখা।

ব্যবসায়ের কার্যাবলি

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন, বন্টন ও তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজই ব্যবসায় কার্যকলাপ হিসেবে গণ্য। একজন ব্যবসায়ী কি কাজ করবেন তা তার ব্যবসায়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। তবে সাধারণভাবে ব্যবসায়ের যে সকল কাজ লক্ষণীয় তা নিম্নরূপ[১৯]:

উৎপাদন : উৎপাদন ব্যবসায়ের মুখ্য কাজ। বিক্রয়ের জন্য পণ্য বা সেবার প্রস্তুত কার্য বা নতুন উপযোগ সৃষ্টিকে উৎপাদন বলে। বিভিন্ন ধরণের শিল্পের কাজে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও এরূপ কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, শ্রমিক-কর্মী ইত্যাদি সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে।

ক্রয় : ব্যবসায়ের প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন সেখানে কম-বেশি কাঁচামাল, উপায়-উপকরণ বা পণ্য-দ্রব্যাদি ক্রয়ের প্রয়োজন পড়ে। তাই ক্রয় কার্য ব্যবসায়ের একটি অন্যতম কাজ। ক্রয়ের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ, উৎস নির্ধারণ, পণ্য নির্ধারণ, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি কাজের প্রয়োজন হয়।

বিক্রয় : সব ধরণের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়ও একটা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। বিক্রয়ের মাধ্যমেই পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়। এজন্য পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ, বিক্রয়ের শর্তাদি নির্দিষ্টকরণ, প্রয়োজনে পণ্যের মান নির্ধারণ বিভাজন, মোড়কীকরণ ইত্যাদি কাজ করতে হয়।

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৯. ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

অর্থসংস্থান : ব্যবসায় যে ধরনেরই হোক না কেন তাতে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের প্রয়োজন পড়ে। বৃহাদায়তন ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনায় প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন হয়। এরূপ অর্থসংস্থানের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় পুঁজির পরিমাণ নির্ধারণ, উৎস নির্বাচন, অর্থ সংগ্রহ, যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি কাজ করা হয়ে থাকে।

ঝুঁকি গ্রহণ : ব্যবসায়ের সাথে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। নানা ধরনের বিপদ-আপদ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। এ সকল ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যবসায়ীগণ নানা ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বীমার আশ্রয় গ্রহণ করে।

পরিবহন : বিভিন্ন উৎস থেকে কাঁচামাল বা পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসা এবং উৎপাদিত পণ্য ক্রেতা সাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়াও বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এজন্য অনেক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

মজুতকরণ : উৎপাদিত বা ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয় হতে কিছুটা সময় নেয়। মৌসুমী দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহের পর অনেকদিন মজুত করে রাখার প্রয়োজন পড়ে। তাই এরূপ সংরক্ষণের জন্য ব্যবসায়কে প্রয়োজন অনুযায়ী গুদামজাতকরণ সুবিধা গড়ে তুলতে দেখা যায়।

গ্রাহক সেবা গ্রদান : প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে সফলতা অর্জনে ব্যবসায়কে সাধ্যমত গ্রাহক সেবার ব্যবস্থা করতে হয়। এজন্য ভাল ব্যবহার, কম দামে উত্তম পণ্য সরবরাহ, সঠিক মাল ও ওজন নিশ্চিতকরণ, বিক্রীত পণ্য ফেরত গ্রহণ বা বদলানোর সুযোগ প্রদান ইত্যাদি সুবিধা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে।

বাজারজাতকরণ প্রসার : বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। তাই কোনো সামগ্রী উৎপাদন বা সংগ্রহ করলেই তা বিক্রয় করা যায় না। এজন্য সম্ভাব্য ক্রেতাদের তা অবগত করার ও উৎসাহ সৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে। এজন্য বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিক বিক্রয়, প্রচার, বিক্রয় প্রসার ইত্যাদি বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়।

বাজার গবেষণা : প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায় জগতে বাজার হলো ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান। কোন পণ্য বা সেবার বাজার না থাকলে বা বাজার সৃষ্টি করা না গেলে ব্যবসায় চলে না। এজন্য সফলতা অর্জনে বাজার সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন পড়ে। এজন্য বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো পৃথক বাজার গবেষণা সেল খোলে।

হিসাবরক্ষণ : যে কোন ব্যবসায়ে হিসাবরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সঠিক হিসাব রক্ষণের মাধ্যমেই ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান ও সম্পত্তি-দায়ের গতি-প্রকৃতি জানা যায়। সেজন্য বর্তমানকালে বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আলাদা হিসাব বিভাগ খোলা হয়।

কর্মী সংক্রান্ত কাজ : বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একসাথে প্রচুর সংখ্যক কর্মী কাজ করে। এরূপ কর্মী সংগ্রহ, নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, প্রদোন্নয়ন, বেতন-ভাতা প্রদান ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয়। বড় প্রতিষ্ঠানে এজন্য পৃথক কর্মী বিভাগ খোলা হয়।

অফিস সংক্রান্ত কাজ : বৃহদায়তন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অফিস মূল কর্মকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রতিষ্ঠানের ভিতরের ও বাইরের বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষায় অফিস মূখ্য ভূমিকা রাখে। তাই তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রশাসনিক কার্মকাণ্ড পরিচালনায় ব্যবসায়ীদের অফিস সংক্রান্ত নানান কাজ করতে হয়। উপসংহারে বলা যায়, ব্যবসায়ের কার্যাবলি বিভিন্ন ধরণের। কার্যত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের সকল বৈধ অর্থনৈতিক কার্যাবলিই ব্যবসায়িক কার্যকলাপ হিসেবে গণ্য। তবে একটা সাধারণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কম-বেশি উপরোক্ত কার্যাদি সম্পাদিত হতে দেখা যায়।

ব্যবসায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়ের গুরুত্ব এত বেশি যে তা বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যবসায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য হলেও এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সবকিছুই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এর মাধ্যমে শুধু ব্যবসায়ী ও ক্রেতারাই উপকৃত হয় না, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের প্রতিটি মানুষই উপকৃত হয়ে থাকে। ব্যবসায়ের গুরুত্বসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এতদসংক্রান্ত কিছু আলোচনা নিম্নরূপ[২০]:

সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার : দেশের সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের ওপর জাতীয় উন্নয়ন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সকল দেশেই ব্যবসায় দেশের সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। উল্লেখ্য, সারা বিশ্বেই খনিজ তথা হাজারো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবসায়ীদের উদ্যোগেই উত্তোলিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সঞ্চয়ে উৎসাহ দান : স্বাধীন পেশা হিসেবে ব্যবসায় আয়-রোজগার ও সম্পদ অর্জনের সহজ উপায়রূপে বিবেচিত হওয়ায় অনেকেই ব্যবসায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হয়। এরূপ সঞ্চয় বিনিয়োজিত হওয়ায় দেশের সামগ্রিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

---

২০. ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮; মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *ব্যাবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

মূলধন গঠন ও তার সদ্ব্যব্যহার : ব্যবসায়ের প্রয়োজনে উদ্যোক্তা বা এর মালিকগণ বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে তা ব্যবসায় মূলধনে পরিণত করে এবং উপযুক্ত খাতে সে মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে থাকে।

ব্যক্তিগত ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি : ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের ফলে অর্জিত মুনাফা মালিকের ব্যক্তিগত আয় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে যেমনি ভুমিকা রাখে তেমনিভাবে তা জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি করে। এ ছাড়াও সকল দেশেই ব্যবসায় জনগণের আয়-রোজগারের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন : ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কাঁচামাল ও পণ্য আনা নেয়ার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অনেক সময় পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। দেশের রেল ব্যবস্থার যে উন্নয়ন ঘটেছিল এর পেছনে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।

শ্রম বিভাগের সুফল : শ্রম বিভাগ আধুনিক ব্যবসায়ের একটি অন্যতম অবদান। **S. P. Robins** বলেন, "Division of labour means the the entire job is broken down into a number of steps, each step being completed by a separate individual." যার ফলে ব্যক্তির কার্যদক্ষতা ও উৎপাদনশীল বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সহজতর হয়।

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার: ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটে। এই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে আবার নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন ও পণ্যের মানোন্নয়ন সম্ভব হয়। এতে পণ্য উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পায়। যা জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি : দেশের ব্যবসায় তথা শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সরকার বিভিন্ন খাত হতে প্রচুর রাজস্ব আদায় করতে পারে। এতে সরকারের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ তার সুফল ভোগ করে।

ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি সংস্থার উন্নয়ন: ব্যবসায় তথা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংক, বীমাসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটে। এ ছাড়াও বিজ্ঞাপনী সংস্থা সহ বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

সামাজিক গুরুত্ব

ব্যবসা-বাণিজ্যের সুফল ভোগ করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। এ কারণে ব্যবসার সামাজিক গুরুত্ব অত্যধিক। এতদসংক্রান্ত কিছু আলোচনা নিম্নরূপ:[২১]

চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ও সেবার যোগান : ব্যবসায় জনগণের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ও সেবার যোগান ও নিশ্চিত করে অভাব পূরণে সহায়তা করে। ফলে জনগণ সুখী ও সুন্দর জীবন যাপনের সুযোগ পায়। আমরা প্রত্যহ যে সকল প্রয়োজনীয় জিনিস ভোগ করি, হাতের নাগালের মধ্যে তা পাওয়া সম্ভব হয়েছে ব্যবসায়ের কারণেই।

বেকার সমস্যার সমাধান : ব্যবসায় তথা শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে দেশে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ ঘটে। এতে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হয়। বাংলাদেশে যে মারাত্মক বেকার সমস্যা বিদ্যমান তা সমাধানে শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্বরোপের কোন বিকল্প নেই।

দক্ষতার উন্নয়ন : আধুনিক কালে যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল। ব্যবসায়ের সাহচর্যে ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেশে একদল দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। যাদের ভূমিকার কারণে দেশের অর্থনীতি ও সমাজ উপকৃত হয়।

শিল্প কর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা দান : ব্যবসায়ের প্রয়োজনেই দেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প কর্মের বিকাশ ঘটে। এ ছাড়াও ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান উন্নীত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেশের বড় বড় শিল্পগুলো নিজ দায়িত্বে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে তার কথা বলা হয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন : ব্যবসা-বাণিজ্য তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দেশ এবং দেশের মানুষের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যার ফলে এক দেশ অন্য দেশের সাহচর্যে এসে জ্ঞানার্জন ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারে।

নগরায়ণ: ব্যবসায় তথা শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রীয়করণের ফলে অনেক সময় কোনো বিশেষ এলাকায় জনবসতির বিকাশ ঘটে। একসময় তা শহরে পরিণত হয় এবং নগর জীবনের সুযোগ-সুবিধা সেখানকার মানুষ ভোগ করতে পারে।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন : ব্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমনি মানুষের আয়ের সুযোগ বাড়ে ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় তেমনিভাবে নিত্য-নতুন বিভিন্ন জিনিস ভোগের সুযোগও বৃদ্ধি পায়। যার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়।

---

২১. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *ব্যাবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

পরিশেষে বলা যায়, ব্যবসায় তথা শিল্প-বাণিজ্য বর্তমানকালে এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ ইতিবাচক প্রভাব রাখে। যে কারণে বর্তমান বিশ্বে শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতিকেই জাতীয় উন্নয়নের প্রধান সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়। বাণিজ্য শুধুমাত্র এর মালিকদের ব্যক্তিগত উন্নয়নই সাধন করে না- এর মাধ্যমে দেশের সকল মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হয়। দেশের জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নও বিশেষভাবে বাণিজ্যের উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান সমাজ সভ্যতায় বাণিজ্যের গুরুত্ব এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, বাণিজ্যের সহায়তা ব্যতিরেকে কারও পক্ষে চলা সম্ভব নয়।

পেশা হিসেবে ব্যবসা

জীবন ধারণ ও জীবন ধারণের উপকরণ সংগ্রহের লক্ষ্যে যখন কোন ব্যক্তি কোন কার্যে নিয়োজিত হয় তখন ব্যক্তির কাজকে বৃত্তি (Occupation) বলে। এ দৃষ্টিকোন থেকে চাকরি, ব্যবসায়, ডাক্তারি, ওকালতি, প্রকৌশলী, শিক্ষকতা সবই বৃত্তির আওতাভূক্ত। কিন্তু ব্যবসায় বৃত্তি হলেও পেশা (Profession) কিনা তা জানার আগে পেশার সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা নেওয়া প্রয়োজন।[২২]

Hodgeও**Johnson**এর মতে, æProfession is a vocation requiring some significant body of knowledge that is applied with degree of consistancy in the service of some relevant segment of society" অর্থাৎ পেশা হলো উচ্চতর জ্ঞানসম্পন্ন বৃত্তিমূলক কাজ যা সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতিপয় সেবামূলক ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিশেষজ্ঞতার সাথে প্রয়োগ করা হয়।

Prof. Daltion E. McFarland পেশার নিম্নোক্ত চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

a) The existence of a body of speccialised knowledge or techniques;
b) Formalised method of acquiring training and experience;
c) The establishment of representative organisation with professionalism as its goal;
d) The formation of ethical codes for the guidance of conduct and

২২. উদ্ধৃত- মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *ব্যাবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

e) The charging of fees based an service but with due regards for the priority of services over the desires for monetary reward.

অর্থাৎ ক) বিশেষায়িত জ্ঞান বা কৌশল সম্বলিত একটি সংস্থার উপস্থিতি;
খ) প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি;
গ) পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনের প্রতিষ্ঠা;
ঘ) সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নৈতিকতা সংবলিত নির্দেশনা এবং
ঙ) আর্থিক প্রাপ্তির উপরে সেবা করার মানসিকতাকে অগ্রাধিকার দান এবং সেমতে ফি নির্ধারণ।

উপরোক্ত সংজ্ঞা দু'টি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখায় বৃত্তিমূলক জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জনের পর বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ ও ব্যবহার দ্বারা জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টা চালালে তাকে পেশা বলে। এরূপ পেশার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি দৃশ্যমান ঃ

১. পেশা হলো অন্যকে উপদেশ, পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদানের জন্য জ্ঞানের একটি সুশৃঙ্খল শাখা। যে কারণে এক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়;
২. প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বৃত্তিমূলক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা সৃষ্টি করা হয়;
৩. কতিপয় বিশেষজ্ঞ পেশাদার নিয়ে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা ও তাতে শিক্ষানবিসী সভ্য ভর্তি করা হয়;
৪. সংঘের সদস্যদের পরিচালনার জন্য আবশ্যকীয় নীতি ও বিধান প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ করা হয়;
৫. সরকার স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংঘের বিশেষজ্ঞ সদস্যদের বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য সনদ প্রদান করা হয় এবং
৬. সদস্যদের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ পারিতোষিক বা ফি নির্ধারণ করা হয়।

পেশার উপরোক্ত সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি বৃত্তি পেশার অন্তর্ভূক্ত এবং এরূপ পেশাদারি কর্মকাণ্ড ও বৃত্তি ব্যবসায়ের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। কিন্তু সব ধরণের ব্যবসায় কার্যকলাপে পেশার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় না বিধায় সব ধরণের ব্যবসায়কে পেশা বলা যায় না।

পেশা হিসেবে ব্যবসার গুরুত্ব

জীবন ধারণের লক্ষ্যে যখন কোন ব্যক্তি কোন কাজে নিয়োজিত হয় তখন ঐ ব্যক্তির কাজকে বৃত্তি (Occupation) বলে। এ দৃষ্টিতে ব্যবসায় একটি মনুষ্য বৃত্তি। অন্যদিকে

জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখায় বিশেষ জ্ঞান অর্জন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কোন ব্যক্তি যখন তা জীবিকা নির্বাহের কাজে ব্যবহার করে তখন তাকে পেশা (Profession) বলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসায় নামক মনুষ্য বৃত্তির সাথে পেশার কতিপয় সাদৃশ্য থাকলেও ব্যবসায় পুরোপুরি পেশা নয়। ব্যবসায়ের ঐ সকল শাখা পেশার পর্যায়ভূক্ত-যেখানে বিশেষ জ্ঞান অর্জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন পড়ে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আইন ব্যবসায়, চিকিৎসা সেবা প্রদানসহ অন্যান্য পরামর্শ ও সেবাদানকারী পেশাদারি কার্যকলাপ ব্যবসায়ের আওতাভূক্ত। কারণ এসব পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ তাদের অর্জিত বিশেষায়িত জ্ঞান-দক্ষতার বিনিময়ে অর্থোপার্জন করে থাকে এবং এ জন্যই বলা হয় সকল পেশাই ব্যবসায় এবং সকল ব্যবসায় পেশার পর্যায়ভূক্ত নয়। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পেশা হিসেবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো[২৩]-

বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োগ : 'Business creates surplus' তাই মুনাফা অর্জন তথা সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ পেশা হিসেবে কারবারি কার্যকলাপ সম্পাদন করে। এতে একদিকে যেমন ব্যক্তিক মুনাফা অর্জন হয় অন্যদিকে কারবারি কার্যকলাপে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটে। ফলে ব্যবসায়, সমাজ, ব্যক্তিসহ সকল পর্যায়ে অনেক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত হয়।

বৃহদায়তন উৎপাদন : স্বল্প উৎপাদনের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বৃহদায়তন উৎপাদন ও বন্টনের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান অপরিহার্য। বাজারে পণ্যের চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্যতা বিধানপূর্বক বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যের মানোন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। পেশাজীবীগণ এসব সমস্যা সমাধান করে সমাজে ব্যবসায়ের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে চলেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার : আধুনিক জটিল ও সম্প্রসারণশীল ব্যবসায় কার্যকলাপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার অপরিহার্য। পেশাজীবী ব্যক্তিগণ গবেষণার মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদন ও উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন।

নতুন পণ্য ও সেবার উদ্ভাবন : আধুনিককালে পেশাজীবী ব্যক্তিগণ সংঘটিত হয়ে ব্যবসায়িক উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালাচ্ছেন। ফলে নতুন নতুন জ্ঞান, পদ্ধতি, পণ্য-সেবা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটেছে। এতে মানুষের নতুন নতুন অভাবের পরিসমাপ্তি ঘটছে এবং সেই সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও ত্বরান্বিত হচ্ছে।

ঝুঁকিহ্রাস : ঝুঁকি ব্যবসায়ের একটি অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু অত্যধিক ঝুঁকি কারবারি অনুপ্রেরণায় অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। পেশাজীবী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন উপায়ে সংগঠিত হয়ে কারবারি ঝুঁকি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের উপদেশ-পরামর্শ প্রদান করছেন।

---

২৩. প্রাগুক্ত, প্, ৩৩-৩৪

ফলশ্রুতিতে সমাজে বীমা ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়। এতে ব্যক্তিক ও সামাজিক ঝুঁকি দূরীভূত হয়।

শিল্পসম্পর্কের উন্নয়ন : শিল্পোন্নয়নের জন্য শিল্পীয় ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন অপরিহার্য। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে কারবারি প্রতিষ্ঠনসমূহ নানাবিধ বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের নিগড়ে বন্দী। তাই শিল্পীয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান এরূপ সন্দেহ, অবিশ্বাস ইত্যাদি দূরীকরণে এবং বিরোধ মীমাংসায় পেশাজীবীগণের সহযোগিতা ও পরামর্শ উত্তম শিল্প সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

কর্মসংস্থান : স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীগণের বৃত্তি ব্যবসায়ের আওতাভূক্ত। এ সকল পেশাজীবীগণের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান; যেমন- ক্লিনিক, এটর্নি ফার্ম, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম প্রচুর বেকার লোকের চাকরির সংস্থান নিশ্চিত করে। আবার এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়ক বহু সংস্থায় অনেক লোক কর্মরত থাকে।

স্বাধীন জীবিকা : পরাধীনতায় অনিচ্ছুক সমাজের বহু লোক বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে অন্যত্র চাকরির পরিবর্তে সেবাপ্রদানমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন : পেশাদারী সংস্থার প্রদত্ত পরামর্শ, সেবা ও উপদেশ গ্রহণ করে সমাজের সমস্যাপীড়িত বহু সংখ্যক লোক তাদের ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাবলি দূর করে দুর্বিসহ জীবনের গ্লানি থেকে অব্যাহতি পায়। ফলে তারা জীবন ও জীবিকার সন্ধানে নির্ভাবনায় পূর্ণ সময় ব্যয় করতে পারে। এতে আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানও বাড়ে।

সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন : মানুষ সামাজিক জীব। সে মানুষকে যেমন শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, তেমনি সেও শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রত্যাশী। বিশেষজ্ঞমূলক উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সে সমাজে তার অবদান নিশ্চিত করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পেশাজীবী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র বলে বিবেচিত হন।

অপচয় রোধ : বর্তমানকালে কারবারি দর্শন হলো 'Minimising cost and maximising production'পেশাজীবীগণের বিশেষজ্ঞতামূলক পরামর্শের সাহায্যে অর্থের, শ্রমের, স্থানের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এতে অহেতুক ব্যয় হ্রাস পেয়ে ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ তাদের অর্জিত বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতার সাহায্যে একদিকে যেমন অর্থোপার্জন করে অন্যদিকে সামগ্রিক ব্যবসায় কার্যকলাপে সহায়তাসহ সমাজের অপরাপর ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নানাবিধ সমস্যা সমাধান করে ব্যক্তিক, সামাজিক এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসায়

ইংরেজি Career শব্দের বাংলা অর্থ হলো জীবনোপায় বা জীবিকার্জনের উপায় অথবা জীবনে অগ্রগতি লাভের জন্য বেছে নেয়া বৃত্তি বা পেশা। একজন ব্যক্তি তার জীবনের অগ্রগতির উপায় হিসেবে কোনো কাজকে গ্রহণ করলে তাকে আমরা ক্যারিয়ার হিসেবে গণ্য করে থাকি। **E. B. Flippo**বলেন, " A career can be defined as a sequence of separate but related work activities that provides continuity order and meaning in a person's life." অর্থাৎ ক্যারিয়ার হলো একটি পৃথক অথচ সম্পর্কযুক্ত কাজের অনুক্রম যা জীবনে স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে এবং ব্যক্তি জীবনকে গুরুত্ববহ করে তোলে। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায় মানুষের জীবিকার্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে গণ্য। বর্তমানকালে সমগ্র বিশ্বজুড়ে ব্যবসায় যে মানুষের প্রধান বৃত্তি বা জীবনে উন্নতি লাভের প্রধান অবলম্বন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যবসায়কে ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণের পিছনে যে সকল কারণ লক্ষণীয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো[২৪]-

জীবিকার্জনের উপায় : ব্যবসায় মানুষের জীবিকার্জনের মুখ্য উপায়। একজন সাধারণ মানুষ স্বল্প পুঁজি ও সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ছোট ব্যবসায় গড়ে সারা জীবন তা থেকে আয়-রোজগার ও বংশ পরম্পরায় আয় উপার্জন করতে পারে। তাই ছোট-বড় নানা ধরনের ব্যবসায়কে মানুষ জীবিকার্জনের উপায় বা ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়ে থাকে।

উন্নতি লাভের উপায় : ব্যবসায় মানুষের জীবনে উন্নতি লাভেরও প্রধান উপায়। চাকরিতে নির্দিষ্ট বেতন পাওয়া যায় - যা থেকে জীবনে বড় ধরনের উন্নতি লাভ সম্ভব নয়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অধিক শ্রম দিয়ে, যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োগ ঘটিয়ে একজন ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। এছাড়া ধীরে ধীরে এর সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ব্যাপক ব্যক্তিগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি : ব্যবসায় শুধু ব্যক্তির জন্যই কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে না বরং তা পরিবারের অন্যদের এবং সমাজের হাজারো মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ-সৃষ্টি করে। অন্যের অধীনে চাকরি করে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়ার চেয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তাতে নিজের কর্মসংস্থান এবং একই সাথে ব্যাপক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার বিষয়।

স্বাধীন বৃত্তি : ব্যবসায় হলো স্বাধীন বৃত্তি। একজন ব্যবসায়ী বৈধ যে কোন ব্যবসায় তার পুঁজি খাটাতে পারে এবং তার কাজে সে কারও নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে না। তাই স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ ব্যবসায়কে তাদের ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণে স্বাচ্ছন্দবোধ করে।

---

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

কৃতিত্ব অর্জন ও সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তি : ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক কাজে কৃতিত্ব অর্জন মানুষের জীবনে এক বড় অনুপ্রেরণার বিষয়। ব্যবসায় মানুষকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরিস্থিতিতে সাফল্য প্রত্যাশী করে তোলে। যা তার মধ্যে এক অদম্য স্পৃহার জন্ম দেয়। এর মধ্য দিয়ে অর্থ-বিত্তের যেমনি স্ফীতি ঘটে তেমনি সফল ব্যবসায়ী হিসেবেও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ভবিষ্যতের সহায় : একজন চাকরিজীবি চাকরি জীবন শেষে যেমনি পেনশন, গ্রাচ্যুইটি ইত্যাদি পেয়ে উপকৃত হয় একজন ব্যবসায়ী তেমনি তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের খোঁজ-খবর রেখেই শেষ বয়সে সুন্দরভাবে চলতে পারে। সন্তানাদি বসিয়ে তাদের তত্ত্বাবধান করেও ভবিষ্যত জীবন কাটানো যায়। কোম্পানির বেলায় শেয়ার থেকে লভ্যাংশ পেয়েও নিজের এবং পরবর্তী বংশধরদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

সামাজিক কল্যাণ : নিজের কর্ম দিয়ে সমাজকে সেবা করার ক্ষেত্রে ব্যবসায় একটি অনন্য উপায়। একজন যোগ্য ও সৎ ব্যবসায়ী থেকে শুধুমাত্র নিজেই উপকৃত হয় না, তার দ্বারা ক্রেতা, ভোক্তা, ঋণদাতা, মালামাল সরবরাহকারী, কর্মচারী, সরকার, সমজাতীয় ব্যবসায়ী সবাই উপকৃত হয়। একজন সৎ ব্যবসায়ীর কার্যকে সকল ধর্মেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। তাই ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবসায়কে গ্রহণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য

ইসলাম মহান আল্লাহ কর্তৃক মানবজাতির জন্য নির্বাচিত জীবন-ব্যবস্থা। আর ইসলামের মূল উৎস হলো- মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন এবং রাসুলুল্লাহ (স.) এর হাদীস। আল-কুর'আন মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ মহাগ্রন্থে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে। আর আল-হাদীসে উক্ত জীবন ব্যবস্থার বাস্তব ও বিস্তৃত রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে। তাই ইসলামী জীবন বিধানে আল-কুর'আনের পরেই আল-হাদীসকে স্থান দেয়া হয়েছে। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ এবং সর্বোত্তম আদর্শ। জীবনের কোন দিক বা কাজ এমন নেই যে সম্পর্কে আল-কুর'আন এবং আল-হাদীসের পথনির্দেশনা পাওয়া যায় না। মানবজীবনের অতীব প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের অন্যতম একটি কর্ম হল ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য তথা পণ্যের লেন-দেন ছাড়া মানব জীবন চলতে পারেনা। আধুনিককালে ব্যবসা-বাণিজ্যের শাখা-প্রশাখা এতই বিস্তৃত হয়েছে যে, ইহা ছাড়া ব্যক্তি কিংবা সমাজ দৈনন্দিন জীবন কল্পনাও করতে পারেনা। মানবজীবনের এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ইসলাম যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা আল-কুর'আন এবং আল-হাদীসের মাধ্যমেই জানতে হবে। বক্ষমান প্রবন্ধে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আল-কুর'আন এবং আল-হাদীসের দিক নির্দেশনা উপস্থাপিত হয়েছে।

আল কুর'আনে ব্যবসা

আল-কুর'আন সর্বশেষ আসমানী কিতাব যা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর উপর মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত। আর ইসলাম মহান আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার সকল মূলনীতি আল-কুর'আন থেকে উৎসারিত। মানব জীবনের সকল বিষয় এতে সন্নিবেশিত। মহান আল্লাহ্র ভাষায়– مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ "কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নি।"[১]

মহান আল্লাহ্ এ কিতাবে মানব জীবনের অন্যসকল ক্ষেত্রের মতো ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যে নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন তার মূলকথা হলো:

১. (আল-কুর'আন, ৬:৩৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[২]

উল্লেখিত আয়াতে لاَ تأكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ (তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা) 'অন্যায়ভাবে' বলতে এখানে এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী এবং নৈতিক ও শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ। লেনদেন অর্থ হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় করা। যেমন ব্যবসায়, শিল্প ও কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে একজন অন্যজনের প্রয়োজন সরবরাহ করার জন্য পরিশ্রম করে এবং তার বিনিময় দান করে। তাছাড়া আয়াতের عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য) বাক্যটি সংযুক্ত করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং তা হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয় ও বাতিল এবং হারাম।[৩] কোন প্রকার চাপ বা ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে লেনদেন হবেনা।

পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।"[৪]

এ আয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল এবং সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এই পার্থক্য নিম্নরূপ[৫]:

ক্র. নং	সুদ	মুনাফা
০১.	সুদ অবৈধ ও হারাম	মুনাফা বৈধ বা হালাল।
০২.	ঋণের উপর সময়ের ভিত্তিতে সুদ অর্জিত হয়।	ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ মুনাফা অর্জিত হয়।

২. আল-কুর'আন, ০৪: ২৯

৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), *তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন*, (অনু: ও সম্পা: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পবিত্র কোর'আনুল করীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি: পৃ. ২৪৪

৪. আল-কুর'আন, ২ঃ ২৭৫

৫. মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং*, ঢাকা: চলক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ৩৪০

০৩.	সুদে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয় না।	মুনাফা অর্জনে লোকসানের ঝুঁকি আছে।
০৪.	সুদ পূর্ব নির্ধারিত ও নিশ্চিত, সুদের হার কখনও শূন্য হয় না।	মুনাফা অনির্ধারিত ও অনিশ্চিত। মুনাফা কম-বেশী হতে পারে অথবা ঋণাত্মকও হতে পারে।
০৫.	ঋণের উপর সুদ একাধিকবার নির্ধারণ ও আদায় করা যায়।	পণ্যের উপর মুনাফা একবারই করা যায়।
০৬.	সুদের ক্ষেত্রে শ্রম বিনিয়োগ করতে হয় না।	মুনাফার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে মূলধন, শ্রম, সময় ইত্যাদি বিনিয়োগ করতে হয়।
০৭.	সুদের পক্ষ সমূহ হচ্ছে ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহীতা।	মুনাফা তথা ব্যবসায়ের পক্ষ সমূহ হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতা/উৎপাদনকারী।
০৮.	সুদের সাথে পণ্য বা পণ্যের মূল্য জড়িত থাকে না।	মুনাফার সাথে পণ্য বা পণ্যের মূল্য জড়িত থাকে।
০৯.	সুদের কোন বিনিময় নেই।	মুনাফার বিনিময় মাল।

এসব কারণে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক মর্যাদা ও সুদের অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। এর ফলে ব্যবসায় মানবিক সংস্কৃতির লালন ও পুন:গঠনকারী শক্তিতে পরিণত হয়। বিপরীত পক্ষে সুদ তার ধক্ষংসের কারণ হয়। আবার নৈতিক দিক দিয়ে সুদের প্রকৃতিই হচ্ছে, তা ব্যক্তির মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করে এবং সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব বিনষ্ট করে দেয়। তাই অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই সুদ মানবতার জন্য ধক্ষংস ডেকে আনে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেই একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি হযরত খাদীজা (রা.) -এর পক্ষে ব্যবসা পরিচালনা করেছিলেন। এ কারণে মদীনা প্রজাতন্ত্রের নতুন পরিবেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাঁর সহযোগিতা প্রদান ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এ প্রজাতন্ত্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধি পুরোটাই ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মক্কা জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা কুরাইশে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4) "যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের। অতএব, তারা 'ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।"[৬]

৬. আল-কুর'আন,১০৬:১-৪

সে যুগেও ব্যবসা-বাণিজ্যকে কলুষিত করার বিভিন্নরূপ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সতর্কীকরণ বাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সুনীতি ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পরিচালিত হবার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:- وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে, এবং যখন তাদের জন্য মাপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।" [৭]

পক্ষান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে অপর এক দৃষ্টিভঙ্গীতে একে নিষিদ্ধ না বললেও বিষয়টি স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে এরূপ কিছু বিষয় আছে যা মুমিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদত তথা সালাত আদায় হতে বিরত রাখতে পারে। এ বিষয়ে কুর'আন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে:–

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।"[৮]

মানুষের জীবন ধারণ এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব আদিকাল থেকেই স্বীকৃত। তবে জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে এরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে নিজেদের রক্ষা করা মুমিনদের কর্তব্য। এর ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মদীনা জীবনে জুম'আর নামাযের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্ক্ষান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৯]

---

৭. আল-কুর'আন, ৮৩:১-৩

৮. আল-কুর'আন, ২৪:৩৭

৯. আল-কুর'আন, ৬২:৯-১০

এ দু'টি আয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ "তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে তোমাদের কোন পাপ নেই।"[১০]

এ আয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুস্পষ্ট অনুমতি প্রদত্ত হয়েছে। এ ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ "হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না।"[১১]

আল-কুর'আনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈধতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারি। আল-কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার যে রূপরেখা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন তার মূলকথা হলো মানুষ এবং মানুষের উন্নয়ন। মানুষের উন্নয়ন বিভিন্ন ভাবে হয়। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য এমন একটি কর্ম যাতে সকল শ্রেণীর মানুষ অংশ গ্রহণ করে সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল-কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে আখ্যা দিয়ে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "হে মু'মিনগণ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে? উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।" [১২]

এখানে ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবনপন করে জিহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ বাণিজ্যে যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহ্র পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নেয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার গোনাহ মাফ করবেন এবং

১০. আল-কুর'আন, ২:১৯৮

১১. আল-কুর'আন, ২:২৬৭

১২. আল-কুর'আন, ৬১:১০-১১

জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসস্থান দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-বহুল সরঞ্জাম থাকবে।[১৩]

আল কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিজারাহ (التجارة), বায়' (بيع) শিরা' (الشراء)এ তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল কুর'আনের ৮টি স্থানে তিজারাহ (التجارة) শব্দের উল্লেখ করে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আলোচনা করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ:

১. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুত: তারা এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়াতও লাভ করতে পারেনি।)[১৪]

২. إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا (কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই।)[১৫]

৩. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ।) [১৬]

৪. قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।) [১৭]

---

১৩. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬৭

১৪. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৬

১৫. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৮২

১৬. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ২৯

১৭. আল-কুর'আন, ৯ ঃ ২৪

৫. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।)[১৮]

৬. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

(যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না।)[১৯]

৭. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে?) [২০]

৮. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া কৌতুক দেখে তখন আপনাকে দঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন: আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।)[২১]

আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত ৭টি স্থানে (আয়াতসমূহে) বায়‘ (بيع) শব্দের উল্লেখ করে তা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝানো হয়েছে।

১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুজী দিয়েছি। সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম।)[২২]

---

১৮. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৩৭
১৯. আল-কুর'আন, ৩৫ ঃ ২৯
২০. আল-কুর'আন, ৬১ ঃ ১০
২১. আল-কুর'আন, ৬২ ঃ ১১
২২. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৫৪

২. قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (তারা বলেছে: ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।)[২৩]

৩. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ (সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর যা তোমরা করছো তার সাথে।) [২৪]

৪. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

(আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐ দিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা-কেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই।) [২৫]

৫. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

(আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধক্ষস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম অধিক স্মরণ করা হয়।)[২৬]

৬. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

(এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখেনা। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।) [২৭]

৭. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(হে বিশ্বাসীগণ! জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ।)[২৮]

আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত ১৪টি স্থানে (আয়াতসমূহে) 'আশ্-শিরা' (الشراء) 'আল-ইশতিরা' (الاشتراء) শব্দের উল্লেখ করে তা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বুঝানো হয়েছে।

---

২৩. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২৭৫
২৪. আল-কুর'আন, ৯ ঃ ১১১
২৫. আল-কুর'আন, ১৪ ঃ ৩১
২৬. আল-কুর'আন, ২২ ঃ ৪০
২৭. আল-কুর'আন, ২৪ ঃ ৩৭
২৮. আল-কুর'আন, ৬২ ঃ ৯

১. وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। বস্তুত: তোমরা তার প্রাথমিক আস্বীকারকারী হয়োনা আর আমার আয়াতের অল্পমূল্য দিও না এবং আমার আযাব থেকে বাঁচ।)[২৯]

২. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লঘু হবেনা এবং এরা সাহায্যও পাবেনা।) [৩০]

৩. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ (যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ।)[৩১]

৪. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।)[৩২]

৫. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ (এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব।) [৩৩]

৬. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে – যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জান বাজি রাখে। আল্লাহ্‌ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।) [৩৪]

৭. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করে নিয়েছে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার কিছুই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।) [৩৫]

৮. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (আর আল্লাহ্‌ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন

---

২৯. আল-কুর'আন, ২ ঃ ৪১
৩০. আল-কুর'আন, ২ ঃ ৮৬
৩১. আল-কুর'আন, ২ ঃ ৯০
৩২. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১০২
৩৩. আল-কুর'আন, ২ ঃ ১৭৫
৩৪. আল-কুর'আন, ২ ঃ ২০৭
৩৫. আল-কুর'আন, ৩ ঃ ১৭৭

তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর তার কেনা-বেচা করল সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচা-কেনা।)[৩৬]

৯. **فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا** (কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত: যারা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করে এবং মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপূণ্য দান করব।)[৩৭]

১০. **فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا** (অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করোনা, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না।)[৩৮]

১১. اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (তারা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট।) [৩৯]

১২. **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ** (আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।)[৪০]

১৩. **وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ** (ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গুণাগুণীত কয়েক দেরহাম এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল।) [৪১]

১৪. **وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ** (মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল: একে সম্মানে রাখ)। [৪২]

আল-হাদীসে ব্যবসা

মানবজাতির জন্য প্রেরিত মহান আল্লাহ্‌র সর্বশেষ কিতাব আল-কুর'আনে সকল বিষয়ের মৌল নীতিমালা পেশ করা হয়েছে। আর এসব নীতিমালার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা

---

৩৬. আল-কুর'আন, ৩ ঃ ১৮৭
৩৭. আল-কুর'আন, ৪ ঃ ৭৪
৩৮. আল-কুর'আন, ৫ ঃ ৪৪
৩৯. আল-কুর'আন, ৯ ঃ ৯
৪০. আল-কুর'আন, ৯ ঃ ১১১
৪১. আল-কুর'আন, ১২ ঃ ২০
৪২. আল-কুর'আন, ১২ ঃ ২১

হয়েছে আল-হাদীসে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাই দেখা যায় এতদ্সংক্রান্ত বহুবিধ বিধান রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের মাঝে প্রচার করেছেন। যাতে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে রুজি রোজগার করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে অংশ নিতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আল-হাদীসে যে নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে তা অতি সংক্ষেপে নিম্নে পেশ করা হলো।

সামগ্রিকভাবে হাদীসে ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ ও হালাল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে অসাধু পন্থা, প্রতারণা ও বিশ্বাস ভঙ্গ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যকে লাভ জনক ও সম্মান জনক পেশা বলে বিবেচনা করা হয়েছে এবং পশুপালন ও হস্তশিল্প অপেক্ষা অধিক আয়ের কাজ বলে উল্লেখিত হয়েছে।[৪৩]

মানুষকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে খাবার গ্রহণ করতে হয়। আর খাবার গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই উপার্জন করতে হবে। এ উপার্জন হতে পারে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকুরীর মাধ্যমে। উপার্জন যেভাবেই হোকনা কেন তার সাথে এক সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- "হালাল রুজি সন্ধান করা ফরযের পর একটি ফরয।"[৪৪]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, "কোন ব্যক্তি যখন ত্যাগ স্বীকার করে সওয়াব প্রাপ্তির আশায় মুসলিম জনপদে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করে এবং ন্যায্য মূল্যে তা বিক্রয় করে, আল্লাহ্র নিকট তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।[৪৫]

ইসলাম মানুষকে সদা সত্য কথা বলার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সদা সত্য কথা বলতেন বলে মক্কার লোকেরা তাকে 'আস-সাদিক' সত্যবাদী বলে ডাকত। ব্যবসা-বাণিজ্যের মত একটি লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলাম সত্যকথা বলার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন– তোমরা সদা সত্য কথা বলবে। নিশ্চয় সত্যকথা মানুষকে সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং সৎকর্ম বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শন করে।[৪৬]

---

৪৩. মোঃ আবু তাহের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫-২৮৬

৪৪. عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة – (ইমাম বায়হাকী, শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং- ৪৪৮২)

৪৫. আল-কুরতুবী, *আল জামি' লি আহকামিল কুর'আন*, কায়রো: দারুশ শাব, ১৯৭২, খ.১৯, পৃ. ৫৬

৪৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ

ইসলাম বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন– বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।[৪৭]

পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওজনে কম দেওয়া কিংবা ওজন করে নেওয়ার সময় বেশি নেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। আল-কুর'আনে এহেন কর্মকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষের কেউ-ই যেন না ঠকে, ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। হযরত ইবনে 'আবক্ষাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী (সা.) যখন মদীনায় আসেন তখন মদীনাবাসী মাপে বেশী কারচুপি করতো। তখন মহান আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করলেন– ويل للمطففين অর্থাৎ মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। (আল কুর'আন ৮৩ : ১) এরপর থেকে তারা ঠিকভাবে ওজন করতে লাগলো। [৪৮]

একদা হযরত ফোজাইল (রা.) দেখতে পেলেন, তার পুত্র একটি স্বর্ণমুদ্রা অপরকে ওজন করে দেয়ার সময় কারুকার্যের মধ্যস্থিত ময়লা ঘষে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে বললেন, বেটা! তোমার এ আমলটি দুই হজ্ব এবং দুই ওমরা অপেক্ষা উত্তম।[৪৯]

পরিমাপে সততা অবলম্বনের এ নির্দেশ রাষ্ট্রের সকল বিপণী কেন্দ্রে যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা তদারকী করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ওজন ও মাপের ক্ষেত্রে দূর্নীতি উৎখাত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আমানতদারী মানুষের একটি মহৎ গুণ। সমাজ জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমানতদারী না থাকলে ক্রেতা-বিক্রেতা সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই একটি সুন্দর বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং বেশী বেশী বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরী অনেকটাই আমানতদারীর উপর নির্ভরশীল। আমানতের সংরক্ষণ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)

–كَذَّابًا (আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, *আস-সহীহ*,মদীনা মুনাওয়ারাহ: আল-মাকতাবা আল-শামেলাহ, কিতাবুল বির্ ওয়াস্ সিলাহ্, বাবু কুবহিল কিয্ব ওয়া হুসনিস্ সিদ্ক ওয়া ফাযলিহি, হাদীস নং- ৪৭২১)।

৪৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– (আবূ আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, কিতাবুত তিজারাত, বাবু আল- হাস্সু 'আলাল মাকাসিব, হাদীস নং- ২১৩৯, খ.২, পৃ. ২৭৮)

৪৮. عن ابن عباس (رض) قال لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من اخبث الناس كيلا فانزل الله سبحانه ويل للمطففين فاحسنوا لكيل بعد ذالك– (আবূ আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, কিতাবুত তিজারাত, বাবু আত তাওকী ফীল কাউলুল মাওজিন, খ.২, হাদীস নং- ২২২৩, পৃ. ৩০৬)

৪৯. ইমাম গাযালী, *ইসলামের হালাল উপার্জন ও ব্যবসা*, (ভাষান্তর: মোহাম্মদ খালেদ), ঢাকা: ইসলাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩

বলেন, "সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের রক্ষক এবং প্রত্যেকে তার রক্ষিত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৫০]

"যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। যার অঙ্গীকার নেই তার দ্বীন নেই।"[৫১]

মানুষ মানুষকে ঠকানোর জন্য যেসব পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে থাকে তন্মধ্যে অন্যতম হলো ধোঁকা বা প্রতারণা। এটি একটি জঘন্য অপরাধ। এর দ্বারা মানব সমাজে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধোঁকা দিয়ে অর্থোপার্জন নিষেধ করেছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সুস্পষ্ট ঘোষণা– "যে ধোঁকা ও প্রতারণা করে সে আমাদের দলভূক্ত নয়।"[৫২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার এক খাদ্য বিক্রেতার কাছে গেলেন। সে খুব ভাল পণ্য নিয়ে বসেছিল। তিনি খাদ্যের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন খুব নিকৃষ্ট মানের খাদ্য নীচে রয়েছে। তখন তিনি তাকে বললেন, এ খাবারগুলো আলাদা বিক্রি করবে এবং এ খাবারগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করবে। জেনে রাখ, যে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমাদের মধ্যে কেউ নয়। [৫৩]

সুতরাং ধোঁকা ও প্রতারণা বর্জন করা শুধু বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই ফরয নয়; বরং প্রত্যেক কায়-কারবারে এবং শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। মোটকথা ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রেই হারাম।

উল্লেখ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক সময় বিভিন্ন কারণে পণ্যে দোষ-ত্রুটি থেকে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত দোষ-ত্রুটিকে গোপন রেখে বা কৌশলে তা বিক্রি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে ক্রেতাকে উক্ত দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানাতে হবে। কোন

---

৫০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ– (আবু 'আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, মদীনা মুনাওয়ারাহ: আল-মাকতাবা আল-শামেলা, বাবু কাওলিলণ্ঢাহি তা'আলা ও আতি'উলণ্ঢাহা, হাদীস নং- ৬৬০৫)

৫১. عن أنس ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له– (ইমাম বায়হাকী, শু'*আবুল ঈমান লিল বায়য়হাকী*, বাবু লা ঈমানা লিমান লা আমানাতা লাহু, হাদীস নং- ৪১৮৪)।

৫২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا– (আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ্*, বৈর"ত: ইহইয়া আল-তুরাছ, ১৪১৫ হি. খ.১, পৃ. ৯৯)

৫৩. প্রাগুক্ত।

পণ্য বিক্রয়ের সময় পণ্যের দোষত্রুটি বলে দেয়া না হলে হালাল হবে না কারো জন্যেই। আর যে জানে, কিন্তু জানা সত্বেও যদি না বলে তবুও তা তার জন্য হালাল নয়।[৫৪]

কেনা-বেচার ক্ষেত্রে যখন একজন কোন জিনিসের দাম করে তখন তার উপস্থিতিতে তার দরদামের উপর দরদাম করা বৈধ নয়, যতক্ষণ সে তাকে অনুমতি না দেয় বা স্থান ত্যাগ না করে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন– "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয় না করে।"[৫৫]

মহানবী (সা.) আরও বলেন– "কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে, আর তার ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম না করে।"[৫৬]

ইসলাম মানুষকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়েছে। তবে এ স্বাধীনতার সুযোগে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী মজুদ রেখে বাজারে পণ্য সংকট সৃষ্টি করে মুনাফা অর্জন ইসলামে বৈধ নয়। কেননা এতে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে এবং নিম্ন আয়ের মানুষজন দুর্ভোগের শিকার হয়। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীবকে কষ্ট দিয়ে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করার লক্ষে তথা অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিকভাবে সম্পদ মজুদ করে রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত পর্যন্ত খাদ্য-দ্রব্য মজুদ করবে, সে মহান আল্লাহ্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং তার সাথে মহান আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না।[৫৭] পণ্য মজুদ করে রেখে মুনাফা অর্জনকে ইসলাম অপরাধ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং যারা অপরাধী তারাই এ জঘন্য কাজটি করে থাকে।

লেনদেন তথা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে নম্র ও সদ্ব্যব্যহার করা ইসলামী বাণিজ্যনীতির অন্যতম শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন–

---

৫৪. ইউসূফ আল কারযাভী, *ইসলামের হালাল হারামের বিধান*, (ভাষান্তর- মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম), ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ. ৩৬০

৫৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ– (আবু 'আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, খ.৪, হাদীস নং- **১৯৯৫**)

৫৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ– (আবূ 'আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াজীদ ইব্‌ন মাজাহ্‌ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্‌*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, খ.২, হাদীস নং- ২১৭২, পৃ. ২৮৮)

৫৭. من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برى من الله وبرى الله منه (ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়া, *ফাতওয়া*, কায়রো: মাকতাবাতু ইব্‌ন তাইমিয়া, তা.বি., খ.২৮, পৃ. ৭৫)

"যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে এবং পাওনা তাগাদায় নম্র ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর রহম করেন।"[৫৮]

আধুনিক বাজার ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, দালালী (মধ্যস্থতা) প্রথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দালালীর ফলে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলাম দালালী করা নিষিদ্ধ করেছে। মহানবী (সা.) বেচা-কেনায় (ধোঁকার উদ্দেশ্যে) দালালী করতে নিষেধ করেছে। তাঁর ভাষায়– "তোমরা দালালী করবে না।"[৫৯]

ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কার্যে কোন কাফেলার মালপত্র টানাটানি করে বাজারে উঠানো নিষেধ। এ বিষয়ে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা এরূপ– "রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যের মাল টানাটানি করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" [৬০]

ইসলামের বাণিজ্যনীতি ক্রেতা-বিক্রেতাকে এ অধিকার দেয় যে, তারা তাদের পছন্দমত ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন করবে। বিক্রেতা অথবা ক্রেতা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখা বা না রাখার অধিকার দিয়েছে। এই অধিকারকে আরবীতে খিয়ার (خيار) বলা হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা দু'জনে একত্রে থাকলে এবং দরদাম করে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের খিয়ার থাকে। এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেন– দু'ব্যক্তি যখন ক্রয়-বিক্রয় করে এবং একত্রে থাকে, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার থাকে। অথবা একজন অপরজনকে ইখতিয়ার দেয়। যদি একজন অপরজনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলে এবং তারা উভয়ে বেচা কেনায় রাযী হয়ে যায়, তবে বেচা-কেনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের পর যদি তারা পৃথক হয়ে যায় এবং কেউই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করে তবে এ ক্ষেত্রেও বেচা-কেনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।[৬১]

ইসলাম সদা-সর্বদা সহজ-সরল কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মানুষকে উৎসাহিত করেছে। কেনা-বেচার ক্ষেত্রেও উদারতা ও সরলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.)

---

৫৮. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى (আবূ 'আব্দুলণ্ডাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, বাবুস সাহুলাতি ওয়াস সামাহাত, খ.৪, হাদীস নং- ১৯৪৬, পৃ. ১৮)

৫৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا– (ইমাম ইব্ন মাজাহ, *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১৭৪, পৃ. ২৮৯)

৬০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ– (*প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ২১৭১, পৃ. ২৯০)

৬১. اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخيراحدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذالك فقدوجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (*প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ২১৮১, পৃ. ২৯১)

বলেন– "বেচা-কেনার সময় যে সরলতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[৬২]

উল্লেখ্য, ইসলামে হালাল জিনিসের ব্যবসা বৈধ এবং হারাম জিনিষের ব্যবসা অবৈধ। ইসলামের বাণিজ্যনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি হলো– হারাম বস্তুসামগ্রীর ব্যবসা করা যাবে না। এ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন– "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হারাম ঘোষণা করেছেন মদ, মৃতজন্তু, শুকর ও মূর্তি বিক্রয় করা।"[৬৩]

ব্যবসা-বাণিজ্য তথা ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা কসম খাওয়া ঘৃণিত কাজ বলে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন– "কসম খাওয়ায় মালের কাটতি অধিক হয়, কিন্তু তা বরকত দূর করে।"[৬৪]

দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামে স্বীকৃত নয়। জিনিসের দরদাম উৎপাদনের সাথে সঙ্গতি রেখে কম-বেশী হতে পারে। তাই নির্দিষ্টভাবে জিনিসের মূল্য বেঁধে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন– "একদা লোকেরা এরূপ অভিযোগ করে যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই আপনি আমাদের জন্য তার মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন– মহান আল্লাহ্ই দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন, তিনি তা বৃদ্ধি করেন এবং কমান, আর তিনিই রিযিক প্রদান করেন। [৬৫]

বর্তমান সময়ে পণ্য-দ্রব্যে ভেজাল নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে ঔষধ পর্যন্ত প্রায় সকল পণ্যে ভেজালের উপস্থিতি লক্ষণীয়। পণ্য-সামগ্রীতে ভেজাল হিসেবে এমন কিছু উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে যা মানব স্বাস্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। দিন দিন নিত্য-নতুন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তও হচ্ছে অগণিত মানুষ। এভাবে খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল দিয়ে একশ্রেণীর মানুষ মুনাফা অর্জন করছে আর

---

৬২. ادخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا مشتريا (প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২২০২)

৬৩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ– (আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী, *আস-সহীহ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৩, কিতাবুল বুয়ূ খ.৪, হাদীস নং- ৩৯০৩, পৃ. ৫০৯)

৬৪. عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ– (আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নুল আশআস আস্সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭, কিতাবুল বুয়ূ, খ. ৪, হাদীস নং- ৩৩০২, পৃ. ৩৫০)

৬৫. قال الناس يارسول الله غلا السعر فسعرلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابضى الباسط الرازق– باب فى السعير (প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৪১৫)

এক শ্রেণীর মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। খাদ্য-দ্রব্য ভেজাল দেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। শুধু নিষিদ্ধ নয়; বরং যারা একাজে জড়িত তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মতেরই অন্তর্ভূক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে এসেছে– "একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যে খাদ্য-শস্য বিক্রি করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কিরূপে বিক্রি করছো? তখন সে ব্যক্তি তা বর্ণনা করে। ইত্যবসরে তাঁর প্রতি এমন ওহী নাযিল হয় যে, আপনি আপনার হাত ঐ খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। তখন তিনি তাঁর হাত খাদ্যশস্যের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে পান যে, তার ভিতরের অংশ ভেজা। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সে আমাদের দলভূক্ত নয়, যে প্রতারণা করে।[৬৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মানবজাতির অন্যতম প্রয়োজন ব্যবসা-বাণিজ্যের মৌলনীতি সম্পর্কে আল-কুর'আন ও আল-হাদীসে যে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল তথ্যই রয়েছে। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যে উক্ত মূলনীতি অনুসরণ না করার কারণে এ ক্ষেত্রটিতে বহুমুখী সমস্যা বিরাজমান। যেমন- ওজন ও পরিমাপে কম-বেশী করা, মিথ্যা তথ্য দিয়ে পণ্য বিপণন, ধোঁকা ও প্রতারণা, ভেজাল, কালোবাজারী, অত্যধিক মুনাফা অর্জন, মজুদদারী প্রভৃতি কারণে ক্রেতা ও ভোক্তাসাধারণ প্রতিনিয়ত শোষণ ও প্রতারণার শিকার হচ্ছে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যে যদি মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত কুর'আন ও রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসের নীতিমালা অনুসরণ করা হয় তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গন সকল কলূষতা থেকে মুক্ত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী নীতি

যে কোন অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ব্যবসা-বাণিজ্য। অর্থ ব্যবস্থার ধরন ভেদে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি নির্ধারিত হয়। ইসলামী অর্থব্যাবস্থা ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত। এ কারণে ইসলামের বাণিজ্যনীতিও ইসলামের মৌল নীতিমালার আলোকেই স্থিরকৃত। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা বাণিজ্য ও পারস্পরিক কায়-কারবারের বৈধতা ও সুষ্ঠুতা নিম্নলিখিত চারটি প্রধান নীতির উপর নির্ভর করে।

---

৬৬. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فساله كيف تبيع فاخبره فادحى اليه ان ادخل يدك فيه فادخل يده فيه فاذا هو ميلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشى – باب فى النهى عن الغش–(প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৪১৬)

১. পারস্পরিক সহযোগিতা

২. পারস্পরিক সম্মতি

৩. চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা

৪. ন্যায় সঙ্গত কারবার[৬৭]

১. পারস্পরিক সহযোগিতা

ব্যবসা বাণিজ্যের বৈধতা পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ব্যবসায়িক ব্যাপারে কারবারের উভয় পক্ষের (ক্রেতা-বিক্রেতা) সহযোগিতা অবশ্যই থাকতে হবে। অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়পক্ষের মধ্যে একজনের অধিক থেকে অধিকতর মুনাফা অপরজনের বেশি থেকে বেশি লোকসানের উপর হবে- কখনো এরূপ হতে পারেনা। অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়পক্ষের মধ্যে অসম লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে ব্যবসা গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হতে পারেনা। এ বিষয়ে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না"।[৬৮]

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কুর'আনী মূলনীতি বর্ণনা করে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) বলেন- উপরোক্ত আয়াতে কুর'আন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানেন যে, এ বিশ্বের গোটা রক্ষা ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনকে সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসেবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরী করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোন মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো মানুষের মুখাপেক্ষী। তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা

---

৬৭. মাওলানা আব্দুল আউয়াল অনূদিত, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, (মূল: মাওলানা হিফজুর রহমান, *ইসলাম কী ইকতেসাদী নিজাম*), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ. জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২০৪-২০৫; মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭

৬৮. আল-কুর'আন, ৫:২

দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা কেবল পার্থিব জীবনের জন্যেই জরুরী নয়- মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরে এ সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। বরং এরপরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ইছালে-ছওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ ক্ষমতায় বিশ্বচরাচরের জন্যে এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্যে যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্যে দিনমজুরের মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গৃহ নির্মাতার মুখাপেক্ষী। যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকতো এবং সাহায্য সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসতো। এমতাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার দশাও তাই হতো, যা এ জগতে সাধারণ নৈতিক মুল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্মবণ্টন কোন সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজকাল সারা বিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ, আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্য বিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনাও পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন পিঠও আছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাকে তছনছও করে দিতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি- যা নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গলামঙ্গল, ভালমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল না। এখানে অপরাধ, হত্যা লুণ্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়; বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা স্বীয় হেফাযতের জন্যে বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে- যাতে একদল অথবা একজাতির বিরুদ্ধে অন্যদল অথবা

অন্য জাতি আক্রমনোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে।[৬৯]

অবৈধ পন্থায় অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করা ও মুনাফা অর্জন করা ইসলামী নীতি পরিপন্থী। এ কারণে এ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ইসলামী শরী'আহ অনুমোদন করেনা। যেমন সকল প্রকার জুয়া ও লটারী। এসবের মাধ্যমে এক পক্ষের নির্ঘাত লোকসানের মাধ্যমে অন্য পক্ষের মুনাফা অর্জিত হয়। এক পক্ষের লাভ এবং অন্য পক্ষের নিশ্চিত লোকসানের উপরই এসবের ভিত্তি রচিত হয়েছে। এ ধরনের ব্যবসায় পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা নিষিদ্ধ। এসব নীতির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করা হলে ইসলামে তা অসিদ্ধ ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এ ধরনের পন্থা অবলম্বন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যকে অসিদ্ধ ও বাতিল করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনের নির্দেশ হলো- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ "তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলেদিন, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ।"[৭০]

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"[৭১]

২. পারস্পরিক সম্মতি

কোন কারবারে উভয় পক্ষের (ক্রেতা-বিক্রেতা) স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি অবশ্যই থাকতে হবে। জবরদস্তি সম্মতির কোন মূল্য নেই। তাই পক্ষদ্বয়ের মধ্য থেকে কোন পক্ষের প্রতি বলপ্রয়োগ কোনভাবেই সিদ্ধ নয়। অর্থাৎ একপক্ষ আন্তরিকভাবে কারবার করতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু প্রতিকুল অবস্থায় পড়ে সে বাধ্য হয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে এ ধরনের সম্মতি গ্রহণযোগ্য হয় না। এ বিষয়ে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা। তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ"।[৭২]

---

৬৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), *তফসীর মা'আরেফুল কোরআন*, (অনু: ও সম্পা: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পবিত্র কোর'আনুল করীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩হি:, পৃ. ৩০৫।

৭০. আল-কুর'আন, ২:২১৯

৭১. আল-কুর'আন, ৫:৯০

৭২. আল-কুর'আন, ৪:২৯

ব্যবসা-বাণিজ্যে পারস্পরিক সম্মতি প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরগণ উপরিউক্ত আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এতদ্‌সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো[৭৩]

ক. নিজের সম্পদ অন্যায় পন্থায় ব্যায় করা বৈধ নয়

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالَاتَأْكُلُوأَمْوالَكُمْبَيْنَكُمْبِالْبَاطِلِ আয়াতের মধ্যে اموالكم بينكم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ "তোমাদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে"- এর দ্বারা তাফসীরকারগণ সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আবু হাইয়্যান 'তাফসীরে-বাহরে মুহীত' - এ বলেন, আয়াতে এ শব্দগুলো দ্বারা নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আয়াতে لا تأكلوا বলা হয়েছে। যার অর্থ 'খেয়ো না'। পরিভাষার বিচারে 'খেয়ো না' বলতে যে কোনভাবে ভোগদখল বা হস্তক্ষেপ করোনা বোঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে পরিধান করে কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় ব্যবহার করেই হোক না কেন। কেননা, সাধারণ পরিভাষায় সম্পদে যে কোন হস্তক্ষেপকেই 'খেয়ে ফেলা' বলা হয়, যদি সংশ্লিষ্ট বস্তুটি আদৌ খাদ্যবস্তু নাও হয়। باطل শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'অন্যায় পন্থায়'। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং না জায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতেল বলা হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভূক্ত।

খ. বাতেল পন্থায় খাওয়া

কুর'আন পাক একটি মাত্র শব্দ بالباطل বলে অন্যায় পন্থায় অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে। লেনদেনের ব্যাপারে অন্যায় পন্থা কি কি হতে পারে রসূলুল্লাহ (সা.) এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, লেনদেনের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যেসব বিষয়কে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কুর'আনে উল্লেখিত 'বাতেল' শব্দের ব্যাখ্যা মাত্র। ফলে হাদীসে উল্লেখিত অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক বিধি-নিষেধগুলোও প্রকৃতপক্ষে কুর'আনেরই নির্দেশ।

গ. সৎ রোজগারের শর্তাবলী

হযরত মু'আয-ইব্‌ন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সর্বাপেক্ষা পবিত্র রোজগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোজগার। তবে শর্ত হচ্ছে, তারা যখন কথা বলবে

৭৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৪

তখন মিথ্যা বলবে না। কোন আমানতের খেয়ানত করবে না। কোন পণ্য ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মুল্য কম দেয়ার চেষ্টা করবে না। নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অযথা ঘুরাবে না। অপরপক্ষে সে কারো কাছে কিছু পাওনা হলে তাকে উত্ত্যক্ত করবে না।

ঘ. অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার দু'টি শর্ত

আলোচ্য আয়াতে عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ বাক্যটি সংযুক্ত করে বলে দেয়া হয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম।

সম্পদ বৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জনের যেসব ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পাওয়া যায়নি, বিপাকে পড়ে এবং জবরদস্তি সম্মতিকেই স্বতঃস্ফূর্ত বলে ধরে নেয়া হয়েছে; যেমন সুদের কারবার কিংবা কোন শ্রমিকের শ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক কম দেয়া। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "আল্লাহ্ তা'আলা বেচাকেনা (বৈধ ব্যবসায়) হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।"[৭৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিপাকে পড়ে বাধ্য হয়ে বেচাকেনা (লেনদেন) করতে নিষেধ করেছেন।[৭৫]

সুতরাং বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, চাপসৃষ্টি করে বা জবরদস্তি করে লেনদেন করতে বাধ্য করা এবং তা থেকে মুনাফা অর্জন করা যাবেনা। এ বিষয়ে মাওলানা হিফজুর রহমান শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.) -এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। যাতে তিনি (শাহ ওয়ালী উল্লাহ) বাধ্যতামূলক সম্মতিকে ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে অনুমোদন করেননি। তিনি বলেছেন:

গরীব লোকেরা বিপাকে পড়ে যে বিষয় পূরণ করতে পারবে না, অথচ তার দায়-দয়িত্ব নিতেও বাধ্য হয়। আর এটা কখনো স্বতঃস্ফূর্ত কিংবা আন্তরিক সম্মতি নয়। সুতরাং সুদের

---

৭৪. আল-কুর'আন, ২:২৭৫

৭৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ– আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন 'আশআস আস্‌সিজিস্তানী, *সুনানু আবূ দাউদ*, বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৪, খ. ২, পৃ. ৩৬

মত লেনদেন অপছন্দনীয়। এটা কল্যাণকর ও সুষ্ঠু কারবার হিসাবে গণ্য করা যায় না। নিঃসন্দেহে এই লেনদেন বাতিল ও অন্যায়।[৭৬]

উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও যেসব লেনদেনে কলহ বিবাদের আশংকা তাকে আর তা যে কোন পক্ষের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ ধরনের চুক্তি (সম্মতি) ব্যবসার লক্ষ ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। যেমন পণ্য কিংবা মূল্য অথবা উভয়টাই অস্পষ্ট রাখা। কি দামে কেনা হল কিংবা কি বস্তু কেনা হল স্পষ্ট করে বলা হল না। অথবা একটা লেনদেনকে দুটোয় পরিণত করা হল। যেমন বলা হল নগদ মূল্যে অমুক জিনিসটির দাম একশ টাকা, আর বাকিতে কিনলে দুইশত টাকা। অথবা যেসব বেচাকেনায় পণ্য দেখা প্রয়োজন কিন্তু না দেখেই ক্রয় করা হল। বেচাকেনায় এরূপ শর্ত আরোপ করা হল যা উক্ত কারবারের অংশ কিংবা এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়– অজ্ঞাত বেচাকেনা করা হল। অর্থাৎ বেচাকেনার সময় কথাবার্তা ছাড়া পণ্য কিংবা মূল্য কোনটাই ছিল না। এসব ও এ জাতীয় অপরাপর লেনদেনে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে কলহ বিবাদেরই বুনিয়াদ রচিত হয়।[৭৭]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি বেচাকেনার লেনদেনকে দুটোতে রূপান্তরিত করতে নিষেধ করেছেন।[৭৮]

বেচাকেনার সময় যে পণ্য আমার নিকট নেই তা বেঁচতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন।[৭৯] সুতরাং জানা গেল, ব্যবসা-বাণিজ্যে পারস্পরিক সম্মতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

৩. চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা

কারবার সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য চুক্তি সম্পাদনকারীর মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ তাকে প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা বিচার-বুদ্ধি হওয়ার যোগ্যতা

---

৭৬. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬

৭৭. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭

৭৮. عن ابي هريرة (رض) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعين فى بيعه আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি উত তিরমিযী*, কিতাবুল বুয়ূ, বাবু মা জায়া ফিত্ তুজ্জার ওয়া তিসামিয়াতীন নাবা হয়াহুম, বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, ১৯৯৫ ঈ./ ১৪১৫ হিজরী হা. নং ১২৩৪। উলেণ্ডখ্য, এ বিষয়ে ‘আব্দুলণ্ডাহ ইব্‌ন ‘উমার ও ইব্‌ন মাসউদ (রা.) প্রমুখ থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

৭৯. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ– (আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, *আল-জামে‘ আত-তিরমিযী*, দেওবন্দ: মোখতার এন্ড কোম্পানি, (তা.বি), হাদীস নং- ১১৫৩)

থাকতে হবে। অর্থাৎ তাকে প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বাধীন হতে হবে। প্রাপ্ত বয়স্ক না হলে কারবারে ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। এ বিষয়ে আল-কুর'আনের নির্দেশ হচ্ছে- فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ "যদি তাদের মধ্যে বিবেচনা উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পন করতে পার।[৮০]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 'বুদ্ধি বিবেচনা'র সময়সীমা কি? কুর'আনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফার সিদ্ধান্ত হচ্ছে শিশুসুলভ চপলতা। বালেগ হওয়ার পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে এ চপলতা স্বাভাবিক ভাবেই দূর হয়ে যায়। সেমতে বালেগ হওয়ার বয়স পনের বছর এবং তারপর দশ বছর, এভাবে পঁচিশ বছর।[৮১]

তাই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া অত্যধিক জরুরী। কেননা ইহা ছাড়া ব্যবসায় টিকিয়ে রাখা এবং ব্যবসার কৌশল নির্ধারণ করা, মুনাফা অর্জন করা ব্যবসা কার্যে সফলতা অর্জন করা যায়না। আবার অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসা কার্যে সফলতা অর্জন করতে পারেনা। আবার অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায় লোকসান দিয়ে থাকে। বিচার-বুদ্ধির এ গুণটি সকল মানুষের মধ্যে একই রকম হয় না। যেমন- আল-কুর'আনে উল্লেখিত হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) -এর দেয়া একটি ফয়সালা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا "অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম।"[৮২]

ব্যবসায়িক লেন-দেনের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি অবুঝ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল, অসহায় ও দাস হতে পারবে না। কেননা এ সকল ব্যক্তি বুদ্ধিজ্ঞানের অভাবে ভাল-মন্দ বুঝে না এবং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেত পারেনা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- "তিন ব্যক্তির উপর শরী'আতের নির্দেশ আরোপিত হবে না। পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক।"[৮৩] অতএব, জানা গেল ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

---

৮০. আল-কুর'আন ৪:৬

৮১. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

৮২. আল-কুর'আন, ২১:৭৯

৮৩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ– (*সুনানু আবূ দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৪০২, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬)

৪. ন্যায়সঙ্গত কারবার

ব্যবসা-বাণিজ্যের অপর নাম কারবার। কারবার হচ্ছে মুনাফার উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মাদি সংগ্রহকরণ, উৎপাদন, মজুতকরণ, বীমাকরণ ও ক্রেতা বা ভোক্তাদের ভিতর বণ্টন এবং এ প্রকার সংগ্রহকরণ, উৎপাদন ও বণ্টনে সহায়তাকারী কার্যকলাপ[৮৪]।

কারবার ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। নিষিদ্ধ কারবার করা যাবে না। নিষিদ্ধ কারবার করা যাবেনা বক্তব্য দ্বারা দু'টি বিষয় বুঝানো হয়েছে।

ক. কারবারের পদ্ধতি

খ. কারবারের পণ্য সামগ্রী।

ক. কারবারের পদ্ধতি

কারবারে কোন প্রকার প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া, আত্মসাৎ, মিথ্যা তথ্য পরিবেশন, ক্ষতি ও পাপাচার থাকতে পারবেনা। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যে এমন কোন পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করা যাবে না যা পাপাচারের অন্তর্ভূক্ত। যেমন: ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে কোন লেন-দেন করা যাবে না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর একাধিক সতর্কবাণী রয়েছে। তিনি বলেন, যে ধোঁকা দেয় ও প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৮৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতারণামূলক লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন পাথরের টুকরা মিশিয়ে কোন বস্তু বেচাকেনা করা।[৮৬]

গাঁইট বেঁধে কারবার করা, কোন বস্তু শুধু ছুঁয়ে দেখা অথবা ক্রেতা কিংবা বিক্রেতার উপর ছেড়ে দিয়ে বেচাকেনা করাকেও রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছে।[৮৭]

যেসব লেনদেনে ধোঁকা ও প্রতারণা নিহিত রয়েছে। যেমন একটি জিনিস কেনা কিংবা বেচা পছন্দ হল; কিন্তু বিশেষ কারণে লেনদেনের সময় তা উল্লেখ করা হল না। অন্য একটি পণ্যের ভিতরে করে পছন্দকৃত পণ্যটি নিয়ে যাওয়া হল। এভাবে সবচাইতে

---

৮৪. অধ্যাপক লতিফুর রহমান, *কারবার সংগঠন*, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপো. লিঃ, জানুয়ারি ১৯৮৭, খ.১, পৃ. ৫

৮৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا– (আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ্*, বৈরুত: ইহইয়া আল-তুরাছ, ১৪১৫ হি. খ.১, পৃ. ৯৯)

৮৬. প্রাগুক্ত

৮৭. عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ– (আবু আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, (সম্পাদনা পরিষদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮, খ.৪, পৃ. ২৮৭)

খারাপটি সবচাইতে উত্তম বস্তুটির অন্তর্ভূক্ত করে বেচাকেনা সম্পন্ন করা হল। নতুবা লেনদেনের সকল শর্ত পূরণ হওয়ার পর লেনদেন করতে অস্বীকার করা হল। এহেন লেনদেন প্রতারণার অন্তর্ভূক্ত।[৮৮]

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ওজনে কম দেওয়া কিংবা ওজন করে নেওয়র সময় বেশি নেওয়া ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৮৯] এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা- وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) "যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় কম করে দেয়।"[৯০] এভাবে আল-কুর'আনে কম দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে পণ্য বিক্রি করা যাবেনা মিথ্যা শপথ করেও পণ্য বিক্রি করা যাবে না। কেননা এতে একপক্ষ লাভবান হয় এবং অন্যপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌ ঐ সকল ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (রাগের কারণে) তাকাবেন না এবং তাদের পাপ ক্ষমা করবেন না, যারা তাদের ব্যবসায়ি দ্রব্য সামগ্রী বেশী মূল্যে বিক্রির জন্য মিথ্যা শপথ করে বলে যে, তাদের দ্রব্য সামগ্রী খুবই উন্নত মানের ।[৯১]

ব্যবসায়িক লেন-দেনে অনেক সময় অর্থ-সম্পদ আত্মসাতের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। এটি অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ এবং পাপাচারের অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌ বলেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ "হে বিশ্বাসীগণ! খিয়ানত করোনা আল্লাহ্‌র সাথে ও রাসূলের সাথে এবং খিয়ানত করোনা নিজেদের পারস্পরিক আমানতের জেনে-শুনে।"[৯২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ (সা.) বলেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, ৩. যখন আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে।[৯৩]

---

৮৮. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

৮৯. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা: জুন, ২০০৬, পৃ. ৫১৯

৯০. আল-কুর'আন, ৮৩:১-৩

৯১.আবু 'আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াজীদ, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, বৈর্‌ত: দার্‌ল ফিকর, ২০০৩, (১ম সংস্করণ), হাদীস নং- ২২০৭, পৃ. ৫১৩

৯২. আল-কুর'আন, ৮ঃ২৭

৯৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ– সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের প্রায় খুৎবাতে বলতেন, যার আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই। যার অঙ্গীকার নেই তার দ্বীন নেই।[৯৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, উত্তম উপার্জন হচ্ছে 'বায় মাবরুর' বা কল্যাণকর বেচাকেনা এবং হস্তশিল্পের মাধ্যমে জীবনোপকরণের সংস্থান করা। আর মাবরুর বেচাকেনা হল যাতে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণ নিহিত থাকবে। অর্থাৎ তাতে প্রতারণা, আত্মসাৎ ও আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানি থাকবে না।[৯৫]

খ. কারবারের পণ্য সামগ্রী

এরূপ পণ্য সামগ্রীর কারবার করা যা ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ অথবা এমন বস্তু বেচাকেনা করা যা মূলগত অপবিত্র। যেমন: শরাব, মৃতদেহ, প্রতিমা, শূকর প্রভৃতি এরূপ সামগ্রীর কারবার ইসলামে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ্ বলেন- **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ** "তোমাদের উপর মৃতদেহ, রক্ত এবং শুকরের মাংস হারাম করা হয়েছে।"[৯৬]

হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন: "আল্লাহ্ তা'আলা শরাব, মৃতদেহ, শূকর ও মূর্তি বেচাকেনা হারাম করেছেন।"[৯৭] সুতরাং, হারাম জিনিসের কারবার করা যাবে না এটাই ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্যের চূড়ান্ত কথা।

ইসলামে ব্যবসার গুরুত্ব

মানব জীবনের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য অপরিহার্য। এ কারণেই ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বস্তুত ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা একদিকে যেমন ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণ হয় অপরদিকে এই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যে জাতি যত বেশী মনোযোগ দেয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে জাতি ততবেশী সুসমৃদ্ধ। আর এ ক্ষেত্রে যে জাতি বা যে দেশের অধিবাসীদের আগ্রহ নেই তারা সর্বদাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। এ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ

---

৯৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ– আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, মদীনা মোনাওয়ারা: আল-মাকাতাবা আল- শামেলা, বাবু মুসনাদু আনাস ইব্ন মালেক, হাদীস নং- ১১৯৩৫

৯৫. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৫২৭৬

৯৬. আল-কুর'আন, ৫:৩

৯৭ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ– *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৩

ধরেই এক জাতি অন্য জাতির তাহযীব, তামাদ্দুন, রাজনীতি এমনকি ধর্মের উপরও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এজন্য ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে।[৯৮]

ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ইসলামে কতবেশী তা আল-কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়। আল্লাহ্ বলেন- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ "সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে।"[৯৯] এখানে 'ফযল' তথা অনুগ্রহের অর্থ জীবিকা ও সম্পদ তালাশ করা। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।[১০০]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা থেকে এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে ব্যয় কর।"[১০১] প্রখ্যাত তাবিঈ তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) উপরিউক্ত আয়াতের "তোমরা যা উপার্জন কর, এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এখানে উপার্জন অর্থ হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য।[১০২]

ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ পরিণামের কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীর হাশর হবে নবীগণ, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের সাথে।"[১০৩]

অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তিনি হযরত খাদীজা (রা.) এর টাকা খাটিয়ে মুযারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করেন। এমনিভাবে মুহাজির সাহাবীগণের প্রায় সকলেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের পারস্পরিক চাহিদা পূরণ এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি অর্জন করার ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। [১০৪]

কুর'আন এবং হাদীসের পাশাপাশি ফিক্হের কিতাব সমূহেও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফকীহ্গণ বলেন, এই পৃথিবীতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

---

৯৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০১, খ. ৬, পৃ. ৩৬-৩৭।

৯৯. আল-কুর'আন, ৬২ঃ১০)।

১০০. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

১০১. আল-কুর'আন, ২ঃ২৬৭)।

১০২. মাওলানা আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

১০৩. (ابن ماجة، ترميذى) التاجر الصدق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء (আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আবওয়াবুল বুয়ূ', খ.২, হাদীস নং- ১১৪৭)

১০৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

সমূহের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা-বাণিজ্যই হচ্ছে জীবন যাপনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম এবং সভ্যতা সংস্কৃতির প্রধান উপকরণ।[১০৫]

ইসলামের উৎপত্তিস্থান আরব দেশ। এটি শুষ্ক মরুভূমির দেশ। এখানকার অধিবাসীরা জীবিকার জন্য নিজ দেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারতো না। তাই তারা উম্মুক্ত বিশ্বে তাদের জীবিকা ও ভাগ্যের সন্ধানে বের হতো। যে সকল কারণে তারা বহি:বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে এসেছে তন্মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ ছিল প্রধান। অভাব-অনটন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পরিশ্রমের নির্দেশ দিয়েছে।[১০৬]

আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। সেখানে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। মহানবী (সা.) -এর সাথে বিবাহের পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.) আরবের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। আবু জেহেলের মা সুগন্ধী দ্রব্যের ব্যবসা করতো। মুয়াবিয়ার মা এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার সাথে প্রতিবেশী গোত্রের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল। এছাড়াও আরও অনেক আরব মহিলা ব্যবসায়িক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।[১০৭]

ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবগণ নতুন সাহস ও উদ্দীপনা লাভ করে প্রাচ্যের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জাতি বলে পরিচিত হয়। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাণিজ্যকে কেবল উৎসাহিত করেননি, তিনি নিজে ব্যবসায়ের আদর্শও প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের সাথে সিরিয়ায় একটি বাণিজ্য অভিযানে গমন করেন। যৌবনে তিনি হযরত খাদীজা (রা.) এর ব্যবসায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ব্যবসায়ী হিসেবে বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার পরিচয় দেন। ইসলামের আবির্ভাবকালে আবূ বকর, উসমান ও আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) ছিলেন আরবের প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়ী।[১০৮]

লুকমান হাকীম[১০৯] স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদানে বলেন, হে বৎস! উপার্জন ছেড়ে দিওনা। কারণ যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী হয় তার ধন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, বুদ্ধি দুর্বল ও মানবতা বিনষ্ট হয় এবং লোকে তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। [১১০]

---

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

১০৬. মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

১০৭. প্রাগুক্ত।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

১০৯. প্রখ্যাত ইসলামী মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। ইমাম বাগবী (র.) বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না। আল-কুর'আনে সূরা 'লোকমান' নামে একটি সূরা রয়েছে।

১১০. ইমাম গায্যালী (অনু: আবদুল খালেক), *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, খ.২, পৃ. ৪৯।

পবিত্র কুর'আন এবং হাদীসের নির্দেশনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে যাতায়াত ব্যবস্থার প্রচুর উন্নতি সাধন করে। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বাজারের বিস্তৃতি সাধনের উদ্দেশ্যে অনেক কাজ করা হয়। হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে মিশরে যে খাল খনন করা হয়েছিল তা দ্বারা বাণিজ্যের এতই প্রসার লাভ ঘটে যে, মিশর ও মদীনার বাজারে পণ্যদ্রব্য একই দামে বিক্রি হতে থাকে। খুলাফায়ে রাশেদীন, বিশেষ করে হযরত উমর (রা.) অনেকগুলো রাস্তা তৈরী এবং খাল খনন করান, যার ফলে ব্যবসায়ীরা এক দেশ থেকে অন্যদেশে দ্রুত মাল পরিবহনের সুবিধা লাভ করে।[১১১]

১১১. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, (অনু: আব্দুল মতীন জালালাবাদী), *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, খ.২, পৃ. ১০০।

তৃতীয় অধ্যায়

শেয়ার ব্যবসা : পরিচিতি ও কার্যাবলী

তৃতীয় অধ্যায়

শেয়ার ব্যবসা : পরিচিতি ও কার্যাবলী

শেয়ার পরিচিতি

সাধারণ অর্থে শেয়ার বলতে কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্র অংশকে বুঝায়। অর্থাৎ কোম্পানির মোট মূলধনকে নির্দিষ্ট মূল্যের কতকগুলো ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করা হয়, যার প্রতিটিকে শেয়ার বলে। যেমন- ১,০০,০০০ টাকার মূলধনকে ১,০০০ ভাগ করা হলে এক একটি ভাগের মূল্য দাঁড়ায় ১০০ টাকা। মালিকানা মূলধনের এই বিভাজিত প্রতিটি অংশের নাম শেয়ার।

শেয়ারের উপযুক্ত সংজ্ঞা হিসেবে বিচারপতি ফেয়ারওয়েল কর্তৃক Borland's Trustees Vs Steel Brother and Co. Ltd (1901) শীর্ষক মামলার রায়ে বলা হয়- A Share is not a sum of money but is an interest measured in a sum of money and made up of various rights contained in the contract.অর্থাৎ, শেয়ার অর্থের কোনো সমষ্টি নয়, বরং এটা অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য একটি স্বার্থ যা চুক্তি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার অধিকার সৃষ্টি করতে পারে।[১]

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ধ) ধারায় বলা হয়েছে যে, শেয়ার বলতে কোম্পানির মূলধনের কোনো অংশকে বুঝাবে এবং ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে কোনো স্টক বা শেয়ারের পার্থক্য প্রকাশ পেলে সেই স্টক ব্যতীত অন্যান্য স্টকও এ সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত হবে। (Share means a share in the capital of the company, and indludes stock cecept when a distinction between stock and shares is expressed or implied.)[২]

সুতরাং বলা যায়, শেয়ার হলো কোম্পানির মোট মূলধনের একটি একক যা ধারণ করে কোম্পানির মালিকানা স্বত্ব অর্জন করা যায়।

শেয়ারের বৈশিষ্ট্য

শেয়ারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

---

১. ড. বেলায়েত হোসেন, *ব্যবসায় পরিচিতি*, ঢাকা : মৌ প্রকাশনী, মে ২০০৩, পৃ. ১২০

২ . ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, ঢাকা: মৌ প্রকাশনি, ২০০৩, পৃ. ১২০

১. শেয়ার হলো কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্র অংশ বা একক।

২. সমজাতীয় শেয়ারের মূল্য অভিন্ন হয়ে থাকে।

৩. শেয়ার মালিক শেয়ারের অংশ হিসাবে কোম্পানির মালিকানা পায়।

৪. শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে শেয়ার মালিক ও কোম্পানির মধ্যে চুক্তিবদ্ধ অধিকার স্থাপিত হয়।

৫. কোম্পানির মুনাফা হলে একজন শেয়ারহোল্ডার প্রত্যক্ষভাবে মুনাফার ভাগীদার হয়।

৬. পক্ষান্তরে, কোম্পানির লোকসান হলে পরোক্ষভাবে শেয়ারহোল্ডার তা বহন করে। অর্থাৎ শেয়ারের মূল্য কমে যায়।

৭. শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য।

৮. স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় শেয়ারের স্বত্ব উত্তরাধিকারগণ পেয়ে থাকে।

৯. শেয়ার মালিকানার সাথে কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য জড়িত থাকে।[৩]

শেয়ার ব্যবসা

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে একটি নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। এর নাম হচ্ছে শেয়ার ব্যবসা। প্রচীনকালে কয়েক ব্যক্তির সমন্বয়ে শিরকত বা অংশিদারীত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম প্রচলিত ছিল। একে বর্তমানকালের পরিভাষা অনুসারে 'পার্টনারশিপ ব্যবসা' বলা হয়। বিগত দু'তিন শতাব্দী হতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী নামে শরীকানা ব্যবসার আরেকটি পদ্ধতি চালু হয়েছে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। শেয়ার বেচাকেনা চালু হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে স্টক মার্কেটিং এর ব্যবসা শুরু হয়েছে পৃথিবীব্যাপী। উল্লেখ্য যে, কোম্পানির এ শেয়ারকে আরবীতে 'সাহম' বলা হয়। সাহম অর্থ অংশ। বস্তুত শেয়ার কোম্পানির মালের শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানাধীন এক অংশবিশেষেরই নাম। কেউ যদি কোন কোম্পানির শেয়ার খরিদ করে তবে শেয়ার সার্টিফিকেটের কাগজটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, উক্ত ব্যক্তি এ কোম্পানির বিশেষ একটি অংশের মালিক।[৪]

আগের যুগের মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি ছিল ছোট। দু'চারজন মিলে কিছু পুঁজি সংগ্রহ করে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে দিতো। কিন্তু বড় ধরণের কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে অথবা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে অনেক সময় এ গুটিকয়েক

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২১

৪ . সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৫৬

মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাই অনিবার্য কারণেই বড় ধরণের ব্যবসা করার জন্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কোম্পানি গঠন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে নিয়ম হলো, যখন কোন কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে, তখন প্রথমে এর উদ্যোক্তাগণ এর গঠন কাঠামো এবং পরিচালনা পদ্ধতি প্রকাশ করে। বাজারে শেয়ার ছাড়ে অর্থাৎ লোকদেরকে এ কোম্পানির অংশিদার হওয়ার জন্য আহবান জানায়। তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে যারা এ শেয়ার খরিদ করে, তারা এ কোম্পানির অংশিদার হিসেবে গণ্য হয়। নবগঠিত কোম্পানির শেয়ার এক শর্তে ক্রয় করা জায়িজ। তা হচ্ছে হারাম কাজের উদ্দেশ্যে এ কোম্পানি গঠিত হবেনা। হারাম কাজের উদ্দেশ্যে কোন কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হলে এ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা কোনক্রমেই বৈধ হবেনা।

শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিনিয়োগকারীর পছন্দ ও সুবিধা, কোম্পানির স্বার্থ ও মূলধন বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের শেয়ার কোম্পানি কর্তৃক বর্তমানকালে ইস্যু করতে দেখা যায়। এরূপ বিভিন্ন ধরনের শেয়ারের বর্ণনা নিম্নে আলোকপাত করা হলো[৫]-

সাধারণ শেয়ারঃ আইনানুযায়ী যে শেয়ারের মালিকগণ অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিভিন্ন দিক বিচারে অধিক সুবিধা ও মর্যাদাভোগ করলেও লভ্যাংশ বন্টন ও কোম্পানি বিলোপের সময় মূলধন প্রত্যাবর্তনে অগ্রাধিকার পায় না তাকেই সাধারণ শেয়ার বলে।

এরূপ শেয়ারের মালিকগণ পরিচালক নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে, নির্বাচনে ভোট দিতে পারে ও শেয়ারহোল্ডারদের বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করতে পারে। এতে লভ্যাংশের হার পূর্বনির্দিষ্ট থাকে না। পরিচালকদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে মুনাফার অংশ বিশেষ লভ্যাংশ হিসেবে প্রদান করা হয়। তবে কোম্পানিতে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার থাকলে তাদেরকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদানের পর মুনাফা অবশিষ্ট থাকলে তা সাধারণ শেয়ার মালিকগণ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পেয়ে থাকে। কোম্পানি বিলোপের সময় অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মালিকদের মূলধন ফেরত প্রদানের পরই এ ধরনের শেয়ার মালিকদের অর্থ প্রদান করা হয়।

অগ্রাধিকার শেয়ারঃ যে শেয়ারের মালিকগণ লভ্যাংশ গ্রহণ ও মূলধন প্রত্যাবর্তনে অন্যান্য শেয়ার মালিকগণের চেয়ে অগ্রাধিকার পায় তাকেই অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বলে। কোম্পানিতে মুনাফা হলে এরূপ শেয়ার মালিকগণ অবশ্যই নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তবে এরা পরিচালক নির্বাচনে ভোট দিতে পারে না এবং নিজস্ব স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত দেয়ার সুযোগ পায় না।

---

৫ . ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২২

উল্লেখ্য, কোম্পানি আইনের তফসিল-১ এ বলা হয়েছে কোম্পানি স্মারকলিপিতে উল্লেখ থাকলে বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমেই এরূপ শেয়ার কোম্পানি বিলি করতে পারে। এ ধরনের শেয়ার বিলি করলে তার শর্ত কি হবে তাও বিশেষ সিদ্ধান্তের মধ্যেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

লভ্যাংশ বন্টন, বিতরণ পদ্ধতি, অর্থ প্রত্যার্পণ ও রূপান্তরের দৃষ্টিকোণ হতে একে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়-

সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ারঃ যে শেয়ারের মালিকগণ প্রতিবছর মুনাফা হতে একটা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় এবং কোনো বছর মুনাফা না হলেও উক্ত নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী লভ্যাংশ সঞ্চিতি হিসেবে জমা থাকে ও পরবর্তী সময়ে মুনাফা অর্জিত হলে বকেয়া সঞ্চিতিসহ লভ্যাংশ প্রাপ্ত হয় তাকে সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। আইন অনুযায়ী ছয় বছর পর্যন্ত এরূপ লভ্যাংশ সঞ্চিত রাখা হয়।

অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার : যে শেয়ার মালিকগণ মুনাফা হলেই শুধুমাত্র তা হতে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় কিন্তু মুনাফা অর্জিত না হলে ঐ বছরের কোনো লভ্যাংশ সঞ্চিতি আকারে পরবর্তী সময়ে পায় না তাকে অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

পার্টিসিপেটিং অগ্রাধিকার শেয়ারঃ যে অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকগণ মুনাফা হতে প্রথমত নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রাপ্ত হলেও পরবর্তী সময়ে সাধারণ শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টনের সময় পুনরায় তাতে অংশ পায় তাকে পার্টিসিপেটিং অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

নন্-পার্টিসিপেটিং অগ্রাধিকার শেয়ারঃ যে জাতীয় শেয়ারের মালিকগণ মুনাফা হতে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় কিন্তু সাধারণ শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টনের ক্ষেত্রে পুনরায় অংশ পায় না তাকে নন্-পার্টিসিপেটিং অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। সাধারণত অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বলতে এ ধরণের শেয়ারকেই বুঝায়।

পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ারঃ যে অগ্রাধিকার শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে পরিশোধ করে কোম্পানি শেয়ার ফেরত নিতে পারে তাকে পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। এ ধরনের শেয়ার বিক্রয় কোম্পানির পক্ষে খুব সুবিধাজনক না হওয়ায় এরূপ ফেরতের বিষয়টি পূর্ব হতেই বিবরণপত্রে উল্লেখ করা হতে পারে।

অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ারঃ যে শেয়ারের মালিকগণ লভ্যাংশ প্রাপ্তি ও মূলধন প্রত্যাবর্তনে অগ্রাধিকার পেলেও কোম্পানি বিলোপের পূর্বে কোম্পানি হতে শেয়ারের মূল্য ফেরত পায় না বা অর্থ পরিশোধ করে কোম্পানি তার শেয়ার ফেরত নিতে পারে না তাকে অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

পরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারঃ শেয়ার বিক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ান্তে যে অগ্রাধিকার শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরের সুযোগ দেয়া হয় তাকে পরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

অপরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারঃ যে অগ্রাধিকার শেয়ারকে কখনই সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর বা বিনিময় করা যায় না তাকে অপরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। সাধারণভাবে অগ্রাধিকার শেয়ার পরিবর্তনযোগ্য নয়।

বিলম্বিত বা প্রবর্তকদের শেয়ারঃ যে শেয়ারের মালিকগণ লভ্যাংশ বন্টন ও মূলধন প্রত্যাবর্তনে সকলের শেষে অংশগ্রহণ করে তাকে বিলম্বিত শেয়ার বলে। কোম্পানি গঠনের ব্যয় বহন বা অন্য কোনো প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রবর্তকদের নগদ অর্থ বা অন্য কোনো শেয়ার না দিয়ে অনেক সময় এ ধরনের শেয়ার দেয়া হয় বিধায় একে প্রবর্তকদের শেয়ারও বলা হয়ে থাকে। এরূপ শেয়ার সাধারণ্যে বিক্রয়ের প্রশ্ন আসে না।
অন্যান্য শেয়ারঃ শেয়ার বলতে সাধারণভাবে উপরে বর্ণিত তিন ধরনের শেয়ারকে বুঝায়। তবে কোম্পানিতে এর বাইরেও বিভিন্ন নামে শেয়ার বন্টিত হতে দেখা যায়। যদিও প্রকৃত বিবেচিনায় এগুলো সাধারণ শেয়ারের মতোই তথাপিও নিম্নে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

বোনাস শেয়ারঃ অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন না করে কোম্পানির সংরক্ষিত তহবিলে তা জমা রাখা হয়। এরূপ তহবিলে সঞ্চিতির পরিমাণ অনেক বেড়ে গেলে পরিচালকদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত তহবিলের অর্থকে মূলধনে পরিণত করার লক্ষ্যে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে যে শেয়ার মঞ্জুর করা হয় তাকে বোনাস শেয়ার বলে। এরূপ শেয়ার পূর্ণ বা আংশিক আদায়কৃত শেয়ার হিসেবে বিলি করা যায়।

অধিকারযোগ্য শেয়ারঃ কোনো কোম্পানি অধিকতর মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন শেয়ার বিলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ ক্রয়ের আনুপাতিক হারে পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সংরক্ষণ করলে তাকে অধিকারযোগ্য শেয়ার বলে।

অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ারঃ যে শেয়ারের কোনো আঙ্কিক মূল্য পূর্ব হতে নির্দিষ্ট থাকে না; বছরশেষে হিসাব-নিকাশের পর মোট সম্পদ হতে মোট অন্যান্য দায়ের পরিমাণ বাদ দিয়ে শেয়ারের মূল্যমান নিরূপণ করা হয় তাকে অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার বলে। আমাদের দেশে এ ধরনের শেয়ারের প্রচলন নেই।

উত্তম শেয়ার

কোম্পানিতে কোন্ ধরনের শেয়ার সর্বোত্তম তা এক কথায় বলা বেশ কঠিন। বিনিয়োগকারীদের ব্যক্তিগত রুচি ও চাহিদা যেমনি ভিন্ন তেমনিভাবে কোম্পানির

প্রয়োজনও সব সময় একরূপ নয়। তাই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের শেয়ার সর্বোত্তম বলে গণ্য হয়। উপযোগিতার তুলনামূলক বিচারে সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকাযুক্ত শেয়ারকেই মূলত বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কারণ বিলম্বিত শেয়ার জনসাধারণ্যে প্রচার বা বিক্রয় করা হয় না। নিম্নে বিনিয়োগকারী ও প্রতিষ্ঠান উভয়ের দিক বিচারে উভয় ধরনের শেয়ারের যথার্থতা বিচার করা হলো[৬]-

বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ হতেঃ সকল বিনিয়োগকারীর পছন্দ ও প্রয়োজন এক নয়। এক ধরনের বিনিয়োগকারী রয়েছে যারা কোম্পানিতে অর্থ বিনিয়োগ করে কম ঝুঁকিতে নিশ্চিত মুনাফা পেতে চায়। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সাথে বা সিদ্ধান্তে নিজেকে জড়িত করতে চায় না। এদের কাছে অগ্রাধিকার শেয়ারই অধিক লাভজনক বিবেচিত হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আরেক ধরনের বিনিয়োগকারী দেখা যায় কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে যেমনি লভ্যাংশ পেতে চায় অপর পক্ষে শেয়ার মালিক হিসেবে ঝুঁকি গ্রহণের সাথে সাথে কোম্পানির পরিচালনা, ভোট প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদির সাথে যুক্ত হতে চায়। লভ্যাংশ প্রাপ্তির বাইরেও তারা অধিক মর্যাদা ও অধিকারের সাথে কোম্পানির মালিক হিসেবে নিজেকে দেখতে চায়। সবদিক বিচারে এদের নিকট সাধারণ শেয়ারই অধিক পছন্দনীয়।

কোম্পানির দৃষ্টিকোণ হতেঃ কোম্পানির পক্ষ হতে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা করা হয় যে, শেয়ার ক্রেতাগণ কোম্পানির মালিক হিসেবে যেমনি ঝুঁকি গ্রহণ করবে অন্যদিকে মালিক হিসেবে কোম্পানির পরিচালনা, ভোটাধিকার প্রয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিচারেও তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে। শুধু লভ্যাংশ প্রাপ্তিই শেয়ার মালিকদের মূল লক্ষ হবে না; বরং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নই হবে তাদের লক্ষ্য এবং তা সম্ভব হলে শেয়ার মালিকগণ অবশ্যই তার সুফল ভোগ করবে। এদিক বিচারে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাধারণ শেয়ার বিক্রিই অধিক সুবিধাজনক। তাই দেখা যায়, একান্ত সমস্যা না হলে কোম্পানি কখনই অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে না; বরং এটা বিক্রয় কোম্পানির জন্য কম মর্যাদাকর বিবেচনা করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পরিশেষে বলা যায়, কম ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ সন্তুষ্ট বিশেষ শ্রেণীর বিনিয়োগকারীর জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার উত্তম মনে হলেও সাধারণ বিনিয়োগকারী ও কোম্পানির দৃষ্টিকোণ হতে সাধারণ শেয়ারই সর্বোত্তম বিবেচিত হয়। যার কারণে সকল দেশেই শেয়ার বলতে মূলত সাধারণ শেয়ারকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

---

৬ . মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *ব্যবসায় পরিচিতি*, ঢাকা: দি যমুনা পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ. ২৫১; ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

শেয়ার ব্যবসার উদ্দেশ্য

শেয়ার ব্যবসা বা পুঁজি বাজারের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় পুঁজির যোগান দেয়া। এর ফলে বিভিন্ন সেক্টরে পুঁজির সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত হয় এবং অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধিত হয়। উদ্বৃত্ত পুঁজির কাঙ্ক্ষিত খাতে দক্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ সহায়তা করাও শেয়ার ব্যবসার অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য।[৭]

এ ছাড়া শেয়ার ব্যবসার অন্যান্য উদ্দেশ্যেগুলো হলো-

১) শেয়ার এবং সার্টিফিকেটের জন্য মুক্ত বাজার ব্যবস্থার বিলোপ সাধন না করে নকল বিনিয়োগকারীদের (Non-genuine) ফটকা কারবার রহিত করা।

২) উদ্বৃত্ত এলাকা বা প্রতিষ্ঠান থেকে ঘাটতি এলাকা বা প্রতিষ্ঠানে অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করা। ঘাটতি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যেগুলো শেয়ার ছাড়ার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে।

৩) নতুন নতুন আইপিও ইস্যুর মাধ্যমে শেয়ার ব্যবসা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা করা।

৪) শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার লেনদেনের জন্য মাধ্যমিক বাজার (Secondary Market) বিকাশে সহায়তা করা।

৫) সঞ্চয়কারীদেরকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মালিক হতে সাহায্য করা যাতে শিল্পের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হয় এবং বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় সমাবেশের দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জন তরান্বিত হয়।

৬) সঞ্চয়কারীদেরকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হতে, মুনাফার অংশীদার হতে এবং ঝুঁকির ভাগীদার হতে উৎসাহিত করা।

৭) স্টক এক্সচেঞ্জের নিয়মানুযায়ী শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদ অর্থ লাভের জন্য শেয়ার হোল্ডারদেরকে সহায়তা করা।

৮) সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা।

৯) শেয়ার দামের স্বল্প মেয়াদী উঠানামার প্রভাব থেকে বাণিজ্যিক কার্যকলাপকে আলাদা রাখা যার বিপরীতটাই সচরাচর পুঁজিবাদী শেয়ার বাজারে পরিদৃষ্ট হয়।

১০) শেয়ারের প্রতিফলিত দামে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ম সম্পাদন ও বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা।[৮]

---

৭. প্রাগুক্ত

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪

শেয়ার মালিকানার প্রামাণ্য দলিল

শেয়ার মালিকানার প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বেশ কতকগুলো দলিল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এতদসংক্রান্ত কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো-[৯]

(ক) শেয়ার সার্টিফিকেটঃ শেয়ার মালিকানার মুখ্য প্রামাণ্য দলিল হলো শেয়ার সার্টিফিকেট। আইনানুযায়ী শেয়ার বন্টনের তিন মাস এবং শেয়ার হস্তান্তরের বেলায় দু'মাসের মধ্যে শেয়ারগ্রহীতাকে এরূপ সার্টিফিকেট প্রদান করতে হয়ে। এতে শেয়ার মালিকের পূর্ণ নাম, ঠিকানা, শেয়ারের শ্রেণী, শেয়ারের ক্রমিক নম্বর, শেয়ারের নামিক মূল্য (Face value) প্রদত্ত অর্থ, তারিখ ইত্যাদি বিষয় লেখা থাকে। কোম্পানির নাম-ঠিকানাযুক্ত ছাপা ফরমে এটা তৈরি করা হয় এবং এতে অবশ্যই কমপক্ষে একজন পরিচালকের স্বাক্ষর ও কোম্পানির সাধারণ সীলমোহর অঙ্কিত থাকে। এটা সহজেই হস্তান্তরযোগ্য।

(খ) শেয়ার ওয়ারেন্টঃ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ারের পূর্ণমূল্য এর গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ করা হলে, প্রমাণ হিসেবে কোম্পানি শেয়ার গ্রহীতাকে যে প্রামাণ্য দলিল প্রদান করে তাকে শেয়ার ওয়ারেন্ট বলে। এতে শেয়ার মালিকের নাম লেখা থাকে না। শুধুমাত্র শেয়ারের নামিক মূল্য ও শেয়ারের ক্রমিক নম্বরের উল্লেখ থাকে। এটা শুধুমাত্র অর্পণের দ্বারা হস্তান্তর করা যায়। এর সাথে কতকগুলো কুপন সংযুক্ত থাকে যাতে করে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হলে বাহক কুপন ব্যবহার করে লভ্যাংশ সংগ্রহ করতে পারে।

পরিমেল নিয়মাবলিতে বিপরীত মর্মে কোনো বিধান না থাকলে শেয়ার ওয়ারেন্ট গ্রহীতাকে কোম্পানির সদস্য বলে গণ্য করা হয় না। শেয়ার ওয়ারেন্ট প্রদান করা হলে ঐ সদস্যের নাম সদস্যসূচি হতে বাদ দেয়া হয় এবং সেখানে শেয়ার ওয়ারেন্টে উল্লেখিত শেয়ারসমূহের ক্রমিক নম্বর এবং ওয়ারেন্ট প্রদানের তারিখ লিখে রাখা হয়। ফলে এরূপ পত্রধারী সাধারণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। অবশ্য ওয়ারেন্টের স্বত্বাধিকারী ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে নির্দিষ্ট ফি প্রদানপূর্বক এটা জমা দিয়ে পূনরায় শেয়ার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারে এবং এতে তার নাম পুনরায় সদস্য সূচিতে অন্তর্ভূক্ত হয়। উল্লেখ্য, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এ ধরণের শেয়ার ওয়ারেন্ট ইস্যু করতে পারে না।

(গ) কাঁচা সনদঃ শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার পূর্বে শেয়ারের মূল্য প্রদানকারীকে অন্তবর্তী সময়ের জন্য যে প্রমাণপত্র প্রদান করা হয় তাকে কাঁচা সনদ বলে। কোম্পানির সীলমোহর অঙ্কিত ও দলিলে শেয়ার মালিকের নাম, ঠিকানা, শেয়ারের নামিক মূল্য (Face value), ক্রমিক নং ইত্যাদি লেখা থাকে। কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক

৯ . মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩

এটা স্বাক্ষরিত হয়। শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদানের সময় গ্রহীতার নিকট হতে কাঁচা সনদ ফেরত নেয়া হয়।

(ঘ) ক্ষতিপূরণ পত্রঃ শেয়ার সার্টিফিকেট হারানো গেলে তার প্রতিলিপি লাভের জন্য শেয়ার মালিক যে লিখিত প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করে তাকে ক্ষতিপূরণ পত্র বলে। এতে এ মর্মে শেয়ার মালিক প্রতিশ্রুতি দেয় যে, শেয়ার সার্টিফিকেট প্রতিলিপি দেয়ার জন্য কোম্পানি যদি কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে সে তা পূরণ করবে।

(ঙ) লভ্যাংশ পরোয়ানাঃ লভ্যাংশ ঘোষণার পর তা ব্যাংক হতে সংগ্রহের জন্য কোম্পানি শেয়ার মালিকের যে প্রমাণপত্র প্রদান করে তাকে লভ্যাংশ পরোয়ানা বলে। এতে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশের পরিমাণ লেখা থাকে। যা ব্যাংকে জমা দিয়ে শেয়ার মালিক অর্থ সংগ্রহ করে নিতে পারে।

শেয়ার সার্টিফিকেট ও শেয়ার ওয়ারেন্টের মধ্যে পার্থক্য

শেয়ার সার্টিফিকেট ও শেয়ার ওয়ারেন্ট উভয়ই কোম্পানির মালিকানার প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। উভয় ধরনের দলিলই হস্তান্তরযোগ্য বিবেচিত হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়:[১০]

(ক) বিলিকরণঃ আংশিক মূল্য বা পূর্ণমূল্য আদায়ের পর শেয়ার সার্টিফিকেট বিলি করা যায়। অন্যদিকে শুধুমাত্র পূর্ণমূল্য আদায়ের পরই শেয়ার ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হতে পারে।

(খ) বিষয়বস্তু : শেয়ার সার্টিফিকেটে শেয়ার গ্রহীতার নাম ঠিকানাসহ শেয়ারের মূল্য, ক্রমিক নং ইত্যাদি লেখা থাকে, পক্ষান্তরে শেয়ার ওয়ারেন্টে শেয়ার গ্রহীতার নাম ও ঠিকানার উল্লেখ থাকে না।

(গ) গ্রহীতার অধিকার : সার্টিফিকেট গ্রহীতা কোম্পানিতে ভোটাধিকারসহ সদস্যের সকল অধিকার পায় কিন্তু ওয়ারেন্ট গ্রহীতা কোম্পানির লভ্যাংশ প্রাপ্তি ছাড়া তেমন কোনো অধিকার পায় না।

(ঘ) সংযুক্তি : শেয়ার সার্টিফিকেটের সাথে সংযুক্ত অন্য কোনো দলিল না তবে ওয়ারেন্টের সাথে লভ্যাংশ সংগ্রহের কুপন সংযুক্ত থাকে।

(ঙ) হস্তান্তর : সার্টিফিকেট হস্তান্তর কোম্পানি আইন ও পরিমেল নিয়মাবলির বিধান অনুযায়ী করতে হয় পক্ষান্তরে ওয়ারেন্ট শুধুমাত্র অর্পণের দ্বারাই হস্তান্তর করা যায়।

(চ) লভ্যাংশ প্রদান : সার্টিফিকেট গ্রহীতার লভ্যাংশ কোম্পানি কর্তৃক রেজিস্ট্রি ডাকে তার নিকট পাঠানো হয় কিন্তু ওয়ারেন্ট গ্রহীতা এর সংলগ্ন কুপন দাখিল করে লভ্যাংশ সংগ্রহ করতে পারে।

(ছ) নাম তালিকাভূক্তি : সার্টিফিকেট গ্রহীতার নাম-ঠিকানা কোম্পানির সদস্য তালিকাতে অন্তর্ভূক্ত থাকে কিন্তু ওয়ারেন্ট গ্রহীতার নাম সদস্য তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়।

---

১০ . মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪

(জ) প্রদানের নিয়ম : কোম্পানি গঠনের সময় প্রথমে শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে পূর্ণমূল্য আদায় হলে শেয়ার গ্রহীতার আবেদনক্রমে সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়ে থাকে।

স্টক পরিচিতি

১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনের ৯৪ (১-গ) ধারায় বলা হয়েছে যে, শেয়ারের পূর্ণমূল্য আদায় হলে, শেয়ারকে স্টকে পরিণত করা যায়। এক্ষেত্রে শেয়ারের পরিবর্তে অন্য এক ধরনের লিখিত পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। অবশ্য এ সম্পর্কে পরিমেল নিয়মাবলিতে বিধান থাকলেই শুধুমাত্র তা করা যায়। এরূপ রূপান্তর করার সুবিধা হলো, এর ফলে কোম্পানির সদস্যগণের মালিকানা সহজে সূচিত হয় এবং এর দ্বারা কখনই সদস্যগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় না।

কোম্পানির শেয়ার মূলধনের ক্ষুদ্র অথচ সমান প্রত্যেকটি একককে যেভাবে শেয়ার নামে অভিহিত করা হয় স্টকের ক্ষেত্রে তা হওয়া আবশ্যক নয়। এক লক্ষ টাকার শেয়ার মূলধনকে দশ হাজার শেয়ারে বিভক্ত করা হলে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য দশ টাকা হবে কিন্তু স্টকের ক্ষেত্রে প্রতিটি একককে সমপরিমাণ মূল্যের হতে হবে এমন নয়। স্টককে সুবিধা অনুযায়ী পাঁচ টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকা মূল্যের স্টকে রূপান্তর করা যেতে পারে। পূর্বে যার দশ টাকা মূল্যের একশতটি শেয়ার ছিল এখন তাকে পাঁচ টাকা মূল্যের বিশটি, দশ টাকা মূল্যের ত্রিশটি এবং বিশ টাকা মূল্যের ত্রিশটি স্টক বরাদ্দ করা যেতে পারে। স্টকগ্রহীতা সুবিধামতো যেকোনো পরিমাণ স্টক হস্তান্তর করতে পারে।

শেয়ারকে স্টকে পরিণত করতে হলে কোম্পানির সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাস করতে হয়ে এবং এ সম্পর্কে কোম্পানি নিবন্ধককে অবগত করতে হয়। এরপর সদস্য সূচিতে প্রত্যেক সদস্যের নামের পাশে বর্ণিত তার শেয়ার পরিমাণের স্থলে স্টকের পরিমাণ ও মূল্য উল্লেখ করতে হয়। অবশ্য সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে পরবর্তী সময়ে স্টককে পুনরায় শেয়ারে পরিণত করা যায়। আমাদের উপমহাদেশে শেয়ার ও স্টকের মধ্যে পার্থক্য করা হলেও যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার ও স্টকের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায় না। সেখানে সাধারণভাবে শেয়ারকে স্টক বলা হয়ে থাকে।[১১]

১১ . মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫; ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

শেয়ার ও স্টকের মধ্যে পার্থক্য

শেয়ার ও স্টক উভয়ই কোম্পানির মূলধনের অংশবিশেষ। যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ার ও স্টক একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও আমাদের দেশে এদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। নিম্নে এদের মধ্যে পার্থক্যসমূহ দেখানো হলো[১২]-

পার্থক্যের বিষয়	শেয়ার	স্টক
প্রকৃতি	শেয়ার মূলধনের ক্ষুদ্র অথচ সমান অংশ বিশেষকে শেয়ার বলে।	পূর্ণ আদায়ীকৃত শেয়ার মূলধনকে সুবিধা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হলে তাকে স্টক বলে।
বিলিকরণ	কোম্পানি গঠনের পর প্রথমেই শেয়ার সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়।	শেয়ারের পূর্ণমূল্য আদায় হলেই সিদ্ধান্তক্রমে স্টক বিলি করা যায়।
বিলির আবশ্যকতা	কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিলি আবশ্যক।	স্টক বিলি কোম্পানির পক্ষে আবশ্যক নয়। বিশেষ সুবিধার জন্যই স্টক ইস্যু করা হয়।
অর্থ সংগ্রহ	শেয়ারের নামিক মূল্যের অংশবিশেষ বা পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে শেয়ার ইস্যু করা হয়।	স্টক হতে অর্থ সংগ্রহ বলতে সর্বত্রই এর মূল্যের সম্পূর্ণ অংশের সংগ্রহকে বুঝায়।
ক্রমিক নম্বর	শেয়ারে অবশ্যই ক্রমিক নম্বরের উল্লেখ থাকে।	স্টকে কোনো ক্রমিক নম্বরের উল্লেখ থাকে না।
দলিলের প্রকৃতি	শেয়ার মালিকানার প্রামাণ্য দলিল হিসেবে শেয়ার সার্টিফিকেট বা শেয়ার ওয়ারেন্ট ইস্যু কারা হয়।	স্টকের প্রমাণ হিসেবে এর মালিকদের স্টক সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
হস্তান্তরযোগ্যতা	শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য হলেও এক্ষেত্রে অধিক আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।	স্টক সহজেই হস্তান্তর করা যায়।
হস্তান্তর পদ্ধতি	শেয়ার কখনই আংশিক হস্তান্তর করা যায় না। পূর্ণ বা অ-ভগ্নভাবেই এটাকে হস্তান্তর করা হয়।	স্টক বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। ফলে আংশিকভাবে এটাকে হস্তান্তর করা যায়।

১২ . ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল, *ব্যবসায় পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫; মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫-২৫৬

মূল্য পরিশোধ	শেয়ার হস্তান্তর কালে এর সম্পূর্ণ মূল্য আদায় হয়ে না থাকলে হস্তান্তর গ্রহীতাকে পরে শেয়ারের অনাদায়ী মূল্য পরিশোধ করতে হয়।	এর মূল্য কখনই অনাদায়ী থাকে না বিধায় হস্তান্তর গ্রহীতাকে পরে এর কোনো মূল্য পরিশোধ করতে হয় না।
নামিক মূল্য	শেয়ার নামিক মূল্য (Face value) নির্দিষ্ট থাকে	স্টকের নামিক মূল্য নির্দিষ্ট থাকে না। একে বিভিন্ন মূল্যমানে ভাগ করা হতে পারে।

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়পদ্ধতি

শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের পদ্ধতি প্রধানত দুটি-

(এক) দুই ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম ছাড়াই শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করবে।

(দুই) কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করবে। এই প্রতিষ্ঠানকেই ষ্টক একচেঞ্জ বলে। ষ্টক একচেঞ্জের মাধ্যম ছাড়া শেয়ারের কারবারকে Over The Counter Transactions বলে । এ ধরণের ক্রয় বিক্রয়ের বিশেষ কোন নিয়ম কানুন নেই। এর বিশ্লেষণ জানারও প্রয়োজন নেই। ষ্টক একচেঞ্জের মাধ্যমে যে ক্রয় বিক্রয় হয় এর কিছু বিশ্লেষণ জানা আবশ্যক। ষ্টক একচেঞ্জ একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান যা সরকারের অনুমতি ও পৃষ্টপোষকতায় কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে। ষ্টক একচেঞ্জে যে সমস্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হয় সে কোম্পানীগুলোকে (Listed Companies) তালিকাভূক্ত কোম্পানী বলে।

এমন কোম্পানীর শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় ষ্টক একচেঞ্জেও হতে পারে আবার Over The Counter অর্থাৎ কাউন্টার ছাড়া অন্য স্থানেও হতে পারে। কোন কোম্পানীর কখনো অস্তিত্ব লাভের পরে (Listed) তালিকাভূক্ত হয় কখনো অনুমোদন পাওয়ার পর কারবার শুরু করার আগেই তালিকাভুক্ত হয় আবার অনেক সময় শেয়ার লেনদেন আরম্ভ করার আগেই (Listed) তালিকাভূক্ত হয়। একে সাময়িক (Provisional) তালিকাভূক্তি বলে। এর কাউন্টারও আলাদা হয়। যে সমস্ত কোম্পানীর শেয়ার ষ্টক একচেঞ্জ নেয় না এগুলোকে Unlisted Companies তালিকা বহিঃর্ভূত কোম্পানী বলে। এগুলোর শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় ওভার দা কাউন্টারেই হয়ে থাকে।

উপরোক্ত প্রধান দুটি পদ্ধতি ছাড়া নিম্নোক্ত পদ্ধতিতেও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা যায়।

মেম্বার শীপ

ষ্টক একচেঞ্জে প্রত্যেক ব্যক্তিই শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করতে পারে না এর জন্য সদস্য হতে হয়। সদস্য ফি জমা দিতে হয়। ষ্টক একচেঞ্জে শেয়ারের কারবার অত্যন্ত প্রশস্ত, সূক্ষ্ম। সেখানে বিশেষ পরিভাষা সমূহ ব্যবহৃত হয়। একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কারবারে ভুল করতে পারে। এদিকে প্রতিষ্ঠান সেখানে সম্পাদিত সকল লেনদেন পরিশোধের দায়িত্ব বহন করে। এজন্য প্রতিষ্ঠান যে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে তার লেনদেনের দায়িত্ব বহন করতে চায় না। এজন্যই সদস্য হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ষ্টক একচেঞ্জে দালালী

ষ্টক একচেঞ্জের সদস্য নিজের জন্যও শেয়ার ক্রয় করে আবার দালাল হিসাবে কমিশন নিয়ে অন্যের জন্যও ক্রয় করে। সদস্য নয় এমন লোক শেয়ার ক্রয় করতে হলে দালালের মাধ্যমে ক্রয় করতে হয়।

শেয়ার ক্রয় করতে দালাল কে অর্ডার দেয়ার তিনটি পদ্ধতি আছে।

মার্কেট অর্ডার: এমন অর্ডার যেখানে দালালকে বলা হয় বাজার দর যাই হোক না কেন? অমুক কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করতে হয়।

লিমিটেড অর্ডার: অর্থাৎ মুল্য নির্ধারণ করে অর্ডার দেয়া হয়। এই মুল্যে শেয়ার পেলে ক্রয় করবে বেশি হলে ক্রয় করবে না।

ষ্টপ অর্ডার: অর্থাৎ শেয়ারের মালিক শেয়ার বিক্রয়ে এমন শর্তারোপ করে অর্ডার দেয় যে, মূল্য ঠিক থাকলে বা বেশী হলে বিক্রয় করবে কম হলে করবে না।

শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ

কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য কম বেশী হয়। এর মধ্যে কোম্পানীর আসবাব পত্রের প্রভাব থাকে। আসবাব পত্র বাড়লে মূল্য বাড়ে। কিন্তু আসবাবপত্র ছাড়াও বাইরের উপকরণের কারণেও মূল্য প্রভাবিত হয়। যেমন- লাভের সম্ভাবনা চাহিদা ও যোগানের প্রাধান্য, রাজনৈতিক অবস্থাদী, কালের প্রভাব, বস্তু নয় এমন উপকরণ যেমন অনেক খবর এবং অনুমানের দ্বারাও মূল্য প্রভাবিত হয়। এজন্য শেয়ারের মূল্য কোম্পানীর আসবাব পত্রের বাস্তবিক প্রতিনিধিত্ব করে না।

কোন কোম্পানীর শেয়ার মূল্য বেশী হলে শেয়ারের মার্কেটকে ষ্টক একচেঞ্জের পরিভাষায় Bull Market বলে। মূল্যহ্রাস পেলে Bear Market বলে।

শেয়ার ক্রেতার প্রকার ভেদ

শেয়ার ক্রেতা দুই ধরণের হয়ে থাকে-

অনেক লোক কোম্পানীর অংশীদার হওয়ার জন্য শেয়ার ক্রয় করে এবং শেয়ার নিজের কাছে রেখে বাৎসরিক মুনাফা লাভ করে। তবে এমন লোক খুবই কম।
অধিকাংশ মানুষ শেয়ার কে ব্যবসার মাল মনে করে ক্রয় বিক্রয় করে। শেয়ারের মূল্য কম হলে তা ক্রয় করে আবার বেশী হলে বিক্রয় করে। উভয় মূল্যের পার্থক্যই তার মুনাফা। মূল্য বৃদ্ধি পেলে যে মুনাফা অর্জন হয় একে Capital Gain বলে।

এ কারবারে পূর্বেই অনুমান ও ধারণা করা হয় যে, কোন্ শেয়ারের মূল্য আগামীতে কম হবে ও কোন্ শেয়ারের মূল্য বেশী হবে। এই অনুমান কাজকে Speculation বলে। অনুমান কখনো সঠিক প্রমানিত হয়, কখনো ভুল।

শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের পদ্ধতি

শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

উপস্থিত ক্রয় বিক্রয়

ইহা ক্রয় বিক্রয়ের একটি সাধারণ ও সহজ পদ্ধতি। কেউ শেয়ার দিয়ে তার মূল্য উসুল করবে।

এই উপস্থিত ক্রয় বিক্রয়েও শেয়ার সার্টিফিকেট সাধারণত এক সপ্তাহ্ পর হস্তগত হয়।

ঋণের উপর ক্রয় বিক্রয়

এর দ্বারা শেয়ারের এমন ক্রয় বিক্রয় কে বুঝায় যেখানে শেয়ার মূল্যের শতকরা কিছু অংশ তাৎক্ষণিক পরিশোধ করতে হবে। অবশিষ্ট টাকা বাকী থাকবে। যেমন- শতকরা ১০ ভাগ আদায় করলো ৯০ ভাগ বাকী থাকলো। যারা প্রায় শেয়ার ক্রয় করে তাদের সাথে দালালদের সম্পর্ক থাকে। এখন কেউ দালালকে বললো অমুক কোম্পানীর শেয়ার (Margin) ধারের উপর ক্রয় কর। যার হার নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যেমন শতকরা দশ ভাগ। এই টাকা ক্রেতা দিয়ে দেয় অবশিষ্ট ৯০ ভাগ দালাল নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করে। এই টাকা ক্রেতার দায়িত্বে দালালের ঋণ। দালাল কখনো এর উপর সুদ নেয় কখনো নেয় না। কখনো এমনও হয় যে কয়েকদিন সুদ ছাড়া অবকাশ দেয়া হয় এর পর সুদ নেয়া হয়। যেমন- এমন বলা হয় যদি বাকী টাকা ৩ দিনের মধ্যে আদায় করা হয় তাহলে সুদ দিতে হবেনা নতুবা সুদ দিতে হবে। সেখানে দালালের লাভ কমিশন। নিজের কারবার চালু রাখার জন্য ও কমিশন নেয়ার জন্য সে ঋণ প্রদানেও প্রস্তুত থাকে।

শর্ট সেল

প্রকৃত অর্থে সর্ট সেল বলতে মালিকানা ছাড়া বিক্রয় কে বুঝায়, অর্থাৎ বিক্রেতা এমন শেয়ার বিক্রয় করে সে এখনো যার মালিক হয়নি কিন্তু তার আশা থাকে যে, চুক্তি হওয়ার পর আমি এই শেয়ার নিয়ে ক্রেতা কে দিয়ে দেব ।

উপস্থিত ও অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয়

শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় দুই প্রকারঃ

Spot Sale উপস্থিত ক্রয় বিক্রয় ।
Forward Sale অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয়।

উপস্থিত ক্রয় বিক্রয়ে চুক্তি এবং লেনদেন তাৎক্ষণিক হয়। ক্রেতা এখনই শেয়ার নেয়ার অধিকার পায়। কিন্ত কিছু ব্যবস্থাপনার অপারগতায় শেয়ার সার্টিফিকেটের ডেলিভারী দেরিতে হয়। প্রায় ১ থেকে ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত দেরী হয়। তবে সাধারণত রেজিষ্ট্রি শেয়ার ডেলিভারীতে এমন দেরী হয়। যার উপর বাহকের নাম লেখা থাকে। বাহকের নাম পরিবর্তন করতে কোম্পানীর কাছে পাঠাতে হয় বিধায় দেরী হয়। সাধারণ শেয়ারে বেশী দেরী হয় না। উপস্থিত ক্রয় বিক্রয়েও যেহেতু শেয়ার হস্তগত হতে দেরী হয় তাই সেখানেও ক্রেতা শেয়ারের সার্টিফিকেট পরিবর্তন করার পূর্বেই বিক্রয় করে দেয়। অনেক সময় হস্তগত হওয়ার সময় আসতে আসতে কয়েক হাতে বিক্রয় হয়ে যায়। উপস্থিত ক্রয় বিক্রয়ে শেয়ার বিক্রয় হওয়ার পর হস্তগত হওয়ার পূর্বে যদি কোম্পানী মুনাফা বন্টন করে তাহলে বিক্রেতার নামেই মুনাফা বন্টন হয় কিন্ত যেহেতু বিক্রয় হওয়ার পর মুনাফা বন্টন হয়েছে বিধায় বিক্রেতা সে মুনাফা ক্রেতাকে দিয়ে দেয়।

অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয়ে তাৎক্ষনিক হয়ে যায় কিন্ত ভবিষ্যতের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। যেমন শেয়ার এখনই বিক্রয় হলো তবে দখল ইত্যাদির অধিকার আগামী কোন তারিখের সাথে সম্পৃক্ত। অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয়ে শেয়ার আদায়ের সময় এলে অনেক সময় শেয়ার ক্রেতার কাছে প্রদান করা হয় অনেক সময় বিক্রেতা এবং ক্রেতা শেয়ার নেয়ার পরিবর্তে বিক্রয়ের দিনের মূল্য এবং পরিশোধের দিনের মূল্য উভয়ের পার্থক্য পরস্পরে সমান সমান করে নেয়। যেমন : ১ লা জানুয়ারীতে ৩০ শে মার্চ দিন ধার্য করে অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয় করা হলো এবং প্রতি শেয়ার ১০ টাকা মূল্যে নির্ধারণ করা হলো । কিন্ত ৩০ শে মার্চে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১২ টাকা হলো। তখন বিক্রেতা ক্রেতাকে শেয়ার দেয়ার স্থলে প্রতি শেয়ারে ২ টাকা আদায় করে দেয়। অথবা মূল্য কমে ৮ টাকা হয়েছে, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে ১০ টাকা দিয়ে শেয়ার নেয়ার স্থলে প্রতি শেয়ারে ২ টাকা পরিশোধ করে দেয় এবং শেয়ার গ্রহন করে না। অনুপস্থিত ক্রয় বিক্রয়ে ক্রয় বিক্রয়ের তারিখের

পর পরিশোধের তারিখ আসা পর্যন্ত প্রায়ই ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে। প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় জনকে দ্বিতীয়জন তৃতীয় জনকে এভাবে বিক্রয় চলতে থাকে। অবশেষে অনেক সময় শেয়ার লেনদেন করারস্থলে মূল্যের কমবেশীকে সমান করে নেয় হয়।

পণ্য সামগ্রীতে উপস্থিত অনুপস্থিত বেচা-কেনা

ষ্টক একচেঞ্জের মাধ্যমে যেমন শেয়ারের উপস্থিত অনুপস্থিত কেনা বেচা হয় তেমনি অনেক দেশে পন্য সামগ্রীতেও এমন কেনা বেচা হয়। অবশ্য তা বিশেষ বিশেষ পণ্য সামগ্রীতে হয়ে থাকে। যেমন গম, তুলা ইত্যাদি।

পন্য সামগ্রীতে উপস্থিত কেনা বেচা হলো - কোন পণ্য এখন বিক্রয় করা হয়েছে অধিকারও পরিবর্তন হয়েছে। ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করার অধিকারী সাব্যস্ত হয়েছে তবে কোন ব্যবস্থাপনার অপারগতার কারণে ডেলিভারী করতে দেরী হলে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্ত সে তো গ্রহন করার অধিকারী সাব্যস্ত হয়েছে।

অনুপস্থিত বেচা- কেনা হলো ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু গ্রহন করার জন্য আগামী কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। আইনগত ভাবে একে Forward Sale বলে আবার Future Sale ও বলে। কিন্তু বর্তমানে কার্যত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

অনুপস্থিত কেনা-বেচায় উভয় পক্ষের নির্ধারিত তারিখে লেনদেন করা উদ্দেশ্য হলে অর্থাৎ ক্রেতার উদ্দেশ্য পণ্য গ্রহণ করা আর বিক্রেতার উদ্দেশ্য মূল্য নেয়া হলে তাকে Forward Sale বলে। আর যদি উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য নির্ধারিত তারিখে লেনদেন করা না হয় বরং শুধু পণ্যকে লেনদেনের ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়ে থাকে তাকে Future Sale বলে। এখানে পণ্য নেয়া উদ্দেশ্য হয় না বরং উদ্দেশ্য নিম্ন বর্ণিত দুটির যে কোন একটি হয়ে থাকে।

ফটকাবাজী : নির্দিষ্ট তারিখে পণ্য লেনদেনের পরিবর্তে দামের পার্থক্য সমান করে লাভ কামানো। যেমন ১লা ডিসেম্বরে সিদ্ধান্ত হলো যে ১লা জানুয়ারীতে একশত গাইট কার্পাস তুলা এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে দিতে হবে। কিন্তু বিক্রেতার কার্পাস দেওয়ার ইচ্ছা নাই আবার ক্রেতারও নেওয়ার ইচ্ছা নাই। নির্দিষ্ট তারিখ এলে দুজনেই লাভ ক্ষতি সমান করে নেয়। যদি ১লা জানুয়ারীতে ১শত গাইটের দাম ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা হয় তাহলে বিক্রেতা ক্রেতাকে ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করে লেনদেন শেষ করে। আর যদি ৯০ হাজার টাকা হয় তাহলে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা উসুল করে লেনদেন শেষ করে।

সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচা: ভবিষ্যত বিক্রয় এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচা। একে Hedging বলে। এর মুল কথা হলো কোন ব্যক্তি কোন পণ্যের অনুপস্থিত বিক্রয়

(Forward sale) করে এবং উদ্দেশ্য পণ্য উসুল করাই হয়ে থাকে ফটকাবাজী নয় কিন্তু ক্রেতা যদি দির্ধারিত তারিখে সে পণ্যের দাম হ্রাস পাওয়ার আশংকা করে এবং সে ক্ষতির থেকে বাঁচার জন্য সে পণ্যকে Futures Market এ সে তারিখের জন্যই Future হিসাবে বিক্রয় করে যেন দাম হ্রাস পেলে পুর্বে কেনার ক্ষতি পরের বিক্রয়ে পুরণ হয়ে যায়। যেমন যায়েদ ১লা ডিসেম্বরে এক শত গাইট কার্পাস এক লক্ষ টাকায় ক্রয় করল এবং গ্রহনের জন্য ১লা জানুয়ারী নির্ধারণ করল তার ধারণা হলো ১লা জনুয়ারীতে একশত গাইড কার্পাস নিয়ে বিক্রয় করে লাভবান হবে।

এমতাবস্থায় ১লা জানুয়ারীতে কার্পাসের মুল্য হ্রাস পাওয়ার আশংকা করল। সে ক্ষতির থেকে বাঁচার জন্য ১শত গাইট কার্পাস ১লক্ষ টাকার খালেদের কাছে Futures মার্কেট বিক্রয় করলো। এখন যদি ১লা জানুয়ারীতে ১শত গাইটের মুল্য ৯০ হাজার হয় তাহলে যায়েদের ১০ হাজার টাকা ক্ষতি হল কিন্তু যেহেতু এই পরিমান কার্পাস খালেদের কাছে Futures বাজারে বিক্রয় করেছিল তাই সে ১লা জানুয়ারীতে ৯০ হাজার টাকায় অন্য গাইট কিনে খালেদকে ১লক্ষ টাকায় বিক্রয় করবে। তাহলে প্রথম লেনদেনে যে ক্ষতি হয়েছিল দ্বিতীয় লেনদেনে তা পুরণ হয়ে গেল। Futures Sale কখনো ক্ষতির থেকে বাঁচার জন্য হয়। একে Hedging বলে। Futures ইত্যাদির কারবার কোন কোন দেশে ষ্টক একচেঞ্জেই হয়, কোন কোন দেশে ভিন্ন বাজারে হয়ে থাকে।

অবাধ্যতামূলক বিক্রয়

কোন নির্দিষ্ট পণ্যকে নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় বিক্রয়ের অধিকারের নাম Options। কোন ব্যক্তি অন্যের সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয় যে, যদি তুমি চাও তাহলে অমুক পণ্য এত টাকা মূল্যে এত দিনের মধ্যে ক্রয়ের অঙ্গিকার করছি। তুমি যখন ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার। একে বিক্রয়ের Options বা ইচ্ছা বলে।

Options প্রদান কারী এ অধিকার প্রদানের উপর ফিস গ্রহণ করে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় করতে বাধ্য থাকে। কিন্তু Options গ্রহণকারী বিক্রয় করতে বাধ্য নয়। এর উল্টা কখনো কোন ব্যক্তি কারো সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, আমি তোমার কাছে অমুক পণ্য এত টাকা মূল্যে এত দিনের মধ্যে বিক্রয়ের দায়িত্ব নিচ্ছি। তুমি যখন ইচ্ছা ক্রয় করতে পার। ইহা ক্রেতার Options বা ইচ্ছা।

Options কারেন্সীর উপরও হতে পারে। পণ্যের উপরও হতে পারে। উদ্দেশ্য হচ্ছে Options প্রদান কারী গ্রহণ কারীকে সে কারেন্সী বা পণ্যের দর কম বেশী হওয়ার থেকে প্রশান্তি দেয় আর এর বিনিময়েই কমিশন গ্রহণ করে। যেমন এক ব্যক্তি ২৫ টাকায় ১টি ডলার ক্রয় করলো। সে ভাবনায় আছে যে, যদি একে নিজের কাছে রাখি তাহলে দর কমে

যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি এখনই বিক্রয় করি, সামনে দর বাড়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে লাভ থেকে বঞ্চিত হব। এখন তাকে কেউ আশ্বাস দিল যে ডলার তোমার কাছেই রাখ তিন মাসের মধ্যে এই ডলার ২৫ টাকায় ক্রয় করার অঙ্গিকার করছি এবং এই অঙ্গিকারের জন্য এত টাকা ফিস দিব। এখন যদি ডলারের দাম কমে যায় তবুও এর ক্ষতি নাই আর যদি বেশী হয় তাহলে অন্য কারো কাছে বিক্রয় করতে পারবে। দর কমলে Options বিক্রয় কারীর কাছে ২৫ টাকায় বিক্রয় করবে। Options কে ভিন্ন একটি পণ্য ধরা হয়। এর কারবার অন্যান্য দেশে অত্যন্ত প্রসস্থতার সাথে হচ্ছে। যার রূপরেখা দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

প্রচলিত শেয়ার ব্যবসার ত্রুটিসমূহ[১৩]

(১) এটা মৌলিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ব্যর্থ এবং এর কর্মকাণ্ড সামাজিক কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

(২) কিছু কিছু প্রকল্পে বিনিয়োগ শেয়ার বিক্রেতাদের প্রত্যাশা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উদ্যোক্তার স্বার্থকে বিবেচনা করা হয় না।

কীন্সের মতে- "স্টক এক্সচেঞ্জ সময়ের নিয়মিত ব্যবধানে বিনিয়োগের পূণ:মূল্যায়নে সহায়তা করে যার ফলে লোকজন কোন একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্টক ধারণ করার ইচ্ছা পরিবর্তন করার সুযোগ পায়। স্টক বিনিময় বাণিজ্য ছাড়া এরূপ পূনর্মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এভাবে এটি ব্যক্তি বিশেষের তারল্য সমস্যার সমাধান করে, কিন্তু অর্থনীতির তারল্য সমস্যা থেকেই যায়।"[১৪]

বিদ্যমান বাণিজ্যিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর দাবির বিনিময়কে স্টক এক্সচেঞ্জ সহায়তা করে। যা নিম্নোক্তভাবে বর্তমান বিনিয়োগের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে:

(ক) নতুন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিৎ হবে না- যদি একই প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান স্টক বিনিময়ের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা অর্জন করা যায়।

(খ) একটি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন তখনি যুক্তিযুক্ত হতে পারে যদি অতি উচ্চ দামে কোম্পানির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ বিক্রয় করা যায় এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক লাভ করা যায়। দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সুবিধা এ ক্ষেত্রে তেমন একটা বিবেচিত হয় না। তাই কীন্স বলেন[১৫]-

১৩ . ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৯-৩৫১

১৪ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

১৫ . প্রগুক্ত, পৃ. ৩৫০

> Certain classes of investment are governed by the average expectations of those who deal on the stock of exchance as revealed in the price of shares, rather than by the genuine expectations of the professional entrepreneur. (কিছু কিছু শ্রেীর বিনিয়োগ ঐ সকল লোকদের গড় প্রত্যাশার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যারা স্টক ও শেয়ারের ব্যবসা করে এবং তাদের প্রত্যাশা শেয়ার দামে প্রতিফলিত হয় এবং পেশাগত উদ্যোক্তার প্রকৃত প্রত্যাশা দ্বারা এ ধরণের বিনিয়োগ পরিচালিত হয় না।)

প্রকৃতপক্ষে, স্টক এক্সচেঞ্জ শেয়ার দামের উঠানামার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের দ্বারা লাভবান হবার সুযোগ সৃষ্টি করে যা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কর্মসম্পাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

(৩) কীন্সের মতে, ফটকা কারবার হল বাজার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজ হল সম্পদের পূর্ণ মেয়াদব্যাপী সম্ভাবনাময় উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা। স্টক এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য অর্থ বাজারের আয়তন যত বৃদ্ধি পায়, ফটকা কারবারের মুনাফাও তত বৃদ্ধি পায়। যার ফলে সম্পদের অপবণ্টনও তত বৃদ্ধি পায়। কীন্স বলেন[১৬]-

> Speculation may do not harm as bubbles on a steady stream of enterprise. But the position is serious when enterprise becomes the bubble on a whirlpool of specutation. when the capital development of a country becomes a by-broduct of the activities of a casino, the job is likely to be illdone. (ফটকা কারবার কোন ক্ষতি নাও করতে পারে যদি এটি শিল্পরূপ নদীর স্রোত প্রবাহের মধ্যে একটি বুদবুদের মত হয়। কিন্তু অবস্থা তখনি গুরুতর হয় যখন ফটকা কারবারের ঘুর্ণাবর্তের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান একটি বুদুবুদের মত। যদি একটি দেশের পুঁজি উন্নয়ন জুয়া খেলার উপ-উৎপাদনে পরিণত হয়, তখন কারখানা খারাপের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।)

(৪) স্টক এক্সচেঞ্জের ফলে ফটকা কারবারীর সৃষ্টি হয়। ফটকা কারবারীরা প্রকৃত বিনিয়োগকারী নয়। ফটকা কারবারীরা বিভিন্ন কর্পোরেশনের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে বাজারের গতিবিধির উপর তথা শেয়ার দামের উঠানামার উপর নজর রাখে এবং নিজস্ব হিসাব-নিকাশ করে। তাদের হিসাব নিকাশের উপর

---

১৬ . উদ্ধৃত- প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

ভিত্তি করে তারা শেয়ার ক্রয় করে এবং দাম যখন বাড়ে, তখন শেয়ার বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে। ফটকা কারবারীদের ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মারাত্মক আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়। গুজব এবং মানসিক হিসাব নিকাশের উপর ভিত্তি করে শেয়ার কেনাবেচার ফলে অর্থনীতির তেজীভাব কিংবা মন্দাভাবের সৃষ্টি করে এবং গোটা অর্থনীতিকে উলট-পালট করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯২৯ সালের ওয়াল স্ট্রীট সংকট, যা পরবর্তীতে ১৯৩০ সালের মহামন্দায় রূপান্তরিত হয়।

(৫) স্টক এক্সচেঞ্জের বেশিরভাগ বাণিজ্য ঋণলব্ধ তহবিল এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এরূপ বাজারের ফটকা কারবারীদের জন্য স্বল্পমেয়াদী সুদভিত্তিক ঋণ বিদ্যমান এবং ফটকা কারবারীরা প্রায়শ: তাদের নিজস্ব অর্থের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণ মাত্রায় শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয় করে থাকে যার বিপরীতে সমপরিমাণ অর্থের সমর্থন থাকে না।

প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

পুঁজিবাদী স্টক বাজারে অসংখ্য বাণিজ্যিক কৌশল অবলম্বন করা হয় যেগুলো ইসলামে অনুমোদিত হয়। ইসলাম বিরোধী কৌশলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হলো-[১৭]

(১) পুঁজিবাদী স্টক বাজারে শেয়ার ও সিকিউরিটি সার্টিফিকেটের দৈহিক স্থানান্তর ছাড়া কিংবা প্রকৃত সরবরাহের পূর্বে সেগুলো কেনা-বেচা হয় যা ইসলামে সমর্থিত নয়। কোন কিছুর উপর নিজস্ব মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার কেনা-বেচা ইসলামে সিদ্ধ নয়।

(২) পুঁজিবাদী স্টক বাজার 'কনটেঙ্গা' কে একটি হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। 'কনটেঙ্গা' হল এক প্রকার সুদের হার যা স্টক ক্রেতা কর্তৃক ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের উপর ব্যাংক পরিশোধ করে এবং এ ঋণ দিয়েই স্টক ক্রেতা স্টক বা শেয়ার ক্রয় করে থাকে। ব্যাংক কেবল এক দিনের হিসেব থেকে অন্য দিনের হিসেবে ঋণের টাকা স্থানান্তর করে মাত্র। এ প্রক্রিয়াটিকে বলে স্টক ধরে রাখা বা 'কনটেঙ্গা'। 'কনটেঙ্গা' ইসলাম বিরোধী, কারণ এটা সুদভিত্তিক একটি লেনদেন মাত্র।

(৩) পুঁজিবাদী স্টক বাজার খেয়ালখুশিমত শেয়ার বিক্রয় অনুমোদন করে। খেয়াল খুশিমত বিক্রয় বিক্রেতার পছন্দ মাফিক হয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন শেয়ার বিক্রেতা আজকের দামে পরবর্তী সময়ে শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে ইচ্ছা করলে বিক্রয় করতে পারে, নাও করতে পারে। যে ব্যক্তি তার ইচ্ছা বা পছন্দ মাফিক কাজ করে সে এক প্রকারের পছন্দ অর্থ প্রদান করে যা সাধারণত: সে যে শেয়ার ক্রয়

---

১৭ . ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫১-৩৫৩

কিংবা বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হয় সে শেয়ারের মোট মূল্যের একটি অংশ মাত্র হয়ে থাকে।

পছন্দ অর্থকে শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডাকা-অর্থ (Call money) এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাখা অর্থ (Put money) বলা যায়।

(ক) ডাকা অর্থ প্রদানকারী আজকের দামে ডাকার সময়ে শেয়ার ক্রয় করার অধিকার রাখেন। (খ) রাখা অর্থ প্রদানকারী উক্ত ডাকার সময়ে শেয়ার বিক্রয় করার অধিকার রাখেন। (গ) রাখা অর্থ এবং ডাকা অর্থ প্রদানকারী শেয়ার ক্রয় কিংবা বিক্রয়ের অধিকার রাখেন।

পছন্দ বিক্রয় ইসলামের 'বাই আল-সালাম' পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ বস্তু এবং মূল্য পরিশোধ উভয়ই এখানেই স্থগিত রাখা হয়। শুধু দামের একটি অংশ মাত্র অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। 'বাই আল-সালাম' এর ক্ষেত্রে পুরো দামটাই অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। কেবল দ্রব্যের সরবরাহ স্থগিত রাখা হয়। পছন্দ চুক্তির ফলে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা ছাড়াও শেয়ার ব্যবসায়ী আরও বেশী অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। ডাকা এবং রাখা পছন্দের ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত অনিশ্চয়তার ফলে শেয়ার ক্রেতা এবং বিক্রেতার ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং অন্যদের উপর ঝুঁকি হস্তান্তরের প্রবণতার সৃষ্টি হয়। ফলে লেনদেনে চক্রাকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফটকা কারবারীরা মূল্য পার্থক্যকরণের দ্বারা মুনাফা লাভে মত্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন গুজব, মিথ্যা প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে শেয়ারের দাম হ্রাস করার জন্য প্রভাবিত করে। ফলোশ্রুতিতে গোটা অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, প্রকৃত বিনিয়োগকারীগণ নিরুৎসাহিত হয় এবং অনার্জিত আয়ের উপর নির্ভরকারী ফটকা কারবারীর উত্থান ঘটে। ইসলাম এ অস্থির কর্মকাণ্ডের বিরোধী। তবে নিম্নোক্ত অবস্থায় পছন্দ-নিয়ন্ত্রণ ইসলামের 'বাই-আল-খিয়ার' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে-

(ক) যেখানে পণ্যের প্রকৃতি পরিপূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি;

(খ) যেখানে পণ্য সরবরাহের সময় বা স্থান সম্পর্কে এখনও চুক্তি হয়নি বা নিষ্পত্তি হয়নি;

(গ) যেখানে চুক্তি এখনও চূড়ান্ত হয়নি এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা এখনও একই যায়গায় অবস্থান করছে।

(ঘ) যেখানে দাম এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি।

উপরোক্ত অবস্থায় চুক্তি করার জন্য স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যা' বাজারের অনিশ্চয়তাকে কমাতে সাহায্য করে। এরূপ স্বাধীনতা বা Option এর লক্ষ্য হবে দুটো:

(১) সকল প্রকার বিবাদের কারণ দূর করা;

(২) কোন পক্ষ যাতে শেয়ারের লেনদেনের ঝুঁকি এবং লাভ সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না হয়ে দর কষাকষিতে প্রবৃত্ত না হয় সে অবস্থা নিশ্চিত করা।

উপরোক্ত দুটে উদ্দেশ্যই মুক্ত বাজার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এক পক্ষকে অজ্ঞ রেখে অন্য পক্ষের অর্থ উপার্জনের কোন সুযোগ নেই।

পছন্দ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ডাকা এবং রাখা অর্থ প্রদানকারী যদি সামনের দিকে অগ্রসর হতে না চায় তাহলে তার অগ্রিম দ্বিতীয় পক্ষ বাজেয়াপ্ত করে ফেলে। এ ব্যাপারটি 'বাই আল আর্বান' এর আওতায় পড়ে যা হযরত মেহাম্মদ (স.) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অতি সম্প্রতি পণ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার ভবিষ্য বাজারের মত শেয়ার বিক্রয়ের ভবিষ্য বাজার চালূ হয়েছে যা উপরোক্ত কারণে ইসলাম সম্মত নয়।

শেয়ার ব্যবসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

শেয়ার বাজার হচ্ছে এমন একটি বাজার যে বাজারে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বা ঋণের লেনদেন কিংবা আদান-প্রদান হয়। পুঁজিবাদী অর্থভিত্তিক অর্থনীতিতে পুঁজি বাজারের গুরুত্ব অপরিসীম। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পুঁজি বাজার যে সকল কারণে গুরুত্বপূর্ণ তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হলো[১৮]-

(১) **উদ্ধৃত্ত তহবিলের ব্যবহার :** যাদের কাছে উদ্ধৃত্ত পুঁজি আছে তারা তাদের পুঁজির উৎপাদন ও লাভ এবং ঝুকিহীনতার দৃষ্টিকোন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ খাতে পুঁজি বাজারের উপস্থিতির ফলে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হবে।

(২) **পুঁজিহীন দক্ষ উদ্যোক্তার পুঁজি প্রাপ্তির সুযোগ :** যে সকল উদ্যোক্তার দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি আছে অথচ পুঁজি নেই, পুঁজি বাজারের ফলে তারা পুঁজির যোগন প্রাপ্তির সুযোগ পায় এবং বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

(৩) **বিনিয়োগের সময়ে নমনীয়তা :** যে সকল বিনিয়োগকারী ঘন ঘন বিনিয়োগ মিশ্রণ পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তারা খুব সহজে এবং কম খরচে পুঁজি বাজারের উপস্থিতির ফলে তা করতে সক্ষম হয়।

(৪) **গ্রহণযোগ্য বিনিয়োগ প্রক্রিয়া অর্জন :** পুঁজি বাজারের উপস্থিতির ফলে খরচ-দক্ষ এবং সকল পক্ষের (বিনিয়োগকারী, পুঁজির যোগানদার প্রভৃতি) কাছে গ্রহণযোগ্য অর্থায়ন কর্মকাণ্ড ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া অর্জন সম্ভবপর হয়।

---

১৮ . ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা : চয়নিকা, ২০১০, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭

(৫) **দাম হ্রাস-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে হেজিং এর সুবিধা :** যে সকল বিনিয়োগকারী দ্রব্য দামের উঠানামার আশঙ্কায় আতঙ্কগ্রস্থ এবং তাদের বিনিয়োগকে পণ্য বাজারের মাধ্যমে নিরাপদ রাখতে চায়, পুঁজি বাজার তাদের এ উদ্যোগকে সহায়তা করে।

আজ সারা বিশ্বে পুজি বাজার আধুনিক অর্থ ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে যা কেবল একটি ব্যাপকভাবে অর্থ-নির্ভর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণে সহায়তা করে না, এটা বাণিজ্য চক্রের উঠানামা এবং ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী সম্প্রদায়ের আস্থা এবং মনোভাবের একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশকও বটে। সরকারের ব্যাপকভিত্তিক বেসরকারিকরণের অর্থায়নের জন্য সরকারি অর্থ সংগ্রহের জন্য পুঁজি বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্টক বাজারের বিকাশের জন্য পুঁজি বাজার খুবই গুরুত্বপর্ণ। বলা বাহুল্য, স্টক বাজার দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় সঞ্চয়ের সমাবেশকে উৎসাহিত করে। সুতরাং পুঁজির ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং ক্রমাগত বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ধারাকে অব্যহত রাখার জন্য পুঁজি বাজারের অবকাঠামো ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, দক্ষ পুঁজি বাজার বহুল পরিমাণে বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করে যা স্থানীয় বাণিজ্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পুঁজিবাদী স্টক এক্সচেঞ্জ

পুঁজিবাদী স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে পুঁজি বাজারেরই একটি অংশ, যেখানে সিকিউরিটি এবং শেয়ার কেনাবেচা হয়। স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:[১৯]

(১) স্টক এক্সচেঞ্জ সীমিত দায়বদ্ধতার নীতির একটি স্বাভাবিক উপাদান। সীমিত দায়বদ্ধতার নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারের দায়বদ্ধতা তার শেয়ারের সমপরিমাণ। কোন মতেই তার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যজনিত লাভ দায়বদ্ধতার আওতায় পড়ে না।

(২) যেহেতু শেয়ার হোল্ডারের দায়বদ্ধতা সীমিত, সেহেতু একজন শেয়ার হোল্ডার যখন ইচ্ছা তখন তার শেয়ার বিক্রয়ের স্বাধীনতা ভোগ করে। এজন্যই বিভিন্ন শেয়ারের হস্তান্তর-হাতিয়ারের উদ্ভব হয়েছে যেগুলো না থাকলে যে কোন সময় শেয়ার হোল্ডার তার ইচ্ছামত শেয়ারের টাকা নগদায়ন করতে পারবে না।

(৩) শেয়ার হস্তান্তরের বিভিন্ন হাতিয়ারের সৃষ্টি হয়েছে, কারণ সমাজ পুঁজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার করে। অন্য কথায়, পুঁজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকে সম্মান দেখানোর জন্যই শেয়ার হস্তান্তরের বিভিন্ন উপায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

---

১৯ . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৪৯

(৪) একজন পণ্য বিক্রেতাকে একজন স্টক ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু একজন শেয়ার বিক্রেতা কোন প্রকৃত ক্রেতার জন্য অপেক্ষা না করে তাৎক্ষণিকভাবে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে।

(৫) একই দিনে শেয়ারের দৈহিক হস্তান্তর ব্যতিরেকে একই শেয়ারের বহুবার লেনদেন হতে পারে।

পুঁজিবাদী স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা বা কার্যাবলি

(১) বিনিয়োগকারীদের স্টক কেনা-বেচার জন্য স্টক একচেঞ্জ একটি তৈরি বাজার হিসেবে কাজ করে।

(২) এটি কর্পোরেশনের জন্য বিনিয়োগ তহবিল কিংবা সম্পদ সংগ্রহ করে।

(৩) একটি সম্ভাবনাময় শেয়ার ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য গৃরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।

(৪) ব্যবসায়িক শিল্পের সৌভাগ্যের শরীকদার হতে এটি সঞ্চয়কারীকে সহায়তা করে।

(৫) এটি ঋণ গ্রহীতা ও শেয়ার হোল্ডারকে স্টক বাজারে তাদের শেয়ার ও বণ্ড ব্যবসায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় করে নগদ অর্থ বা তারল্য লাভে সহায়তা করে।

(৬) এটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারণের জন্য কিংবা এর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির জন্য বাহ্যিক উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করে।

(৭) এটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আর্থিক কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক করতে সহায্য করে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে শেয়ার ব্যবসা

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে শেয়ার ব্যবসা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ডের যে সর্বোত্তম দর্শন মানব জাতির সামনে পেশ করেছে 'ইসলামের বাণিজ্য নীতি' তারই প্রতিচ্ছবি। জীবিকা নির্বাহ তথা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য প্রাচীন কাল থেকেই মানুষেরা ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসার মধ্যে অন্যতম একটি ব্যবসা হল শেয়ার ব্যবসা। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী শেয়ার ব্যবসা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শেয়ার ব্যবসায় নবীন এবং নতুন প্রজন্মের বিনিয়োগকারীদের জন্য সঠিক ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটা একটু কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। অতীত অভিজ্ঞতার অভাব এবং অতীতে অনুসৃত কোন নীতিমালার মাপকাঠি না থাকলে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য কম ঝুঁকিতে একটি দ্রুত বিকাশমান ব্যবসায় অংশগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ রকম পরিস্থিতিতে আগ্রহী বিনিয়োগকারী সহজেই প্রলুব্ধ হয়ে কোন কার্যকরণ এবং যৌক্তিকতা ছাড়া এমন আচরণ করতে পারেন, যেটি তার নিজের জন্য এমনকি পুরো ব্যবসার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ করলে শেয়ার ব্যবসা সঞ্চয়ের সর্বোত্তম বিনিয়োগ খাত। বক্ষমান অধ্যায়ে শেয়ার ব্যবসা সংক্রান্ত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামী শেয়ার বাজার

ইসলামী শেয়ার বাজারের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী *'ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ'* নামক গ্রন্থে বলেন,

Islamic capital market is a market which rejects interest based, doubtful, deceptive, unlawful, unethical or immoral financial transactions such as market manipulations, insider trading, short selling and exessive exposure of one's financial position by contra deals that can not be backed by sufficient funds.

ইসলামী শেয়ার বাজার এমন একটি বাজার যাতে সুদভিত্তিক, সন্দেহযুক্ত, প্রতারণামূলক, বে-আইনী, অনৈতিক, নীতিগর্হিত এবং যে কোনো শরী'আহ বিরোধী বিনিয়োগ কর্মকান্ড অনুপস্থিত। এ ক্ষেত্রে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, অন্তর্ঘাতী বাণিজ্য বা সামান্য পুঁজির বিপরীতে বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিনিময় ইত্যাদি লেনদেন করা যাবে না।[১] সহজ কথায়, সকল

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা : চয়নিকা, সেপ্টেম্বর ২০১০,পৃ. ৩৪৭

প্রকার সুদমুক্ত ও প্রতারণামুক্ত হয়ে ইসলামী শরী'আহর আলোকে পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদী সিকিউরিটি বা অর্থপত্রের বাজারের নামই হলো ইসলামী শেয়ার বাজার।

উলেণ্ঢখ্য, শেয়ার বাজারকে ঘিরেই শেয়ার ব্যবসা পরিচালিত হয়। কাজেই শেয়ার ব্যবসা বলতে গেলেই শেয়ার বাজারের কথা চলে আসে। শেয়ার বাজারের কার্যক্রম শেয়ার ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই, আবার শেয়ার ব্যবসার কার্যক্রম শেয়ার বাজারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। সুতরাং যেখানে শেয়ার বাজার আছে, সেখানে শেয়ার ব্যবসা আছে, আবার যেখানে শেয়ার ব্যবসা আছে সেখানে শেয়ার বাজার আছে। তাই আমরা বলতে পরি, অর্থনীতিতে শেয়ার বাজার এবং শেয়ার ব্যবসা একই সূত্রে গাঁথা।

ইসলামে শেয়ার ব্যবসার বৈধতা

শেয়ারকে আরবীতে 'সাহ্ম' বলা হয়। 'সাহ্ম' অর্থ অংশ। বস্তুত শেয়ার হলো কোম্পানির মালে শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানাধীন এক অংশ বিশেষের নাম। কেউ যদি কোন কোম্পানির শেয়ার খরিদ করে তবে শেয়ার সর্টিফিকেটের কাগজটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, উক্ত ব্যক্তি এই কোম্পানির বিভক্ত একটি অংশের মালিক।[২] শেয়ার ব্যবসা এক ধরনের অংশীদারি কারবার। অংশীদারি কারবারের বৈধতা কুর'আন এবং সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা; তবে তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"[৩]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ "শরীকদের অনেকেই একে অপরের উপর যুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আলণ্ঢাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী।"[৪]

রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) বলেন, 'আলণ্ঢাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করে।[৫]

---

২. সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৫৬

৩. আল-কুর'আন, ৪ঃ২৯

৪. আল কুর'আন, ৩৮ঃ২৪)

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ– (আবূ 'আব্দুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ

শেয়ার মালিকানা যা অংশীদারী কারবারের একটি সম্প্রসারিত ধারণা। এর বৈধতা আল-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এতদ্‌সংক্রান্ত কিছু হাদীস নিম্নরূপ:

১. হযরত সায়িব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) জাহিলীযুগে (মক্কায় অবস্থানকালে) আমার ব্যবসায়ী অংশীদার ছিলেন।[৬]

২. অপর এক হাদীসে এসেছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) বলেছেন, মহান আলণ্ঢাহ্ বলেন: আমি দুই শরীকের মধ্যে তৃতীয়, যতক্ষণ না তারা একে অপরের প্রতি খিয়ানত করে। এরপর যখন তাদের কেউ অন্যের প্রতি খিয়ানত করে, তখন আমি তাদের সংশ্রব পরিত্যাগ করি। (ফলে সে যৌথ কারবারে বরকত উঠে যায়।)[৭]

৩. অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.) -এর কাছে এসে বললেন, আমি বাজারে কেনাবেচার কাজ করি, আর আমার অংশীদার মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে থাকেন। মহানবী (সা.) বললেন, হয়তো এ কারণেই তোমাদের কারবারে বরকত হচ্ছে।[৮]

৪. হযরত 'আবক্ষাস ইব্‌ন আব্দুল মুতালিব (রা.) বিশেষ কয়েকটি শর্তে অংশীদারি কারবার করতেন। নবী করীম (সা.) -একথা জানতে পেরে তা অনুমোদন করেন।[৯]

৫. হযরত আবূ নাঈম (রা.) -এর বর্ণনা: মহানবী (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.) -এর নিকট মুনাফা করার শর্তে মূলধন এনে (যৌথ অংশীদারি পদ্ধতিতে) সিরিয়ায় বাণিজ্যে গিয়েছিলেন।[১০] হযরত হাকীম বিন হিযাম (রা.) ও অনুরূপভাবে মুনাফা দেওয়ার শর্তে পুঁজি এনে কারবার করতেন।[১১]

ইব্‌ন ইয়াজীদ ইব্‌ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, বৈর"ত: দার"ল ফিকর, ২০০৩ (১ম সংস্করণ), হাদীস নং- ২২৫, পৃ. ২৭৪)

৬. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكى فى الجاهلية (আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌নুল আশআস আস্‌সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ*, করাচী: এইচ এম সহিদ কোম্পানি, তা.বি., খ.২, হাদীস নং- ২৮৪, পৃ. ৫৩০)

৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا– (আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌নুল আশআস আস্‌সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪)

৮. ইমাম শামসুদ্দিন আস্ সারাখসী, *আল-মাবসূত*, বৈর"ত: দার"ল মা'রিফাহ, ১৯৯৩খ্রি./ ১৪১৪হি., খ.২২, পৃ. ১৮

৯. প্রাগুক্ত

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, মুনাফার অংশীদারিত্বের কারবারে (মুযারিবাত) বরকত নিহিত রয়েছে।[১২]

৭. হযরত ওসমান (রা.) মুযারিবাতের নিয়মে অর্থাৎ মূলধন সরবরাহ করে কারবার করতেন।[১৩]

৮. কাসিম বিন মুহাম্মদ বলেন, আমার কিছু মূলধন হযরত আয়েশা (রা.) -এর নিকট জমা ছিল। তিনি এ মূলধন মুযারিবাতের নিয়মে কারবারের জন্য দিতেন।[১৪]

৯. হযরত ওমর (রা.) যায়িদ বিন খালিদাহ (রা.) -এর সাথে মুনাফায় অংশীদারিত্বের (মুযারিবাতের নিয়মে) কারবার করতেন।[১৫]

১০. হযরত ওমর (রা.) বায়তুল মাল থেকে পূঁজি সরবরাহ করে মুনাফায় অংশীদারি কারবার করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তার নিকট থেকে একথাও জানা যায় যে, তিনি ইয়াতীমের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তাদের মালামাল বা অর্থ দ্বারা মুনাফায় অংশীদারিত্বের নিয়মে কারবার করতেন।[১৬]

তাছাড়া অংশীদারি কারবারের বৈধতা বিষয়ে মুসলিম আলিমগণের ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ, নবী করীম (সা.)-এর সময় অংশীদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেন হতো। সুতরাং ইসলামে অংশীদারি কারবার বা শেয়ার বাজার বৈধ।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায়, শেয়ার ব্যবসা বা যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈধতা আল-কুর'আন, আল-হাদীস এবং সাহাবীগণের (রা.) কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এসব ব্যবসা-বণিজ্যের চুক্তিপত্রের বিশদ বিবরণ ও বিধি বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায়না। চুক্তির বিস্তারিত বিধান ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ প্রণয়ন করেছেন। তাঁরা এ কাজ করেছেন ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম সমাজে প্রচলিত যৌথ ও অংশীদারি কারবারের নিয়ম পদ্ধতিগুলো সামনে রেখে। তবে ঐসব নীতিমালা ব্যবসা-বাণিজ্যের আচার-আচরণ সম্পর্কিত কুর'আন সুন্নাহ ভিত্তিক আলোচনা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

ফকীহগণের অভিমত

এখানে উলেণ্টখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ যৌথ ও অংশীদারি ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈধতার প্রমাণ হিসাবে আর একটি বিষয়ের প্রতি অধিক গুর"ত্ব দিয়েছেন। সেটি

---

১২. প্রাগুক্ত

১৩. আলী আল খাফীফ, *আশ্ শিরকাতু ফীল ফিক্‌হিল ইসলামী*, কায়রো: দার"ন নশল, ১৯৬২, পৃ. ৬৩

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. ইমাম শামসুদ্দিন আস্ সারাখসী, প্রাগুক্ত, খ"-২২, পৃ. ১৮

১৬. প্রাগুক্ত

হলো মানুষের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্যের উলেণ্ঢখিত পদ্ধতিগুলোর বৈধতা দান অপরিহার্য। প্রায়ই এমন হয় যে, এক ব্যক্তির কাছে মূলধন আছে কিন্তু সে কারবার করতে পারেনা বা জানেনা। আবার বহুলোক এমন আছে যারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কায়কারবার করতে চায় কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন নেই। এমতাবস্থায় উভয় শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কারবারের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা একটি যৌথ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়। সুতরাং মুনাফাভিত্তিক অংশীদারি কারবার সকলের জন্যই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর। এর মধ্যে শরী'আত বা ইসলামী বিধানের খেলাফ কোন কিছুই নেই।

আগের যুগের মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি ছিল ছোট, ব্যক্তিগতভাবে দু'চারজন মিলে কিছু পুঁজি সংগ্রহ করে ব্যবসা আরম্ভ করে দিত। কিন্তু বড় ধরনের কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে অথবা কোন বড় ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে অনেক সময় গুটি কতেক মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয় উঠে না। তাই অনিবার্য কারণেই বড় ধরনের ব্যবসা করার জন্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য কোম্পানি গঠন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে নিয়ম হলো, যখন কোন কোম্পানি আত্ম প্রকাশ করে তখন প্রথম উদ্যোক্তাগণ এর গঠন কাঠামো এবং পরিচালনা পদ্ধতি প্রকাশ করে বাজারে শেয়ার ছাড়ে অর্থাৎ লোকদেরকে এ কোম্পানির অংশীদার হওয়ার জন্য আহবান জানায়। তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে যারা শেয়ার খরিদ করে তারা এ কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হিসেবে গণ্য হয়।[১৭]

ইমাম শামসুদ্দিন আস- সারাখসী (র.) বলেন, নবগঠিত কোম্পানির শেয়ার একটি শর্তে খরিদ করা জায়েয। তা হচ্ছে হারাম কাজের উদ্দেশ্যে এ কোম্পানি গঠিত না হওয়া। হারাম কাজের উদ্দেশ্যে কোন কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলে (যেমন, মদ তৈরীর কারখানা, সুদভিত্তিক ব্যাংক, সুদভিত্তিক বীমা কোম্পানি ইত্যাদি) এসব কোম্পানির শেয়ার খরিদ করা কোন অবস্থাতেই জায়েয হবে না। যদি কোন হালাল কারবারে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাজারে শেয়ার ছাড়া হয় যেমন: কোন টেক্সটাইল কোম্পানি বা অটো মোবাইল কোম্পানি ইত্যাদি, তাহলে এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। শেয়ার ব্যবসা বা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা প্রসঙ্গে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম হাকীমুল উম্মদ মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) সহ প্রসিদ্ধ ফকীহগণের অভিমত হলো- কোন ব্যক্তি যদি স্টক মার্কেট হতে শেয়ার খরিদ করে তবে এক্ষেত্রে তাকে নিম্নোক্ত চারটি শর্তের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।[১৮] শর্ত চারটি হলো-

---

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (অনু: মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন) *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান*, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ১৯৭-১৯৯

এক. হালাল কারবার;

দুই. কোম্পানির কিছু স্থায়ী সম্পদ থাকা;

তিন. হালাল কারবারে সুদভিত্তিক লেনদেনে অসম্মতি প্রকাশ;

চার. সুদী মুনাফা সাদকাহ্ করা।

প্রথম শর্ত : হালাল কারবার

কোম্পানির যাবতীয় কারবার হালাল হতে হবে, শরীয়ত পরিপন্থী হওয়া চলবে না। কোম্পানি কোনরূপ হারাম কাজে জড়িত হতে পারবে না। যেমন- সুদভিত্তিক অর্থায়ন সেবা, ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির শেয়ার। অথবা, এমন কোম্পানির শেয়ার যে কোম্পানি অন্য কোনো অবৈধ ব্যবসায় জড়িত। যেমন- যেসব কোম্পানী মদ তৈরি করে কিংবা শূকর এবং হারাম গোশত বিক্রি করে, অথবা যেসব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নাইট ক্লাবের কর্মকা ও অশণ্টীল কাজের সাথে জড়িত রয়েছে। এভাবে কোম্পানি হারাম কারবারে লিপ্ত হলে তার শেয়ার খরিদ করা কোন অবস্থাতেই জায়েয হবে না। প্রথমত: শেয়ার ছাড়ার অবস্থায় এ জাতীয় শেয়ার ক্রয় করা জায়েয হবেনা এবং পরবর্তীতে মাধ্যমিক স্টক মার্কেট হতেও ঐ শেয়ার খরিদ করা জায়েয হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত : কোম্পানির কিছু স্থায়ী সম্পদ থাকা

কোম্পানির গোটা সম্পদ (Asset) Liquid Money (নগদ টাকা) না হওয়া। বরং কোম্পানির কিছু স্থায়ী সম্পদ থাকা আবশ্যক। কোম্পানির যদি কোন স্থায়ী সম্পদ না থাকে তবে শেয়ার সমূহ তার অভিহিত মূল্য এর চেয়ে কম বা বেশি মূল্যে বিক্রি করা জায়েয হবে না; বরং এ অবস্থায় তা মূলদামের সমান টাকায় বিক্রি করতে হবে। মূল দামের কমে বা বেশিতে বিক্রি করা হলে তা সুদে পরিণত হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় দশ টাকা দামের শেয়ার এগার টাকায় বিক্রি করা জায়েয হবেনা। অনুরূপভাবে নয় টাকায় বিক্রি করাও জায়েয হবেনা। কিন্তু কোম্পানির যদি স্থায়ী কিছু সম্পদ থাকে, যেমন ঐ টাকা দ্বারা কোম্পানি কিছু কাঁচামাল খরিদ করেছে অথবা কিছু উৎপাদিত পণ্য খরিদ করেছে অথবা বিল্ডিং নির্মাণ করেছে অথবা কোন যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে তাহলে এ কোম্পানির দশ টাকা মূল্যের শেয়ার তার কম বা বেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে। সুতরাং জানা গেল, কোম্পানির Physical Assets না থাকলে সে কোম্পানির শেয়ার কেনা ঠিক হবে না।

কোন কোম্পানীর শেয়ার আদান-প্রদান বৈধতার জন্য জড়-সম্পদ কতভাগ হওয়া আবশ্যক? এ প্রশ্নের ব্যাপারে সমকালীন আলিমগণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি : কারো কারো মত হলো, সমুদয় সম্পদের মূল্য তাতে অন্তর্ভুক্ত তরল সম্পদ অপেক্ষা অধিক হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ১০০ ডলার মূল্যমানের শেয়ার যদি

৭৫ডলার এবং আরো কিছু জড়-সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে শেয়ারের মূল্য ৭৫ ডলার থেকে অধিক হতে হবে। এক্ষেত্রে শেয়ারের মূল্য যদি ১০৫ ডলার ধার্য করা হয়, তার অর্থ হবে ৭৫ ডলার ৭৫ ডলারের বিনিময়ে এবং অবশিষ্ট ৩০ ডলার জড়-সম্পদের বিনিময়ে। পক্ষান্তরে এই শেয়ারের মূল্য যদি ৭০ ডলার ধার্য করা হয়, তাহলে তা বৈধ হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে ৭৫ ডলার শেয়ারের মূল্য ৭৫ ডলারের কম হয়ে যাবে, আর এ ধরনের আদান-প্রদান সুদের সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত, ফলে তা বৈধ নয়। এমনিভাবে উলিণ্ঢখিত উদাহরণে শেয়ারের মূল্য যদি ৭৫ ডলার ধার্য করা হয়, তাহলেও বৈধ হবে না। কেননা, আমরা যদি মনে করি, ৭৫ ডলারের শেয়ার ৭৫ ডলারের বিনিময়ে, তাহলে শেয়ারের বিপরীতে জড়-সম্পদের দিকে মূল্যের কোন অংশ পাওয়া যাবে না। যার কারণে মূল্যের (৭৫ ডলারের) কিছু না কিছু অংশ অবশ্যই শেয়ারের জড়-সম্পদের বিনিময়ে মনে করা হবে। এ কারণে এ চুক্তি সঠিক হবে না। তবে বাস্তবিকপক্ষে এটা শুধু অলিক এবং কাল্পনিক ধারণা বৈ কিছুই নয়। কেননা এমন পরিস্থিতির কল্পনা করাও কঠিন, যে পরিস্থিতিতে শেয়ারের মূল্য তরল-সম্পদ অপেক্ষাও কম হয়ে যাবে। এসব শর্তসাপেক্ষে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। এর আলোকে ইসলামিক ইকুইটি ফান্ড গঠন করা যেতে পারে। ফান্ডে অর্থ জমাকারীগণ শরীয়তের দৃষ্টিতে পরস্পরে একে অপরের অংশীদার ধর্তব্য হবে। শামিলকৃত সমূদয় অর্থ দ্বারা একটি যৌথ একাউন্ট (হাউজ) গঠিত হয়ে যাবে এবং তাকে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে। মুনাফা সংশিণ্ঢষ্ট কোম্পানির পক্ষ হতে লভ্যাংশের মাধ্যমেও অর্জন করা যাবে এবং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমেও অর্জন করা যাবে। প্রথম পদ্ধতিতে অর্থাৎ যখন মুনাফা কোম্পানির বণ্টনকৃত মুনাফার মাধ্যমে অর্জন করা হবে, তখন মুনফার সেই বিশেষ আনুপাতিক হার খয়রাত করা অপরিহার্য হবে, যে পরিমাণ মুনাফা কোম্পানির সুদের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। সমকালীন ইসলামিক ফান্ড এ পদ্ধতির জন্য 'পবিত্রকরণ' পরিভাষা তৈরি করেছে।

মুনাফা Capital Gain[১৯]এর মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্রকরণ আবশ্যক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সমকালীন আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। (অর্থাৎ স্বল্পমূল্যে শেয়ার ক্রয় করে তাকে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা)। কোন কোন আলিমের মত হল, মুনাফা যদি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় এর মাধ্যমে অর্জন করা হয়, তাহলেও পবিত্রকরণ অপরিহার্য। কেননা, শেয়ারের বাজারমূল্যে সুদের উপাদানও প্রতিফলিত হতে পারে, যা কোম্পানির সম্পদে অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলে- শেয়ার যদি বিক্রি করে দেয়া হয়, তাহলে কোন রকম পবিত্রকরণের প্রয়োজন নেই।, যদিও বিক্রির ফলে মুনাফাও অর্জিত হয়ে থাকে।

---

১৯. Capital Gain হলো মুনাফা। অর্থাৎ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে যে মুনাফা অর্জন করা হয় তাকে Capital Gain বলা হয়।

এর যুক্তি হল, শেয়ারের মূল্যে কোন নির্দিষ্ট অংশকে ঐ সুদের সাথে নির্দিষ্ট করা যাবে না যা কোম্পানীর অর্জিত হয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যদি শেয়ার হালাল হওয়ার যাবতীয় শর্তের প্রতি লক্ষ করা হয়ে থাকে, তাহলে কোম্পানির অধিকাংশ সম্পদ হালাল। এ কোম্পানির সম্পদের একেবারে যৎসামান্য আনুপাতিক হার শুধু এতটুকু নয় যা অজ্ঞাত, বরং কোম্পানির অবশিষ্ট অধিকাংশ সম্পদের বিপরীতে দৃষ্টিপাত করার উপযুক্ত। এ কারণে শেয়ার মূল্য মূলত কোম্পানির সেই অধিকাংশ সম্পদের বিপরীতে দৃষ্টিপাত করার উপযুক্ত। এ কারণে শেয়ারের মূল্য মূলত কোম্পানির সেই অধিকাংশ সম্পদের বিপরীতে যৎসামান্য আনুপাতিক হারের বিপরীতে নয়। এ জন্য শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য শুধু হালাল সম্পদের মূল্য ধরা যায়।

যদিও দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিও অনুলেণ্ঢখযোগ্য নয়। তবে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির অধিক সতর্কতা মূলক এবং সন্দেহ-সংশয়ের অনেক উধের্ব। এই দৃষ্টিভঙ্গি ওপেন ইনডেড করা ফান্ডে (যে ফান্ডের পক্ষ থেকে ইউনিট হোল্ডার থেকে পূন:বার ইউনিট ক্রয় করার অঙ্গীকার হয়) অধিক ন্যায়সঙ্গত। কেননা, যদি শেয়ারের মূল্যে সংযোজিত মুনাফায় পবিত্রকরণ না করা হয় এবং কোন ব্যক্তি তার ফান্ডের ইউনিট এমন সময় ফেরৎ দেয়, যখন ফান্ড নিজের কাছে বিদ্যমান শেয়ারসমূহের কোন শেয়ার থেকে বার্ষিক লভ্যাংশ অর্জন করেনি। তখন সেই ইউনিট ফেরৎ দেয়ার সময় (ইউনিট হোল্ডারকে তার অর্থ পরিশোধ করার সময়) তার মূল্য থেকে পবিত্রকরণের ভিত্তিতে কোন রকম হ্রাস করা যাবে না। যদিও এমন হতে পারে যে, ফান্ডের নিকট বিদ্যমান শেয়ারের মূল্যে সংযোজনের কারণে ইউনিটের মূল্যও সংযোজন হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি তার ইউনিট এমন সময় ফেরৎ দেয় যখন ফান্ড বার্ষিক কিছু লভ্যাংশ অর্জন করে নিয়েছে এবং তার থেকে পবিত্রকরণের অর্থও বের করা হয়েছে, যার কারণে প্রত্যেক ইউনিটের বিপরীতে প্রাপ্ত সম্পদ হ্রাস পেয়েছে, তাহলে প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা এ ব্যক্তির ইউনিটের মূল্য কম উসূল হয়েছে।

পক্ষান্তরে পবিত্রকরণ যদি ডিভিডেন্ড[২০] এরও হয় এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে অর্জিত মুনাফায়ও হয়, তাহলে পবিত্রকরণের জন্য অর্থ বিয়োজনের সূত্রে সকল ইউনিট হোল্ডারদের সাথে এক ধরনের রীতিনীতি অবলম্বন করা হবে। এ কারণে ক্যাপিটাল গেইনেও পবিত্রকরণ শুধু এটা নয় যে, সন্দেহ-সংশয় মুক্ত হবে, বরং এটা সকল ইউনিট হোল্ডারদের জন্য অধিক সমতাপূর্ণ হয়। এ পবিত্র করণ কোম্পানির বার্ষিক অর্জিত সুদের হারের ভিত্তিতে করা যেতে পারে। (অর্থাৎ এটা দেখা হবে যে, কোম্পানির আনুপাতিক

২০. ডিভিডেন্ড অর্থ লভ্যাংশ। কোনো কোম্পানি তার বার্ষিক ব্যবসা শেষে শেয়ার হোল্ডারদের জন্য যে লভ্যাংশ ঘোষণা করে তাকে ডিভিডেন্ড বলা হয়। এটা নগদ টাকায় দেয়া হয়, অথবা, শেয়ার দিয়ে দেয়া হয়। কখনো কখনো নগদ ক্যাশ এবং শেয়ার উভয়টি দিয়েও দেয়া হয়।

হারে কি পরিমাণ সুদ অর্জন হয়।)[২১] উলেণ্টখ্য, শেয়ার ক্রেতা কোম্পানির বার্ষিক কার্য বিবরণী থেকে সংশিণ্টষ্ট কোম্পানীর জড় সম্পদ ও বং প্রতি ইউনিট শেয়ারের লাভ-লোকসান সম্পর্কে জানতে পারবেন।[২২]

কারো কারো মত হলো কোম্পানির জড়-সম্পদ কমপক্ষে শতকরা ৫১% হওয়া আবশ্যক। তাঁদের যুক্তি হল, জড়-সম্পদ যদি ৫১% থেকে কম হয়, তাহলে অধিকাংশ সম্পদ তরল আকৃতির হবে, যার ফলে সমুদয় সম্পদের উপর তারল্যের হুকুমই প্রযোজ্য হবে। কেননা, ফিক্‌হের উসূল হল "অধিকাংশের ভিত্তিতে পূর্ণের হুকুম আরোপ করা হয়"।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি :কোন কোন আলিমের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যদি কোন কোম্পানীর জড় সম্পদ শতকরা ৩৩%ও হয়, তাহলেও ঐ কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন করা যাবে।[২৩]

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হলো ফিক্‌হে হানাফীর উপর। ফিকহে হানাফীর উসূল হলো, যদি কোন কোম্পানীর সম্পদ নগদ অর্থ এবং পণ্য মিশ্রিত হয়, তাহলে তার নগদ অংশের অনুপাতের দিকে দৃষ্টিপাত না করে তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে, তবে এ উসূল দু'টি শর্তের সাথে যুক্ত।

তৃতীয় শর্ত : হালাল কারবারে সুদভিত্তিক লেনদেনে অসম্পতি প্রকাশ

যদি কোম্পানির মৌলিক ব্যবসা হালাল হয় যেমন- অটোমোবাইল, টেক্সটাইল ইত্যাদির ব্যবসা। কিন্তু কোম্পানি যদি নিজেদের ফান্ড বাড়ানোর জন্য ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে অথবা নিজেদের অতিরিক্ত অর্থ যদি সুদী একাউন্টে জমা রাখে তবে এমতাবস্থায় কোম্পানির শেয়ার খরিদ করা জায়েয হবে কিনা এ বিষয়ে 'আলিমগণের ভিন্নমত রয়েছে। কোনো কোনো 'আলিমের মতে এ জাতীয় কোম্পানির শেয়ার খরিদ করা জায়েয হবে না। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী (র.) -এর মতে কোনো শেয়ার হোল্ডার যদি এ সুদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, বিশেষ করে বার্ষিক সাধারণ সভায় (Annual General Meeting) প্রতিবাদ করে এবং বলে যে, সুদী লেন-দেন জায়েয নেই, কাজেই তা বন্ধ কর, তবে তার জন্য এ শেয়ার খরিদ করা জায়েয বলে বিবেচিত হবে এবং সে দায়িত্বমুক্ত বলে গণ্য হবে।

---

২১. শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৭, পৃ. ২০০-২০১

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

চতুর্থ শর্ত : সুদি মুনাফা সাদকাহ্ করা

মনে রাখতে হবে, কোম্পানির মূল ব্যবসা যদি হালাল হয় এবং পরবর্তীতে এর মধ্যে যদি কোন সুদী পয়সা এসে যায় তবে লভ্যাংশ বণ্টনের সময় (Income Statement) -এর মাধ্যেমে এ কথা জানিয়ে দিতে হবে যে, লভ্যাংশের মাঝে কত পার্সেন্ট সুদের অংশ রয়েছে, যে পরিমাণ সুদের অংশ থাকবে ঐ পরিমাণ টাকা হিসেব করে পৃথক করতে হবে এবং তা গরীব ও দুস্থ মানুষের মধ্যে সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত বিতরণ করে দিতে হবে। অন্যথায় সুদ গ্রহণের গুনাহে গুনাহগার হতে হবে। সারকথা হচ্ছে, শেয়ার ক্রয় বা শেয়ার ব্যবসা বৈধ হওয়ার জন্য উপরিউক্ত চারটি শর্ত অবশ্য পালনীয়।

উলেণ্ঢখ্য, ভারতীয় উপমহাদেশে শেয়ার ব্যবসার মাসআলার আলোচনা এলেই ঘুরে ফিরে মওলানা থানভী (র.) এর উলেণ্ঢখিত চারটি শর্তের[২৪] প্রসঙ্গ আসে। আসলে কি তিনি ঐ চার শর্ত পাওয়া গেলেই শেয়ার ব্যবসাকে বৈধ বলেছেন? বিষয়টি অনেকের কাছেই নানামুখী সন্দেহের সৃষ্টি করে। মূলত: মওলানা থানভী (র.) শেয়ার ব্যবসা প্রসঙ্গে উলেণ্ঢখিত ৪টি শর্তের কথা এমন সময় বলেছিলেন যখন ভারতে বৃটিশ শাসন ছিল। এ জন্য তিনি কাফিরের সাথে মুসলমানের সুদী লেনদেনের মাসআলাও তখন দিয়েছিলেন *আল কাসাসুস সানী ফী হিসাসিল কোম্পানি* নামক পুস্তিকায়। তিনি একথাও বলেছেন যে, যদি মুসলমানদের কোম্পানী গুলো সুদী লেনদেন করে তবে কাফিরদের কোম্পানীতে অংশীদার হওয়া মাসআলার দিক থেকে অধিক সহনীয় মুসলমানদের কোম্পানীতে অংশীদার হওয়ার চেয়ে। এমনকি এটি এমন সময়ের কথা যখন কোম্পানি কীভাবে গঠিত ও পরিচালিত হয় সে পরিচয় দিতে এবং তা বুঝে নিতে প্রশ্নকারী ও জবাবদাতাকে অনেক মেহনত করতে হয়েছে। অর্থাৎ এটি ভারতে কোম্পানি ব্যবসার শুর“র দিকের ঘটনা। যখন ভারতীয় মুসলমানরা ছিল পরাধীন এবং তাদের হালত ছিল খুবই শোচনীয়। মাওলানা থানভী (র.) কে বর্তমান সময়ের মত কোন স্টক এক্সচেঞ্জ বা সেকেন্ডারি মার্কেটের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি। বরং একটি প্রাইভেট কোম্পানির শেয়ার যে পদ্ধতিতে হস্তান্তর হয় সে পর্যায়ের হস্তান্তরের কথা সেখানে উলেণ্ঢখিত হয়েছে। সুতরাং তার বক্তব্যকে বর্তমানকালের শেয়ার ব্যবসার বৈধতার দলীল বানানো যথাযথ হবে না। সবচেয়ে জর“রী যে কথাটি উলেণ্ঢখ করা দরকার তা হচ্ছে, সুদী লেন-দেন করে অথচ মূল কারবার হালাল এমন কোম্পানির অংশও খরিদের ব্যাপারেও শর্তসাপেক্ষে যে জবাবটি তিনি দিয়েছেন তার শেষে সুস্পষ্ট একটি ঘোষণাও দিয়েছেন। তা হচ্ছে-

إن هذا التوسع كله في أمثال هذه المعاملات لم ابتلى بها أو اضطر اليها، وأما غيره فالتوقي الورع—

২৪. মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুলণ্ঢাহ, *শেয়ারবাজার তাত্ত্বিক বিশেণ্ঢষণ ও শরঈ হুকুম*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১১, পৃ. ৩২-৩৩

অর্থ: উপরের ছাড়গুলো শুধু ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এই বিপদে পতিত হয়ে গেছে অথবা সে তা করতে চরমভাবে বাধ্য। এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্য তা (শেয়ার ব্যবসা) থেকে দূরে থাকাই তাক্বওয়া।[২৫]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, মাওলানা থানভী (র.) আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে সুদী লেনদেনকারী কোম্পানির অংশ খরিদের ব্যাপারে যা বলেছেন তা কিছুতেই অবাধ ছাড় ছিল না; বরং তিনি দুই ধরণের ব্যক্তির জন্য ঐ হিলা পেশ করেছেন। একজন হচ্ছে- ঐ ব্যক্তি যে ইতোমধ্যে তাতে জড়িত হয়ে গেছে। আর অপরজন হচ্ছে- যে ব্যক্তি কারবারটি করার জন্য চরমভাবে বাধ্য হয়েছে। এ দু'ধরণের লোক ছাড়া অন্যদেরকে তিনি এ জাতীয় কারবার থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

বর্তমান সময়ের সুদী মূলধন ভিত্তিক কোম্পানিগুলোর কথা তিনি বলেননি এবং তাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নেও এখনকার মতো কোম্পানির (যারা হালাল জিনিস উৎপাদন করলেও তাদের মূলধনের একটি বড় অংশই ব্যাংক লোন থাকে।) কথা ছিল না। আর তাঁর ঐ আরবী ইবারতটি আবার পড়লে বুঝা যায় তিনি তো *মুবতালা বিহী* বা ইতোমধ্যেই শেয়ার কিনে ফেলেছে এমন ব্যক্তির জন্য হুকুম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর কথাকে প্রয়োগ করা হচ্ছে জেনে শুনে নতুন করে সুদী মূলধন ভিত্তিক কোম্পানির শেয়ার লেনদেন জায়েজ হওয়ার দলীল হিসেবে। অথচ সেই বক্তব্যটিও উলেণ্ঢখ করা হচ্ছে অসম্পূর্ণভাবে, তিনি দলীলের শেষে আরবীতে যা বলেছেন তা পেশ করা হচ্ছে না। অথচ কারো কথার উদ্ধৃতি দিলে সংশিণ্ঢষ্ট পুরো কথাই আনতে হবে। অংশবিশেষ (গুর"ত্বপূর্ণ অংশ) ছেড়ে দিলে তো তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। মোটকথা হল-

(ক) হযরত থানভী (র.) ফতোয়া দিয়েছেন ৮০ বছার পূর্বে তখনকার কোম্পানিগুলোর অবস্থা এখনকার মতো ছিল না।

(খ) তিনি প্রচলিত শেয়ার বাজার বা সেকেন্ডারী মার্কেট সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

(গ) যারা তখনো জিজ্ঞাসিত কোম্পানির শেয়ার কিনেনি বা কেনার জন্য চরমভাবে বাধ্য হয়নি তাদেরকে তিনি এর থেকে বেঁচে থাকার নসীহত করেছেন।

সুতরাং বর্তমান সময়ের বিচিত্র ব্যবসাকেন্দ্র শেয়ারবাজারের লেনদেন জায়েয হওয়ার জন্য হযরত থানভী (র.) এর কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বরং হালাল-হারাম বেছে চলতে চায়- এমন মুসলমানদেরকে হাকীমুল উম্মতের বরাতে সুদী লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানে অংশীদার হওয়ার মাসআলা দেয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা সংশিণ্ঢষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভেবে দেখা উচিত।

---

২৫. প্রাগুক্ত

ইসলামে শেয়ার ব্যবসার সম্ভাব্যতা

ইসলামী অর্থনীতিতে শেয়ার ব্যবসা বা শেয়ারবাজারের ন্যায় প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে। এখানে অর্থনীতির সর্বত্র এবং আর্থ-সামাজিক লক্ষের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। ইসলামে শেয়ার বাজার সম্ভব কিনা এ ব্যাপারে বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে তা সম্ভবপর। এ সম্ভাবনার কয়েকটি দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো:[২৬]

১. ইসলামে শেয়ার বাজার চালুর ফলে শরী'আহ সম্মত স্টক (Shariah Compliant Stock) লেনদেন করা সম্ভবপর হবে।

২. বাজারে প্রচলিত সুদভিত্তিক স্টককে ক্রমান্বয়ে সুদমুক্ত স্টকে রূপান্তরিত করা যাবে।

৩. সামান্য নগদ অর্থের বিনিময়ে বহু টাকার স্টক লেনদেন বন্ধ করা যাবে।

৪. পর্যাপ্ত আমানত ছাড়া স্টক ক্রয় করা যাবে না কিংবা বেশি সময় ধরে স্টকের মূল্য অপরিশোধিত থাকবে না।

৫. যেহেতু ফটকা কারবার ছাড়া স্টক বাজারের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, সেহেতু অত্যন্ত সীমিত আকারে ফটকা কারবারকে অনুমোদন দিতে হবে। তবে ফটকা কারবার এমন হতে হবে যাতে সেটা কোনক্রমেই বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর না হয়।

ইসলামে শেয়ার ব্যবাসার উদ্দেশ্যাবলি

ইসলামী অর্থনীতির একটি গুর"ত্বপূর্ণ অংশ শেয়ার ব্যবসা। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় শেয়ার ব্যবসার মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:[২৭]

১. শেয়ার এবং সার্টিফিকেটের জন্য মুক্ত বাজার ব্যবস্থার বিলোপ সাধন না করে নকল বিনিয়োগকারীদের ফটকা কারবার রহিত করা।

২. উদ্বৃত্ত এলাকা বা প্রতিষ্ঠান থেকে ঘাটতি এলাকা বা প্রতিষ্ঠানে অর্থের প্রবাহকে সহায়তা করা। ঘাটতি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাণিজ্যিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যেগুলো ইকুইটি পুঁজি বা শেয়ার ছাড়ার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে।

৩. নতুন শেয়ার বাজার (যেখানে নতুন শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়) বিকাশে সহায়তা করা।

৪. শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার লেনদেনের জন্য মাধ্যমিক বাজার বিকাশে সহায়তা করা।

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

২৭. প্রাগুক্ত,

৫. সঞ্চয়কারীদেরকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মালিক হতে সাহায্য করা, যাতে শিল্পের অর্থনৈতিক কর্মকা সম্প্রসারিত হয় এবং বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় সমাবেশের দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জন ত্বরান্বিত হয়।

৬. স্টক এক্সচেঞ্জের নিয়মানুযায়ী শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদ অর্থ লাভের জন্য শেয়ার হোল্ডারদেরকে সহায়তা করা।

৭. শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণমূলক কর্মকা'র জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা।

৮. শেয়ার দামের স্বল্প মেয়াদী উঠা-নামার প্রভাব থেকে বাণিজ্যিক কার্যকলাপকে আলাদা রাখা যার বিপরীতটিই সচরাচর পুঁজিবাদী শেয়ার বাজারে পরিদৃষ্ট হয়।

৯. শেয়ার দামে প্রতিফলিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ম সম্পাদন অনুযায়ী অর্থনীতির বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ইসলামী অর্থনীতিতে স্টক এক্সচেঞ্জের কাঠামো

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় শেয়ার ব্যবসা তথা শেয়ার বাজার পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের কাঠামো হবে নিম্নরূপ:[২৮]

১. কোম্পানীকে কেবল এক প্রকারের শেয়ার ইস্যু করতে হবে। শেয়ার বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে কেবল মুনাফা প্রদান করবে।

২. অতিমাত্রায় তারল্য অর্জনের লক্ষে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

ক. সকল শেয়ার স্টক মার্কেটেই শুধু কেনা-বেচা করতে হবে।

খ. স্টক মার্কেটে সাইনবোর্ড বা কাউন্টার থাকবে যেখানে দালালের মাধ্যমে শেয়ার কেনা-বেচা হবে।

গ. প্রত্যেক শেয়ার বাজারে অংশ গ্রহণকারী কোম্পানি প্রতি তিনমাস অন্তর তাদের স্ব স্ব ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তাদের মুনাফা, লোকসান এবং স্থিতিপত্র প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

ঘ. প্রত্যেক কোম্পানির শেয়ারের সর্বাধিক দাম কত হবে তা প্রতি তিন মাস অন্তর নিজ নিজ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কমিটি ঠিক করবে।

ঙ. যে কোন শেয়ার নির্ধারিত সর্বাধিক দামের অধিক দামে বিক্রয় করা যাবে না।

---

২৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

চ. নিম্নোক্ত সূত্র MSP অনুযায়ী সর্বাধিক শেয়ার দাম নির্ধারিত হবে:

সর্বাধিক শেয়ার দাম = MSP কোম্পানির মোট সম্পদ (Net Worth)/ মোট ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা।

৩. ইনভেন্টরীর ক্ষয়-ক্ষতি হিসাবের জন্য প্রত্যেক শেয়ার লেন-দেনে অংশ গ্রহণকারী কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কমিটিকে গ্রহণযোগ্য উন্নতমানের হিসাব পদ্ধতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

৪. শেয়ারের সর্বাধিক বিক্রয় দাম নির্ধারিত হবার পর থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে শেয়ারের লেন-দেন করতে হবে।

৫. কোম্পানি শুধু লেন-দেন সপ্তাহে নতুন শেয়ার ছাড়তে পারবে। তবে তার দাম কোন মতেই নির্ধারিত সর্বাধিক বিক্রয় দামের চাইতে বেশি হবে না।

ইসলামী স্টক এক্সচেঞ্জ কাঠামোর সুবিধাসমূহ

ইসলামী অর্থনীতিতে শেয়ার ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান তথা স্টক এক্সচেঞ্জের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:[২৯]

১. শেয়ার হোল্ডারগণ তাদের শেয়ার বিক্রয় করে নগদ অর্থ লাভে সমর্থ হবে। কিন্তু শেয়ার ক্রয় করার পর কমপক্ষে তিন মাস সময় অতিবাহিত হবার আগে শেয়ার বিক্রয় করতে পারবে না। ফলে কোম্পানির প্রতি শেয়ার হোল্ডারদের কিছুটা হলেও আস্থা বা অঙ্গীকার বজায় থাকবে।

২. যেহেতু শেয়ার ঘন ঘন বিক্রয় করা যবে না এবং নির্ধারিত সর্বাধিক দামের অতিরিক্ত দাম চাওয়া যাবে না, ফলে ফটকা কারবার কঠিনতর হবে।

৩. বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সুদের হারের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত কীন্সীয় ফটকা কারবারের অস্তিত্ব থাকবে না।

২৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত

স্টক এক্সচেঞ্জের অর্থনৈতিক কর্ম সম্পাদন

প্রথমে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে স্টক এক্সচেঞ্জের চাহিদা ও যোগানের বিশেণ্ঢষণ দিয়ে শুর" করা যাক।

শেয়ারের চাহিদা আপেক্ষক হচ্ছে নিম্নরূপ :

$$D=D(p.r)$$

যেখানে, D = শেয়ারের চাহিদা;

p = শেয়ারের বর্তমান দাম;

r = সুদের হার

শেয়ারের যোগান সম্পর্ক বা আপেক্ষক হচ্ছে-

$$S-S(p.r)$$

যেখানে, S = শেয়ারের যোগান

p = শেয়ারের বর্তমান দাম;

r = সুদের হার

কীন্সের মতে, শেয়ারের চাহিদা নির্ভর করে শেয়ারের ভবিষ্যৎ দাম উঠানামার প্রত্যাশা এবং বর্তমান দামের উপর। যদিও প্রত্যাশার সাধারণ কোন তত্ত্ব নেই, তথাপি শেয়ারের ভবিষ্যৎ দামের উপর প্রত্যাশার প্রভাব অপরীসীম এবং এর ফলে শেয়ারের দাম এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কর্ম সম্পাদনের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। যোগান সম্পর্কের দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয যে, বর্তমান সুদের হার যদি কম হয়, শেয়ার হোল্ডারগণ শেয়ার বিক্রয় করবে, কারণ তারা মনে করবে যে সুদের হার বাড়তে পারে এবং ফলশ্র"তিতে শেয়ারের দাম কমে যাবে। শেয়ারের ক্রেতাদের নিকট এ প্রক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ বিপরীত।[৩০]

ইসলামী অর্থনীতিতে স্টক বাজারের অর্থনৈতিক কর্মসম্পাদন

ইসলামী অর্থনীতিতে স্টক বাজারের অর্থনৈতিক কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্টক বাজারের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরূপ অর্থনীতিতে চাহিদা সম্পর্ক হচ্ছে নিম্নরূপ:[৩১]

---

৩০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৬

৩১. প্রাগুক্ত

$$D=D(p.)$$

যেখানে, D = শেয়ারের চাহিদা;

p = শেয়ারের দাম।

আর যোগান সম্পর্ক হচ্ছে-

$$S=S(p.p>)$$

যেখানে, S = শেয়ারের যোগান;

p = শেয়ারের বর্তমান দাম;

$p>$ = সর্বাধিক শেয়ার দাম (MSP)।

ইসলামী শেয়ার মার্কেটের অর্থনৈতিক কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়া বিশেণ্ডষণ করতে হলে বক্র বা ঋজু বিশিষ্ট যোগান রেখার ধারণার আশ্রয় নিতে হবে। নিম্নের চিত্র দ্রষ্টব্য: [৩২]

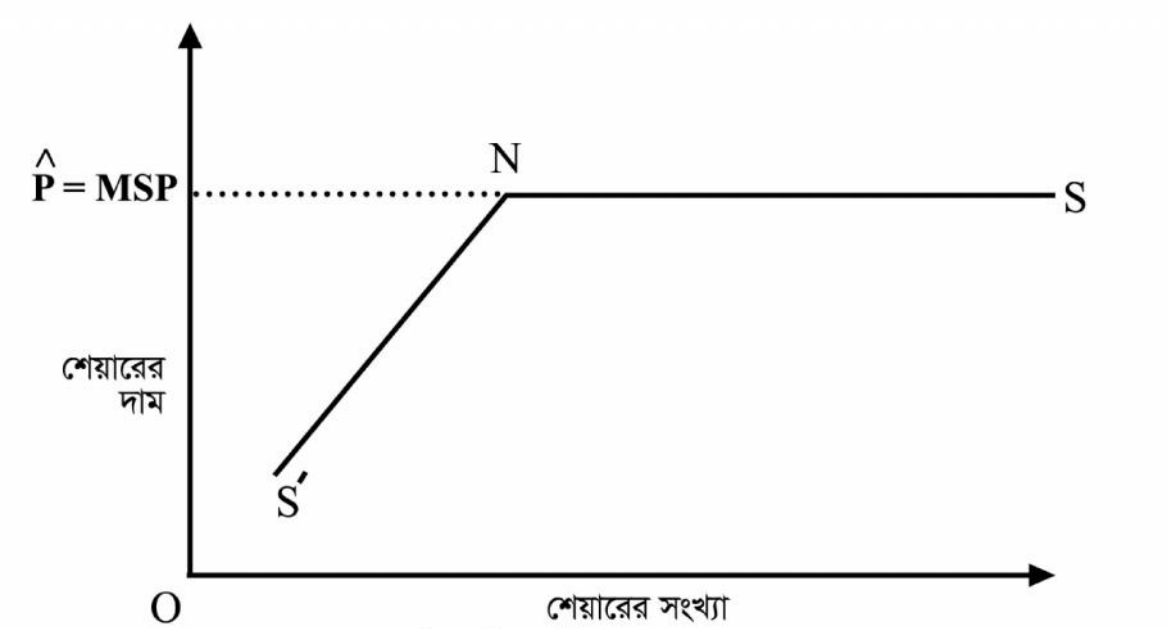

চিত্র : ইসলামী শেয়ারের যোগান রেখা

উপরোক্ত চিত্রে যোগান রেখার অসীম স্থিতিস্থাপক অংশ (অর্থাৎ NS) দেখায় যে, শেয়ারের যোগান বৃদ্ধির দ্বারা শেয়ারের দাম প্রভাবিত হবে না। সুতরাং শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পাবে এ প্রত্যাশায় শেয়ার বিক্রয় বন্ধ রেখে শেয়ার বিক্রেতাগণ লাভবান হবে না। কারণ শেয়ারের

৩২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

সর্বাধিক দাম p> এ স্থির থাকবে। উপরোক্ত বক্রতা বিশিষ্ট যোগান রেখার দুটো অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে:[৩৩]

(১) একটি সর্বাধিক দাম রয়েছে যে দামে শেয়ার বিক্রেতা তাদের শেয়ারগুলো বিক্রয় করতে পারে। এই সর্বাধিক দাম হচ্ছে p> যা হল অসীম স্থিতিস্থাপক যোগান রেখার বর্ধিত অংশের সাথে স্পর্শক। এ সর্বাধিক দাম হচ্ছে পূর্বে বর্ণিত সূত্র মতে নির্ধারিত এবং যথাযথ সময়ে কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত দাম। এটা থেকে বুঝা যায় যে, শেয়ার বিক্রেতারা কতটুকু লাভ করতে পারে তার একটা সর্বাধিক সীমা আছে। তারা শেয়ারের যোগানকে যেভাবে প্রভাবিত কর"ক না কেন তাতে কোন কিছু যায় আসে না। প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিক শেয়ারের দাম তাদের ইচ্ছা এবং ফটকা কারবারের উপর একটা সীমারেখা টেনে দেয়। বিক্রেতারা জানে যে, তাদের সর্বাধিক লাভ কোম্পানির কর্মসম্পাদনের উপর নির্ভর করবে। উহা কোনমতেই বাহ্যিক বাজার শক্তির উপর নির্ভর করে না।

(২) ইসলামী শেয়ার বিক্রেতাগণ যদি ইচ্ছা করে তবে সর্বাধিক নির্ধারিত দাম P>(=MSP) এর চাইতে কম দামে নগদ অর্থের প্রয়োজনে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে। তাদের শেয়ারের যোগান উপরোক্ত বক্র যোগান রেখার বামদিকের অংশ (S`N) দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ইসলামী অর্থনীতিতে শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানির শেয়ার দাম কোম্পানির কর্মসম্পাদনের উপর প্রত্যক্ষভাবে এবং বেশি মাত্রায় সম্পর্কযুক্ত। ইসলামী অর্থনীতিতে শেয়ারের যোগান রেখার পরিবর্তন দু'প্রকারের হতে পারে[৩৪]-

ক) কোম্পানির কর্মসম্পাদনের পরিবর্তনের ফলে শেয়ারের যোগান রেখার পরিবর্তন;

খ) অধিক নগদ অর্থ পাওয়ার আকাঙ্খা কিংবা পোর্টফোলিও পরিবর্তনের ফলে শেয়ারের যোগান রেখার পরিবর্তন।

প্রথমোক্ত পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ যোগান রেখা ডান দিকে পরিবর্তন হবে, যা কোম্পানির উত্তম কর্ম সম্পাদনের পরিচায়ক। শেষোক্ত পরিবর্তনটি ঠিক তার উল্টো কারণে। বিষয়টি নিম্নোক্ত চিত্রে দেখানো হল:[৩৫]

---

৩৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

৩৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

৩৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

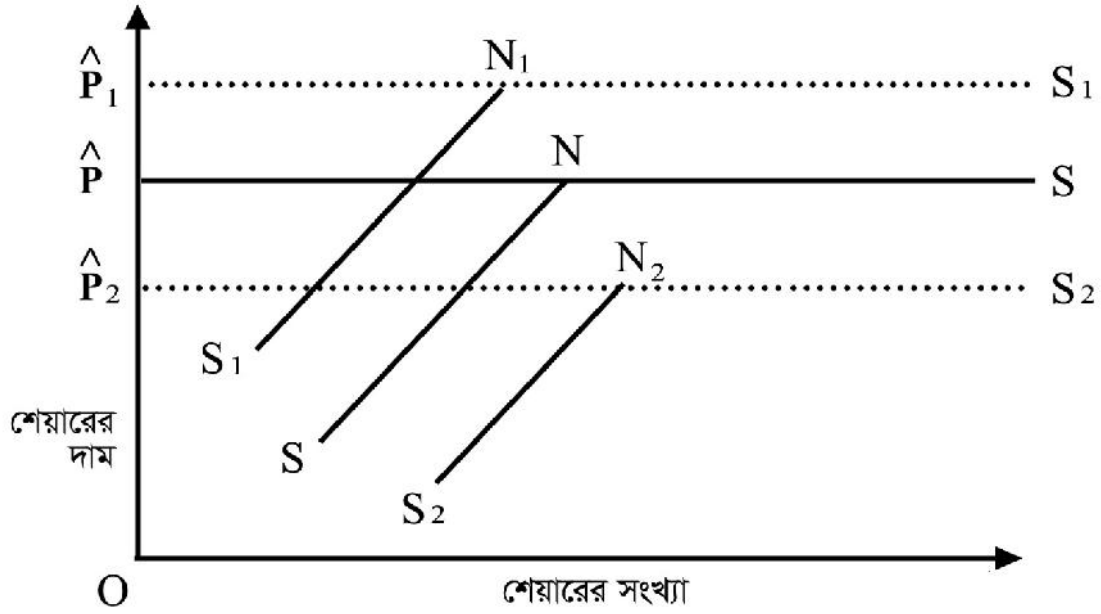

চিত্র : কোম্পানির কর্মসম্পাদনের ফলে শেয়ারের যোগানে পরিবর্তন

উপরোক্ত চিত্রে লক্ষণীয় যে, যোগান রেখার বাম দিকে পরিবর্তনের ফলে দাম হয় $p>_1$ এবং ডান দিকে বা নিম্ন দিকে পরিবর্তনের ফলে দাম হয় $p>_2$। শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানির কর্মসম্পাদনের অবস্থা ছাড়া অন্যান্য উপাদানের ফলে যোগান রেখার বামদিকের অংশ অর্থাৎ SN, S_1N_1এবং S_2N_2 প্রভাবিত হয় যা নিম্নের চিত্রে লক্ষণীয়[৩৬]:

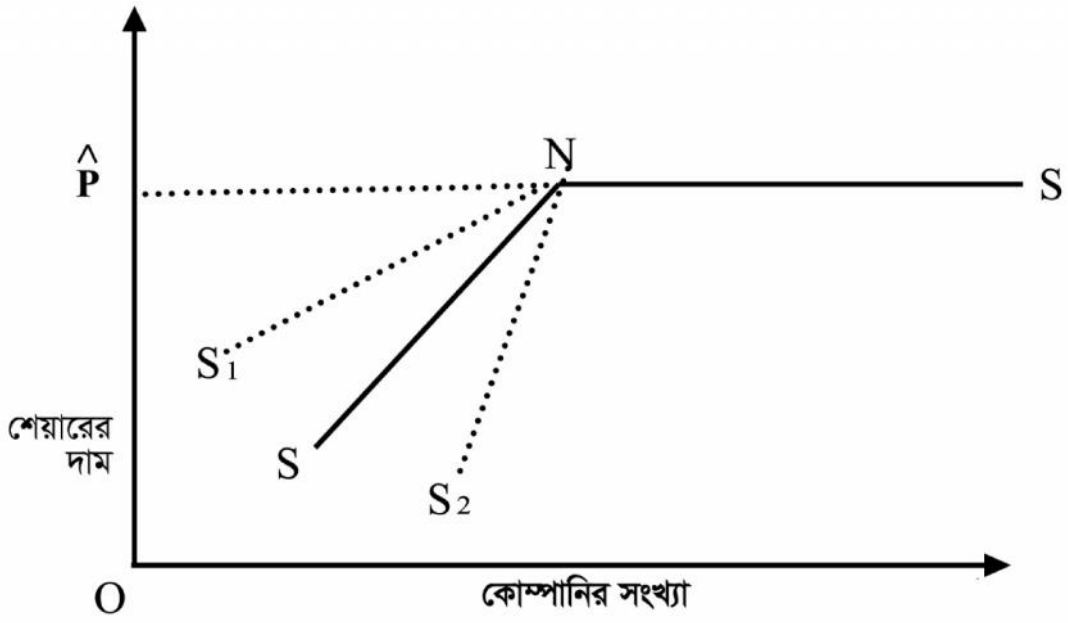

চিত্র : কোম্পানির কর্মসম্পাদনের অবস্থা ছাড়া অন্যান্য উপাদানের পরিবর্তনের ফলে শেয়ারের যোগানে পরিবর্তন।

৩৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬০

চিত্রে লক্ষ্যণীয় যে, অতি নগদ অর্থের আকাঙ্খা শেয়ার যোগান রেখাকে S_1NS এবং কম নগদ অর্থ রাখার ইচ্ছা শেয়ার যোগান রেখাকে S_1NS-এ পরিণত করে। যোগান রেখার এ পরিবর্তনের ফলে সর্বাধিক শেয়ার দামে (P) কোন পরিবর্তন হয় না। ইসলামী অর্থনীতিতে বক্রতা বিশিষ্ট শেয়ার যোগান রেখা এবং চাহিদা রেখার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে শেয়ারের ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় যা নিম্নোক্ত চিত্রে লক্ষ্যণীয়।[৩৭]

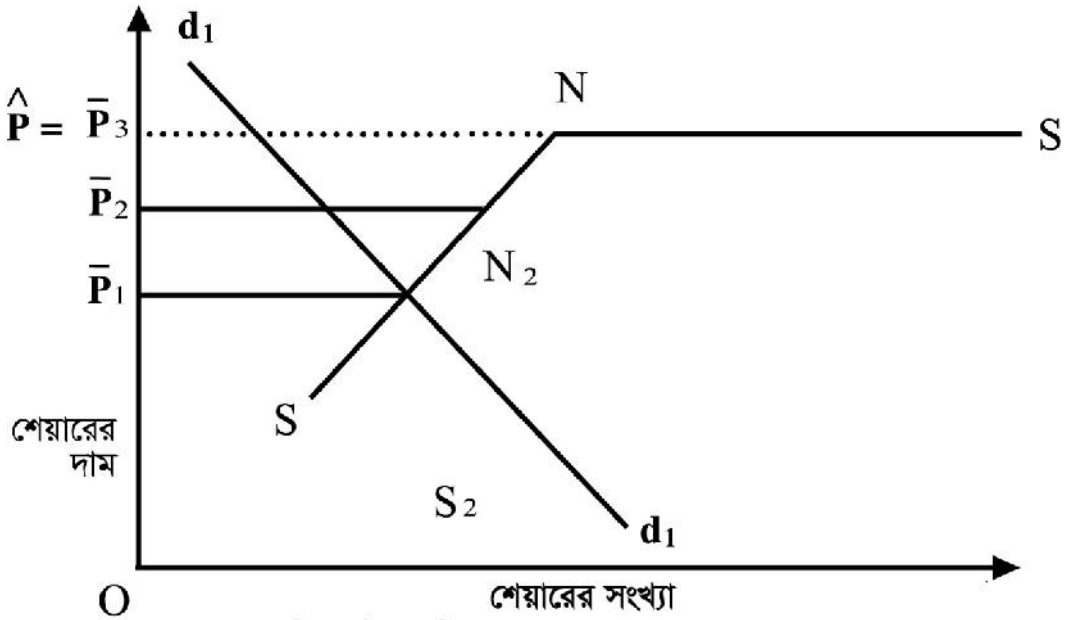

চিত্র : ইসলামি শেয়ার বাজারের ভারসাম্য দাম।

চিত্রে লক্ষণীয় যে, যদি শেয়ারের চাহিদা রেখা d1d1 হয় এবং যোগান রোখা SNS হয়, তবে ভারসাম্য বাজার দাম হয় p_1। যদি চাহিদা রেখা এভাবে যোগান রেখার বক্র অংশে ছেদ করে, তাবে শেয়ার দাম উঠানামা করবে। কিন্তু চাহিদা রেখা যদি N বিন্দু কিংবা তার ডান পাশে যোগান রেখাকে ছেদ করে তাহলে বাজার দাম সর্বাধিক দামের P> সমান হবে এবং বজার দাম $P\text{-}_3$ = (P>) এ স্থির থাকবে। এই N বিন্দুর ডান দিকে চাহিদা রেখা যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, যোগান রেখা স্থির থাকা অবস্থায় দামের কোন পরিবর্তন হবে না। শুধু কোম্পানির কর্মসম্পাদনের উন্নতির ফলে যোগান রেখা যদি পরিবর্তিত হয়, তবে কেবল শেয়ার দামের পরিবর্তন হবে। নিম্নোক্ত চিত্রে লক্ষ্যণীয়:[৩৮]

৩৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০
৩৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

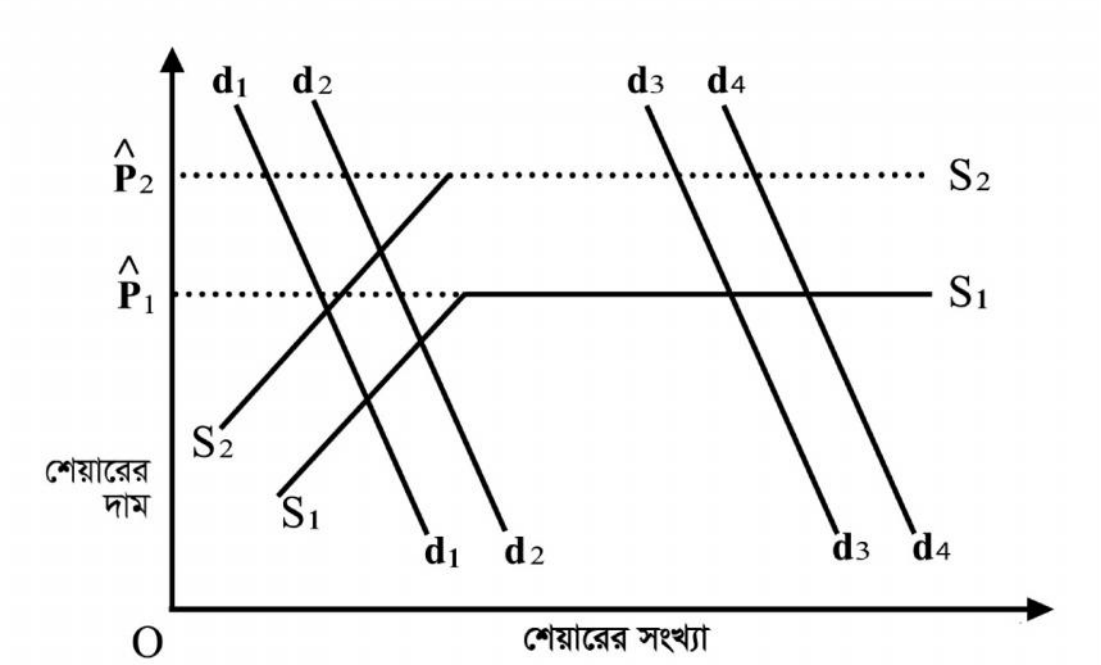

চিত্র : কোম্পানির কর্মসম্পাদনের উন্নতির ফলে ইসলামি স্টক বাজারের ভারসাম্য ইসলামি শেয়ার বাজারের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

(১) ইসলামী অর্থনীতিতে শেয়ার বাজার উলেণ্ঢখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

(২) ইসলামী অর্থনীতিতে শেয়ার বাজারের কাঠামো এবং কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া পুঁজিবাদী শেয়ার বাজারের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(৩) পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ইসলামী শরীআহ্ ভিত্তিক শেয়ার বাজার চালু করা সম্ভব।

(৪) শেয়ার বাজারের সঠিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা গেলে কীন্সীয় ফটকা কারবার এড়ানো যায়।

(৫) প্রস্তাবিত ইসলামী শেয়ার বাজার কাঠামোর ফলে শেয়ার বাজারের শেয়ার দামের অতিরিক্ত উঠানামা রোধ হবে, অধিক মাত্রায় তারল্য বজায় থাকবে এবং আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

(৬) ইসলামী অর্থনীতিতে শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানির কর্মসম্পাদন অবস্থার উপর শেয়ার বাজারের কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে এবং অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল।

(৭) শেয়ারের বক্রতা বিশিষ্ট যোগান রেখা ইসলামী শেয়ার বাজার বিশেণ্ঢষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৮) ইসলামী অর্থনীতি যদিও মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে সমর্থন করে, তথাপি ইসলামী নীতিমালা কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে ইসলাম অনুমোদন করে।

(৯) সর্বাধিক শেয়ার দাম নির্ধারণের দ্বারা ইসলামী শেয়ার বাজার ইসলামী নীতিকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবে।[৩৯]

ইসলামে শেয়ার ব্যবসার হাতিয়ারসমূহ ও বাস্তবায়ন

ইসলামে শেয়ার ব্যবসার হাতিয়ারগুলো কী এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী এ সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।[৪০]

(১) কোন সুদভিত্তিক বন্ড বা সিকিউরিটি থাকবে না। লাভ ক্ষতি অংশীদারী ভিত্তিক মোদারাবা বা মোশারাকা শেয়ার সার্টিফিকেট চালু করতে হবে।

(২) কোন অগ্রাধিকার বা পছন্দ ভিত্তিক শেয়ার থাকবে না, কারণ এরূপ শেয়ারে পূর্ব নির্ধারিত নিশ্চিত লাভের হার থাকে যা রিবা বা সুদের শামিল।

(৩) সরকারি বা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ সামাজিক ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে কর্জে হাসানাহ সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারবে যা প্রকৃত মূল্যে বিক্রয় হবে এবং এতে কোন মুনাফা থাকবে না। এটা সমাজকে সেবা প্রদানের জন্য সহকারী উপায় হিসেবে চালু করা যেতে পারে।

(৪) ইসলামী অর্থনীতিতে শেয়ার ইস্যুকারী কোম্পানি যদি শেয়ার বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত পুঁজি কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে লোকসানের সম্মুখীন হয়, তবে শেয়ার হোল্ডার সংশিণ্টষ্ট কোম্পানির লোকসানে ভাগাভাগি না করে তার শেয়ার বিক্রি করতে পারবে না। অন্য কথায়, কোম্পানির বর্তমান ও অতীত পুঞ্জীভূত লোকসান (যদি হয়) শেয়ার অনুপাতে বহন করার জন্য সংশিণ্টষ্ট শেয়ার হোল্ডার দায়বদ্ধ। অবশ্য লাভ ভাগাভাগির ক্ষেত্রেও শেয়ার হোল্ডারের অনুরূপ অধিকার থাকবে। অর্থাৎ পুঁজি অনুপাতে বর্তমান ও অতীত লাভ বা মুনাফার (যদি হয়) ভাগীও শেয়ার হোল্ডার হতে পারবে।

ইসলামে শেয়ার ব্যবসার উপরোক্ত হাতিয়ারগুলো কিভাবে কাজ করে বা শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য জানতে ও বুঝতে হবে। কেননা এর বাস্তবায়ন শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্যের সাথে জড়িত। বিষয়টি নিম্নে বিশেণ্টষণ করা হলো।[৪১]

কোম্পানির অতীত কর্মসম্পাদনের আলোকে নির্ধারিত এবং নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ঘোষিত শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য সম্ভাবনাময় শেয়ার ক্রেতাকে জানাতে হবে। কোম্পানির সম্পদের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য নির্ধারিত হবে। কোম্পানির

৩৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬১-৩৬২
৪০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২
৪১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

সম্পদের মূল্যায়ন অনেকগুলো উপাদানের উপর নির্ভর করে এবং সম্পদের মূল্যায়নকে মূল্যায়নকারীর মতামতের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। উদাহরণ স্বরূপ:

(ক) যদি কোম্পানিটি লোকসানকারী বা ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠান হয় তবে সম্পদের মূল্যায়ন কম হবে এবং যদি বর্ধিষ্ণু কোম্পানি হয়, তবে কোম্পনির সম্পদের মূল্যায়ন বেশি হবে।

(খ) ক্ষয়-ক্ষতির হার হিসাব করাটাও অনেকটা কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের উপর নির্ভর করে যা ন্যায্য হতে পারে, অন্যায্যও হতে পারে। অনেক প্রতিষ্ঠানের সুনামও একটা সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়, কিন্তু আবার কোন কোন কোম্পানি সুনামকে স্পদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় না।

এসব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও যথাযথ হিসাব পদ্ধতি ইসলামী অর্থনীতিতে কোম্পানির সম্পদের সঠিক মূল্য নিরূপণে সহায়তা করবে। যা হোক, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মাঝেও আমাদেরকে শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্যের উপর নির্বর করতে হবে, যদিও শেয়ারের এ মূল্য প্রকৃত মূল্যের একটি কাছাকাছি হিসাব মাত্র।

যদি কোম্পানি শেয়ার ভিত্তিক হয়, তাহলে সম্পদ বা রিজার্ভ দু'টো ভাগে ভাগ করা হবে: (১) বিনিয়োগকারী শেয়ার; (২) মুদারিবের শেয়ার বা শ্রমিকের শেয়ার। শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য হিসাবের সময় প্রথম শেয়ারটাই কেবল বিবেচনায় আনা হবে। শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য হিসাব করার সূত্র হচ্ছে নিম্নরূপ:

শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য $(\mathrm{IV}) = \frac{Pv+Ri-L}{S}$

যেখানে

Pv = শেয়ারের প্রকৃত মূল্য (Par Value)

Ri = বিনিয়োগকারীর পুঁজির সাথে সম্পর্কযুক্ত মুনাফা, রিজার্ভ প্রভৃতি (মুদারাবার ক্ষেত্রে);

L = লোকসানের পরিমাণ (বর্তমান এবং অতীতের);

S = শেয়ারের সংখ্যা।

যদি বাজার মূল্যে শেয়ার কেনা-বেচা হয় তবে শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্যের কাজ কি হবে?

শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য একজন সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীকে কোম্পানির অতীত কর্মসম্পাদন সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদানের চেষ্টা করে যা শেয়ার মূল্যে প্রতিফলিত হয়। এটা ইসলামী শরীয়াহ নীতি। বিক্রেতা ক্রেতাকে দ্রব্যের যে কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করবে যাতে ক্রেতা না ঠকে। উৎপাদন হচ্ছে কোম্পানির মোট সম্পদের একটি অংশ মাত্র, যার মূল্য কোম্পানির অতীত কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এ সকল সম্পদের প্রকৃত মূল্য

সম্পর্কে বিক্রেতা ক্রেতাকে অবশ্যই জানাতে হবে। মোট কথা, সম্পদের অন্তর্নিহিত মূল্য হিসাব করার উদ্দেশ্য হল প্রতারণামূলক বা মিথ্যা বাজারের উদ্ভবকে রোধ করা।

শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য বনাম বাজার মূল্য

শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য কোম্পানির অতীত কর্মসম্পাদনের অবস্থা নির্দেশ করে। কোম্পানির ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সম্পর্কে এটা কোন ধারণা দেয় না। কোম্পানির ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের সম্ভাবনা যদি উজ্জ্বল হয়, তবে শেয়ারের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও একজন বিনিয়োগকারী কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল মনে করলে শেয়ারের জন্য বেশিদাম দিতে ইচ্ছুক হবে। অনুরূপভাবে, একজন শেয়ার বিক্রেতার নগদ অর্থের প্রয়োজন যদি অত্যধিক হয়, কিংবা সে কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যদি হতাশাব্যঞ্জক মনে করে, তবে অন্তর্নিহিত মূল্যের চাইতে কম দামেও সে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে।

সুতরাং ইসলামী শেয়ার বাজারে শেয়ারের বাহ্যিক মূল্য ও অন্তর্নিহিত মূল্য ঘোষণা করা হলেও ক্রেতা এবং বিক্রেতা বাজার দামে শেয়ার লেনদেন করতে পারবে। বাজার দাম বাহ্যিক মূল্য বা অন্তর্নিহিত মূল্যের চাইতে বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। লেনদেন যদি মুদারাবার ভিত্তিতে হয়, তবে শেয়ার বিক্রয়ের মুনাফা চুক্তিমাফিক স্বীকৃতি অনুপাতে পুঁজির যোগানদার এবং বিনিয়োকারীর মধ্যে বণ্টিত হবে। ফটকা কারবার রোধ করার জন্য বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার কাছে শেয়ারের প্রকৃত হস্তান্তর হতে হবে। ফলে অসাধু ও অপ্রকৃত বিনিয়োগকারীর অস্তিত্ব থাকবে না।[৪২]

ইসলামী শেয়ার বাজারে দুটো পক্ষ থাকবে :

(১) দালাল বা জনগণের প্রতিনিধি এবং

(২) জবার বা কোম্পানির প্রতিনিধি।

দালাল যে শেয়ার বিক্রি করবে সে তা সত্য সত্যই দৈহিকভাবে ধারণ করবে এবং তার কাছে যথাযথ হস্থান্তর কবলা থাকতে হবে। সে জবারের কাছে যাবে যে কোম্পানির প্রকৃত শেয়ার লেনদেন করে। জবার কেবল ঐ সকল শেয়ার বিক্রয় করবে যেগুলো দালাল থেকে ক্রয় করতে ইচ্ছুক। ক্রেতা সাধারণের পূর্ব বিবরণ ও যথাযথ নির্দেশ জবার লাভ করবে।

ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে যদি শেয়ার লেনদেনের শর্ত সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আইনত: আনুষ্ঠানিকতা সেরে ফেলে হস্তান্তর করবে এবং দালাল তা প্রকৃত ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করবে। সুতরাং কোন মিথ্যা বা প্রতারণামূলক লেন-দেনের কোন সুযোগ নেই।

---

৪২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

অন্যদিকে শেয়ার হোল্ডারের কাছ থেকে দালালের মাধ্যমে জবারের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্তাব রাখা যাবে। শেয়ার হোল্ডার শেয়ার বিক্রয়ের সময় শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য এবং সংশিণ্টষ্ট কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকবে এবং জবারও তার অভিজ্ঞতার আলোকে একটি ক্রয় দাম ঘোষণা করবে। উভয় পক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগাযোগ ও প্রকৃত তথ্যের আলোকে শেয়ার লেন-দেন হবে। জবারের কাছে যদি কোন শেয়ার ক্রয়ের অর্ডার না থাকে তবে সে শেয়ারের ক্রয় দাম ঘোষণা করবে না এবং অনুরূপভাবে, শেয়ার বিক্রয়ের প্রয়োজন না থাকলে বিক্রয় দাম ঘোষণা করবে না। আর এরূপ করা হলে শেয়ার বাজারে অসাধু, অপ্রকৃত বিনিয়োগকারী ও অস্বাস্থ্যকর ফটকা কারবার থাকবে না। সুতরাং পুঁজিবাদী শেয়ার বাজারের মত ইসলামী শেয়ার বাজারে অর্থই একমাত্র মুখ্য বিবেচ্য বিষয় নয়।[৪৩]

শেয়ারের উপর যাকাত

কোম্পানীর শেয়ারে যাকাতের আহকাম কি? এ ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদগণের তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়।[৪৪]

(১) কোম্পানীর উপর কোম্পানী (যা আইনানুগ এক ব্যক্তি) হিসাবে যাকাত ওয়াজিব নয়। এর ভিত্তি যৌথের অংশীদারিত্বের মাসআলার উপর। ঈমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ বিন হাম্বল (রাহঃ) গণের মতে গ্রহণযোগ্য এবং সামগ্রীক ভাবেই যাকাত ওয়াজিব। ঈমাম শাফেয়ী (রাহঃ) এর নিকট শুধু জন্তুই নয় বরং ব্যবসার মালের মধ্যেও গ্রহণযোগ্য। তাই কোম্পানীর উপর যাকাত ওয়াজিব।

যদিও কোম্পানী শরীয়তের মুকালণ্ঢাফ (আদেশ প্রাপ্ত) ব্যক্তি নয়। যাকাত একটি ইবাদত যা একমাত্র মুকালণ্ঢাফ ব্যক্তির উপর জর"রী।

কিন্তু শাফেয়ীর (রাঃ) এর উসূল হলো যাকাত মানুষের উপর ওয়াজিব হয় না বরং সম্পদের উপর ওয়াজিব। একারণেই অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পদের উপর ওয়াজিব অথচ সে মুকালণ্ঢাফ নয়, তাই কোম্পানীর উপর যাকাত ওয়াজিব।

তবে শেয়ার হোল্ডারদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না, কেননা হাদীসে এসেছে- এক মালের উপর দুবার যাকাত ওয়াজিব হয় না। হানাফীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাদের নিকট মানুষের উপর যাকাত ওয়াজিব। এজন্য হানাফিয়াদের নিকট কোম্পানীর উপর আইনানুগ এক ব্যক্তি হিসেবে যাকাত ওয়াজিব নয় বরং শেয়ার হোল্ডারদের উপর যাকাত ওয়াজিব।

---

৪৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

৪৪. আলণ্ঢামা তাকী উসমানী, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা*, ঢাকা : আল কাউসার প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ৮৫-৮৭

(২) শেয়ারের উপর যাকাত কি হিসেবে দেয়া যাবে। এ ব্যাপারে দুটি বিষয় উলেণ্ঢখ্য।

প্রথমত : শেয়ারের মূল্য তিন প্রকার।

(ক) Face Value অর্থাৎ সার্টিফিকেটে লিখিত মূল্য।

(খ) Market Value অর্থাৎ বাজারী মূল্য যে মূল্যে বাজারে বিক্রয় হয়।

(গ) Breakup Value অর্থাৎ যদি কোম্পানী অবসান হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেক শেয়ারের বিনিময়ে কোম্পানীর আসবাব পত্রের যে অংশ আসে।

এই তিন ধরনের মূল্যের মধ্যে কি হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে?

যদি কোন কোম্পানীর ব্রেক অব ডেলিউ সহজ মনে হয় তাহলে যাকাতের হিসাবের জন্য সেটাই সবচেয়ে সমীচীন। কিন্তু ব্রেক অব ডেলিউ নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। বিশেষ ভাবে সাধারণ অংশীদারদের জন্য। সেজন্য সমকালীন সমস্ত ওলামা একমত হয়েছেন যে, বাজারী মূল্যই গ্রহণযোগ্য। কেননা লিখিত মূল্য যদিও প্রথমে পুঁজি বিনিয়োগের সময় বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু পুঁজি কোম্পানীর আসবাব পত্রে র"পান্তরিত হওয়ার পর লিখিত মূল্য বাস্তবতার কাছাকাছি থাকে না। কেননা আসবাব পত্রের মূল্য কমবেশী হয়। অপর দিকে বাজারী মূল্যে আসবাবপত্র ছাড়া অন্যান্য কর্ম প্রতিক্রিয়াশীল হলেও বাস্তবতার বেশী নিকটবর্তী।

দ্বিতীয়ত : শেয়ার কোম্পানীর সমস্ত আসবাব পত্রের মধ্যে অনুরূপ অংশের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। কোম্পানীর কিছু আসবাবের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। যেমন নগদ অর্থ, ব্যবসার মাল ইত্যাদি। আর কিছু আসবারের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। যেমনঃ বিল্ডিং মেশিনারী ইত্যাদি। শেয়ারের যাকাত আদায়ে এই দুই প্রকার আসবাব পত্রের পার্থক্য করা হবে কিনা? এ ব্যাপারে মিশরের মরহুম শাইখ আবু যুহরার (রাহঃ) বলেন; শেয়ার নিজেই ব্যবসার পণ্য হয়ে গিয়েছে। এ জন্য তার বাজারী মূল্য হিসেবে যাকাত দিতে হবে। তার পশ্চাতে কি পরিমাণ যাকাতের যোগ্য আসবাব, কি পরিমাণ যাকাতের অযোগ্য আসবাব তা দেখার প্রয়োজন নেই।

অন্যান্য আলিমগণ বলেন, শেয়ার যেহেতু কোম্পানীর আসবাব পত্রের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে তাই যাকাত যোগ্য ও অযোগ্য আসবাব পত্রের বিশেণ্ঢষণ করা যেতে পারে। আমার মতে দুটি মতকেই সমতায় আনা সম্ভব। যদি কেহ কোম্পানীর লভ্যাংশে অংশীদারিত্বের জন্য শেয়ার নেয় তাহলে তাকে ব্যবসার মালে গণ্য করা মুশকিল। কারও জন্য যাকাতের যোগ্য ও অযোগ্য আসবাব পৃথক করা সম্ভব হয় তাহলে করবে নতুবা সতর্কতামূলক পূর্ণ বাজারী মূল্যে যাকাত প্রদান করবে। আর যদি কেহ ব্যবসার (Capital Gain) জন্য এবং পরবর্তীতে

বিক্রয় করে লাভবান হওয়ার জন্য শেয়ার ক্রয় করে তাহলে ব্যবসার মাল গণ্য হবে। কেননা সে কোম্পানীর আসবাব পত্রের এক অনুরূপ অংশ পরবর্তীতে বিক্রয়ের জন্যই ক্রয় করেছে। এজন্য তার সম্পূর্ণ মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

ফিকহি নীতি হলো, কারও ঋণ থাকলে তা বিয়োগ করে অবশিষ্ট মালের যাকাত দিতে হয়। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো বর্তমানে অধিকাংশ বড় বড় পুজিপতিরা ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কাছে এই পরিমাণ ঋণ নিয়ে রেখেছে যদি তাদের এই ঋণ বিয়োগ করা হয় তাহলে তাদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নিজেই যাকাতের অধিকারী সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে, মেশিনারীর উপর যাকাত ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত এজন্যই উপেক্ষিত যে, মেশিনারীকে যাকাতের মালে গণ্য করা যাবে না যা সুস্পষ্ট।

এ মাসআলার সঠিক সমাধান হলো, যাকাত থেকে ঋণ বিয়োগ করার মাসআলায় ফুকাহায়ে কিরাম একমত নয়। হানাফীয়া ও হানাবেলাদের নিকট ঋণ বিয়োগ করতে হলেও শাফেয়ীদের নিকট বিয়োগ করতে হবে না। মালেকীদের নিকট নগদ হলে ঋণ বিয়োগ করতে হয় নগদ না হলে বিয়োগ করতে হয় না।

এ মাসআলার ব্যাপারে আমার অভিমত হলো, দেখতে হবে যে ঋণ নেয়া হয়েছে তা কোথায় খরচ করা হয়েছে। যদি সে ঋণ দ্বারা এমন পণ্য ক্রয় করা হয়েছে যা যাকাতের উপযুক্ত তাহলে এই ঋণ যাকাত থেকে বিয়োগ হবে। আর যদি সে ঋণ দ্বারা এমন পণ্য ক্রয় করা হয় যা যাকাতের উপযুক্ত নয় তাহলে সে ঋণ বিয়োগ হবে না। সে ঋণের ব্যাপারে ঈমাম মালিক ও শাফেয়ী (রাঃ) দ্বয়ের কথায় আমল করা যাবে এই মত ব্যক্ত করার পর হাফেজ মারদ্বীনী (রাহঃ) এর কিতাবে দেখেছি, ঈমাম মালেক (রাহঃ) এর কথা এর কাছাকাছি।

শেয়ারের দর বাড়া-কমা ও কারসাজি : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

শেয়ার ব্যবসায় শেয়ারের দাম বাড়া-কমা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু তা যদি হঠাৎ অতিমাত্রায় বেড়ে যায় বা অতিমাত্রায় কমে যায় তবে তা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বাংলাদেশে শেয়ার ব্যবসায় এমন চিত্র প্রায়ই দেখা যায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এরূপ কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:[৪৫]

৪৫. মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মদ আব্দুলণ্ঢাহ, *শেয়ার বাজার : তাত্ত্বিক বিশেণ্ঢষণ ও শরঈ হুকুম*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০১, পৃ. ৯-১৫

আগে বিষয়টি এই ছিল যে, কোম্পানির কারবার ভালো হলে শেয়ারের দাম বাড়ত। কোনো কোম্পানি বেশি ডিভিডেন্ড দিবে, এটা আগে থেকে জানাজানি হলে তার শেয়ারের দাম বাড়ত। ওই বাড়ারও একটা মাত্রা ছিল। জানা গেল যে, অমুক কোম্পানি ৩০% ডিভিডেন্ড দিবে তাহলে ২০%, ২৫% বেশি দামেও মানুষ শেয়ার কিনে ফেলত।

তদ্রূপ কোম্পানি কোনো সম্ভাবনাময় প্রজেক্ট হাতে নিচ্ছে, তখন শেয়ারের দাম বাড়ত। এটা এখনও আছে। কিছু দিন আগে গ্রামীণফোন ঘোষণা দিয়েছে যে, টেকনোলজি সংক্রান্ত ওদের একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি আসছে। এই ঘোষণার পরও গ্রামীণফোনের শেয়ারের দাম বেড়েছে। এগুলো হচ্ছে বাড়ার যৌক্তিক বা অর্ধ-যৌক্তিক কয়েকটি কারণ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এ বিষয়গুলো গৌণ। এখন মূখ্য বিষয় হচ্ছে চাহিদা ও যোগান। কাঁচাবাজারে যেমন চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে দাম বাড়ে-কমে, শেয়ারবাজারেও তেমনি।

শেয়ারের যোগান কিন্তু নির্ধারিত। কারণ কতগুলো কোম্পানির শেয়ার বাজারে আছে এবং কত শেয়ার আছে তা অজানা নয়। সামান্য কিছু নিরীহ লোক, যারা ঠেকায় না পড়লে স্টক এক্সচেঞ্জে যায় না তাদের শেয়ার ছাড়া অবশিষ্ট শেয়ার নিয়মিত বেচাকেনা হয়। তাই যোগান নির্ধারিত। তবে চাহিদা বিভিন্ন হওয়ার কারণে দাম বাড়ে এবং কমে।

চাহিদা বাড়া বা কমার একটি প্রকাশ্য কারণ হচ্ছে মার্চেন্ট ব্যাংক। মার্চেন্ট ব্যাংক যে শেয়ারের জন্য লোন বেশি দিবে তার দাম বাড়বে, যে শেয়ারের জন্য লোন কম দিবে তার দাম কমবে। আগে মার্চেন্ট ব্যাংক বলতে কিছু ছিল না। তবে লোন নিতে চাইলে শেয়ার বন্ধক রেখে সাধারণ ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া যেত। এখন শুধু শেয়ারে বিনিয়োগকারীদেরকে লোন দেওয়ার জন্য মার্চেন্ট ব্যাংক হয়েছে। এই লোন-ব্যবস্থার কারণে বিনিয়োগকারীকে বেশি টাকা বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। কারণ এতে একদিকে শেয়ারের দাম বাড়ে এবং বর্ণিত মূল্যে শেয়ার খরিদ করতে হয়। অন্যদিকে মার্চেন্ট ব্যাংককে তার লোনের বিপরীতে সুদ পরিশোধ করতে হয়। এরপরও চাহিদার কমতি নেই। কারণ মার্চেন্ট ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার কারণে আরো দশজনের ক্রয়-ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। তারাও কিনবে। ফলে চাহিদা বেশি থাকার কারণে শেয়ারের দাম বাড়ে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মার্চেন্ট ব্যাংক পুরা ১০০% লোন দেয় না। ওরা ওদের স্বার্থ-রক্ষা করে তারপর লোন দেয়। ৭০%, ৮০% এ রকম দেয় এবং অবস্থা বুঝে দেয়। শেয়ারের দাম কমে গেলেও ক্ষতি নেই। শেয়ারগুলো তাদের কাছে মর্গেজ থাকে। এদের মাধ্যম হয়ে রিলিজ হয়। অনেকটা গ্রাম দেশের ফড়িয়াদের দাদনের মতো। মাছের প্রজেক্টে যদি দাদন-লোন দেয় তাহলে মাছ বিক্রির সময় সে উপস্থিত। তদ্রূপ আড়ৎদার থেকে বাকিতে মাছের খাবার নিয়েছেন তো আড়ৎদারকে সামনে রেখে মাছ বিক্রি করতে হবে। ওদের প্রতিনিধিরা খোঁজ খবর রাখে, কোথায় মাছ বিক্রি হচ্ছে, কোন খামারী মাছ বিক্রি

করছে। মার্চেন্ট ব্যাংকের বিষয়টাও এ রকম। পুঁজিপতিরা কিভাবে শেয়ারবাজারকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে এটা তার একটি ছোট দৃষ্টান্ত।

শেয়ারের দাম যদি ১০%, ২০% ও কমে যায় মার্চেন্ট ব্যাংক তারটা পেয়ে যাবে। কখনো শেয়ারের দাম অনেক বেশি কমে গেলে মার্চেন্ট ব্যাংক ঝুঁকিতে পড়ে।

তাই মার্চেন্ট ব্যাংক হচ্ছে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টির একটি উপায়। এই কারণটাকে আগে বললাম এজন্য যে, এটাই এখন বড় কারণ হয়ে গেছে। শেয়ার বাজারের গতি নির্ধারণে তার উলেণ্ঢখযোগ্য ভূমিকা থাকে। এই তো কিছুদিন আগে গ্রামীণফোনের শেয়ারের দাম যেভাবে বাড়ছিল তাতে অনেক আগেই হয়ত ৫০০/- টাকা পার হয়ে যেত, যদি এসইসি আইন করে গ্রামীণ ফোনের শেয়ারের জন্য মার্চেন্ট ব্যাংকের লোন দেওয়া নিষিদ্ধ না করত। এই আইন করার পর রাতারাতি শেয়ারের দাম কমে গেল।

গ্রামীণফোনের ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে তার শেয়ারের দাম কমেনি। এটা সবাই বুঝে। এজন্য দরপতনের পর বিক্ষোভ হয় এসইসির বির"দ্ধে, গ্রামীণফোনের বির"দ্ধে নয়। এমন কথা কেউ বলে না যে, কোম্পানির ডাইরেক্টররা কোম্পানি থেকে মোটা অঙ্কের বেতন নেয় আর বসে বসে মাক্ষি মারে! ফলে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শেয়ারের দাম কমেছে! আসলে এখনকার শেয়ারবাজার তার নিজস্ব গতিতে চলে। কোম্পানির সম্পদ, ব্যবসায়িক সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদির সঙ্গে শেয়ারের দাম বাড়া-কমার বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্ত নয়। এটা নিয়ন্ত্রিত হয় শেয়ারবাজারের নিজস্ব কিছু বিষয় দ্বারা। একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলেই তা বুঝা যায়।

শেয়ারের দাম বাড়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে গুজব। কিছু লোক আছে যারা গুজব ছড়ানোর কাজ করে। গুজবটা কাজে লেগে যায়। এ বিষয়ে রূপালী ব্যাংকের দৃষ্টান্ত উলেণ্ঢখ করা যায়।

সৌদী যুবরাজ রূপালী ব্যাংক কিনবে এই সংবাদ আসার পর রূপালী ব্যাংকের শেয়ারের দাম বেড়ে গেল। তার ১০০/- টাকার শেয়ার ৩০০০/- টাকার উপরে চলে গিয়েছিল অথচ ব্যাংকটি কয়েক বছর ধরে ডিভিডেন্ট দিতে পারে না, এজিএম করতে পারে না। বছর বছর লোকসান গুনতে থাকা একটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার তার ফেসভ্যালুর কয়েক হাজার পার্সেন্ট বেশি দামে লেনদেন হল। পরে যুবরাজ যখন আর কিনলো না তখন আবার আগের আবস্থায় ফিরে এল। মাঝে প্রায় দু'বছর পর্যন্ত এই শেয়ারের লেনদেন হল অত্যন্ত চড়া মূল্যে। বলাবাহুল্য, যারা আরো বেশি দামে এই শেয়ার বিক্রি করতে পারবে মনে করে সর্বোচ্চ দামে তা কিনেছিল তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তেমনি, একটি দু'টি বড় কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়া-কমার কারণেও অন্যান্য কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে যায়, কমে যায়। এটা হচ্ছে হুজুগ। বাজারে রব উঠল, বেড়েছে,

বেড়েছে, বেড়েছে! কি বেড়েছে, কোনটা বেড়েছে? সবই বেড়েছে!! আবার রব উঠল, কমেছে, কমেছে, কমেছে! দেখা গেল সবই কমে গেছে!!!এছাড়া আইনগত কারণেও বাড়ে কমে। যেমন কোনো সময় এসইসি হুকুম করে যে, অমুক অমুক কোম্পানির শেয়ার স্পটসেল হতে হবে। অর্থাৎ নগদ টাকায় তৎক্ষণাৎ বিক্রি হতে হবে। স্পটসেলের নির্দেশ জারি করলে ওই শেয়ারের দাম কমবে। কারণ অনেকে তা করতে পারে না।

আইনগত কারণে শেয়ারের মূল্য বাড়া-কমার আরেকটি দৃষ্টান্ত 'মিউচুয়াল ফা‍ন্ড'। মিউচুয়াল ফা‍ন্ডের শেয়ারের দাম শুধু বাড়তির দিকে যাচ্ছিল। এসইসি আইন করলে যে, মিউচুয়াল ফা‍ন্ড রাইট শেয়ার, বোনাস শেয়ার দিতে পারবে না। অর্থাৎ শেয়ার- হোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ দিতে হলে নগদ টাকায় দিতে হবে, বোনাস শেয়ারের মাধ্যমে দেওয়া যাবে না। অর্থনীতিবিদদের মতে, এসইসির এই আইন যৌক্তিক ছিল। কারণ মিউচুয়াল ফা‍ন্ডের তো অন্য কোথাও কোনো ব্যবসা নেই। অন্য কোথাও টাকা খাটানো হলে এই যুক্তি চলে যে, কোম্পানি অমুক প্রকল্পে টাকা খাটিয়ে ফেলেছে, অতএব এই মূহুর্তে তা তুলে আনা সম্ভব নয়। প্রকল্পটি লাভজনক, তবে এই মূহুর্তে লভ্যাংশ নগদ টাকায় দেওয়া যাচ্ছে না। এই যুক্তিতে বোনাস শেয়ার দেওয়া যায়, কিন্তু মিউচুয়াল ফা‍ন্ডের বিষয়টা তো এমন নয়। সে তো ব্যবসাই করে শেয়ারের। বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারই তার এ্যাসেট। আর তা হচ্ছে লিকুইড মানির মতো। যে কোনো সময় তা মার্কেটে বিক্রি করে দিয়ে নগদ টাকা পেতে পারেন, কম পাবেন বা বেশি পাবেন। তাহলে আপনি বোনাস শেয়ার দিবেন কেন? যদি বলেন যে, এখন দাম কম আছে, ভবিষ্যতে দাম বাড়বে, তাহলে এখন এত লাভ দিচ্ছেন কেন? আপনি তো আজকের অবস্থা অনুযায়ী লাভ দিচ্ছেন ভবিষ্যতে দাম বাড়বে, বাড়ুক, কিন্তু আজকেই যখন এত পার্সেন্ট লভ্যাংশ দিবেন তো আপনার কাছ থেকে ওই টাকা বের হয়ে যাবে। এটা আপনি শেয়ার আকারে আটকে রাখতে চাচ্ছেন কেন? যাই হোক, ওই ঘোষণার পরই মিউচুয়াল ফা‍ন্ডের শেয়ারের দাম কমে গেছে। এরপরে মিউচুয়াল ফা‍ন্ডওয়ালারা হাইকোর্টে রিট করেছে। বড় বড় উকিল নিয়োগ করেছে। ওই মামলায় এসইসি জয়লাভ করতে পারেনি!

এসইসির একটিই সুযোগ ছিল, আপিল করার। তারা আপিলের ঘোষণা দিয়েছে। সে সময় আবার শেয়ারের দাম কমেছে। পরে মিউচুয়াল ফা‍ন্ডওয়ালারা উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতাশালীদের সাথে বসেছে। শেষ পর্যন্ত এসইসিকে আপিলের সিদ্ধান্তও প্রত্যাহার করতে হয়েছে!

এই আলোচনার উদ্দেশ্য একটিমাত্র প্রশ্ন। তা এই যে, এসইসির একটিমাত্র সিদ্ধান্তে হাজার হাজার মিউচুয়াল ফা‍ন্ডের শেয়ারের দাম কমে যায় কেন? তদ্রূপ এসইসি আপিল করবে না বলে ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে দাম বাড়ে কেন? উপরন্তু মিউচুয়াল ফা‍ন্ড তো এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, যার নিজস্ব কোনো ব্যবসা আছে। অন্যান্য কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচাই তার কাজ। অথচ সেও বোনাস শেয়ার দিতে পারে, রাইট শেয়ার দিতে পারে, তার শেয়ারের দামও বাড়ে এবং কমে। এই সকল বাস্তবতা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নির্দেশ

করে তা হলো- শেয়ারবাজার নিজেই একটি ভিন্ন সত্তা। ইতিপূর্বে কোম্পানিকে আইনগত ব্যক্তি-সত্তা বলা হয়েছে, এখন শেয়ারবাজার নিজে একটি সত্তা হয়ে গিয়েছে। এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি মার্কেট এবং এখানে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানির নামটিই শুধু ব্যবহৃত হয়। কোম্পানির ব্যবসায়িক উন্নতি-অবনতি, ব্যবসার ভালো-মন্দ ইত্যাদির সঙ্গে এর উলেণ্ঢখযোগ্য কোনো সম্পর্ক এখন আর অবশিষ্ট নেই।

একটি উদারহণ দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করছি। বর্তমানে প্রতি ৬ মাস অন্তর কোম্পানিগুলোকে তাদের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করতে হয়। সেখানে কোম্পানির নেট এসেট ভ্যালু (প্রকৃত সম্পদ মূল্য), শেয়ার প্রতি আয় ইত্যাদি তথ্য থাকে। তা সদ্যপ্রকাশিত গ্রামীণফোনের আর্থিক বিবরণীতে তারা বলেছে, তাদের আর্নিং পার শেয়ার তথা শেয়ার প্রতি আয় ১২/- টাকার কিছু বেশি। অথচ শেয়ারবাজারে তখন গ্রামীণফোনের শেয়ার বিক্রি হচ্ছিল ৩০০/- টাকার অধিক মূল্যে। চিন্তা কর"ন, যেখানে কোম্পানি নিজেই তার শেয়ার প্রতি আয় ঘোষণা করছে ১২/- টাকা কয়েক পয়সা, সেখানে ১০/- টাকা ফেসভ্যালুর ঐ শেয়ার মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে হাজার পার্সেন্ট বেশি মূল্যে। শেয়ারবাজারের লেনদেনগুলো যে মানি-গেমের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে তা বুঝার জন্য উপরোক্ত উদাহরণই মনে হয়ে যথেষ্ট।

শেয়ার ব্যবসা ও জুঁয়া : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

অশিক্ষিতরাতো বটেই অনেক বড় শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তিরাও শেয়ার ব্যবসাকে জুঁয়ার সাথে তুলনা করেন। এটা একান্তই তাদের অজ্ঞতা। ভবিষ্যতের লাভ ক্ষতি হিসেব করে বর্তমানের কোম্পানীর মৌল ভিত্তি বিচার বিশেণ্ঢষণ করে মার্কেট পর্যালোচনা করে শেয়ার বেচাকেনা করা হলো শেয়ার ব্যবসা। আর অনুমান ও ভাগ্যের উপর নির্ভর করে কোথাও বিনিয়োগ করা হলো জুঁয়া খেলা। জুঁয়া খেলায় নিজেকে ভাগ্যের উপর সমর্পণ করে দেয়া হয়। জুঁয়ার চাকতিতে আন্দাজে গুটি ফেলা হয়। ভাগ্যে থাকলে সেটা পেয়ে যান। এখানে ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই থাকেনা। শেয়ার ব্যবসা পুরোপুরিই এর বিপরীত। আপনি লাভজনক কোম্পানীর শেয়ার কিনলে লাভ পাবেন, আর লস মেকিং কোম্পনীর শেয়ার কিনলে লস করবেন। এতে জুঁয়ার কি আছে ? শেয়ার বাজার একটি যুদ্ধক্ষেত্র। যিনি যত কৌশলী হবেন তিনি ততটা এগিয়ে থাকবেন। বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দিয়েই এটা জিততে হবে।[৪৬]

শেয়ার ব্যবসায় ডিভিডেন্ড ঘোষণা হয় বছরে একবার। আর কোম্পানির শেয়ার বিক্রি হয় প্রায় প্রতিদিন। অনেক শেয়ার দৈনিক কয়েকবার পর্যন্ত লেনদেন হয়। আগে তা হতে পারত না, এখন স্পটে তা হয়। এরপরও যেহেতু অতি ক্ষীণ হলেও একটি যোগসূত্র আছে সেজন্য এবং এ ধরণের কিছু বিষয়ের কারণে আমরা একে সরাসরি ফিক্হের পরিভাষায় কিমার বা জুয়া বলি না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এর গন্তব্য ঐদিকেই। ধীরে ধীরে তা সম্পূর্ণ টাকার

৪৬. মো: আনুয়ার আলী, *শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ: টেকনিক্যাল এবং ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস*, ঢাকা : পৃ. ১৬

খেলায় পরিণত হচ্ছে। এজন্য যিনি ফিক্হের কথা বলবেন তার দায়িত্ব হল এখন থেকেই বাধা সৃষ্টি করা। 'ছাদ্দুল বাব' তথা আগে থেকেই সতর্কতামূলক দরজা বন্ধ করা ইসলামী ফিকহের একটি বড় মূলনীতি। বর্তমান অবস্থাতেই তো এটি বহু কারণে বৈধ নয়। এখন অধিকাংশ কোম্পানিরই ব্যাংক লোন চলিণ্ডশ পার্সেন্টের বেশি। এমন কোন উৎপাদনকারী কোম্পানি খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে, যার চলিণ্ডশ পার্সেন্ট ব্যাংক লোন নেই। লোনটাই কোম্পানির জন্য সহজ এবং সেটাই তারা নেয়। তদ্রূপ ব্যাংকগুলোও চলে কর্পোরেট লোনের আয় দিয়ে। যাই হোক, একে সরাসরি ফিকহি পরিভাষায় জুয়া হয়তো অনেকে বলবে না, কিন্তু বিষয়টি জুয়ার মতো এবং ধীরে ধীরে তা সেদিকেই যাচ্ছে।[৪৭]

যদি কোনো ব্যক্তি এভাবে শেয়ার ব্যবসা করেন যে, কোনো কোম্পানির শেয়ার কিনে দীর্ঘ দিন তা রেখে বার্ষিক মুনাফা অর্জন করেন তাহলে তা বৈধ, এটি জুয়া নয়। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শেয়ার ব্যবসায় বা শেয়ার বাজারে নানামুখী কারসাজি ও গুজবের মাধ্যমে অনেক দুর্বল কোম্পানির শেয়ারের দাম হঠাৎ অতিমাত্রায় বাড়ানো হয় যা অনেকটা জুঁয়ার নামান্তর। এতে ক্রেতা-বিক্রেতার একপক্ষ অধিক লাভবান হয় এবং অন্য পক্ষ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর যথাযথ গুর"ত্বারোপ করেছে। ইসলামী অর্থনীতিতে বেশিরভাগ বিনিয়োগই সমষ্টিগত বিনিয়োগ। আর সমষ্টিগত বিনিয়োগসমূহের অন্যতম হলো শেয়ার ব্যবসা। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শেয়ার ব্যবসার গুর"ত্ব অপরিসীম। যে কোন দেশেই শেয়ার ব্যবসা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। শেয়ার ব্যবসা, শেয়ার, ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে জনগণের সঞ্চয় স্পৃহা বৃদ্ধি করে। সঞ্চয়কে মূলধন আকারে গতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে শেয়ারবাজার একটি দেশের শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক কর্মকা"কে প্রসারিত করে। কাজেই যে দেশের শেয়ারবাজার যত বেশি উন্নত সে দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ততই বেশি। আবার শেয়ারবাজার যদি দুর্নীতি, কারসাজি ও একচেটিয়া বাজারে পরিণত হয় তাহালে উক্ত বাজার দ্বারা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গ অনৈতিকভাবে উপকৃত হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৃহত্তর জনসাধারণ। ফলশ্র"তিতে জাতীয় উন্নয়ন স্থবির ও বাধাগ্রস্ত হয়। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় গুটিকয়েক মানুষের উন্নয়ন করার সুযোগ নেই। এ ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। একটি দেশের শেয়ার ব্যবসার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বসাধারণ উপকৃত হয়। এমতাবস্থায় সকল প্রকার প্রতারণা, ঠকবাজি, কারসাজি, মুনাফাখোরী ও দুর্নীতিমুক্ত শেয়ার বাজার গণমানুষের অন্যতম প্রত্যাশা। তাই ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে শেয়ার ব্যবসা ও শেয়ারবাজার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হলে তা গণমানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

---

৪৭. মুফতী মুহাম্মদ আব্দুলণ্ডাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

পঞ্চম অধ্যায়

প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা ও ইসলামের আলোকে শেয়ার ব্যবসা : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায়

প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা ও ইসলামের আলোকে শেয়ার ব্যবসা : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা ও ইসলামী শেয়ার ব্যবসার পার্থক্য

পুঁজিবাদী অর্থনীতি তথা শেয়ার বাজারে অধিক মুনাফা লাভের আশায় অসংখ্য বাণিজ্যিক কৌশল অবলম্বন করা হয় যেগুলো ইসলামে অনুমোদিত নয়। ইসলাম বিরোধী এরূপ কৌশলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:[১]

(১) পুঁজিবাদী স্টক বাজারে কখনো কখনো শেয়ার ও সিকিউরিটি সার্টিফিকেটের দৈহিক স্থানান্তর (Physical Transfer) ছাড়া কিংবা প্রকৃত সরবরাহের (Actual Delivery) পূর্বে সেগুলো কেনা-বেচা হয় যা ইসলামে সমর্থিত নয়। কেননা কোন কিছুর উপর নিজস্ব মালিকানা না হওয়া পর্যন্ত তার কেনা-বেচা ইসলামে সিদ্ধ নয়।

(২) পুঁজিবাদী স্টক বাজারে 'কনটেঙ্গো' (Contango) কে একটি হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। 'কনটেঙ্গো' হলো এক প্রকার সুদের হার যা স্টক ক্রেতা কর্তৃক ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের উপর ব্যাংক পরিশোধ করে এবং এ ঋণ দিয়েই স্টক ক্রেতা শেয়ার ক্রয় করে থাকে। ব্যাংক কেবল একদিনের হিসাব থেকে অন্য দিনের হিসাবে ঋণের টাকা স্থানান্তর করে মাত্র। এ প্রক্রিয়াকে বলে স্টক ধরে রাখা বা 'কনটেঙ্গো' করা। কনটেঙ্গো ইসলাম বিরোধী, কারণ এটা সুদভিত্তিক একটি লেনদেন।

(৩) পুঁজিবাদী স্টক বাজার খেয়াল খুশিমত শেয়ার বিক্রয় অনুমোদন করে। খেয়াল খুশিমত বিক্রয় বিক্রেতার পছন্দ মাফিক হয়ে থাকে। সে ইচ্ছে করলে বিক্রয় করতে পারে, নাও করতে পারে এটা ক্রেতার দিক থেকেও হতে পারে। অর্থাৎ সে ইচ্ছা হলে কিনবে অথবা কিনবে না। এ ধরনের পছন্দ-বিক্রয় (Option Sales বা Purchase) ইসলামের 'বাই আল-সালাম'[২] পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ বস্তু এবং মূল্য পরিশোধ উভয়ই এখানে স্থগিত রাখা হয়। শুধু দামের একটি অংশ অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। অথচ 'বাই-আল সালাম' এর ক্ষেত্রে পুরো দামটাই অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। কেবল দ্রব্যের সরবরাহ স্থগিত রাখা হয়। বাই সালাম

---

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১-৩৫২

২. 'বাই আল-সালাম' অর্থ- অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। ইসলামী পরিভাষায় ভবিষ্যতে কোন এক সময় সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরী'আহ অনুমোদিত পণ্য সামগ্রীর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়কে 'বাই আল-সালাম' বলা হয়। (মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং*, ঢাকা: চলক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ৩০৫)।

জায়েয হওয়ার জন্য জরুরী হল, ক্রেতা চুক্তির সময় পরিপূর্ণ মূল্য পরিশোধ করবে। কেননা, চুক্তির সময় ক্রেতা যদি পরিপূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করে, তাহলে তা ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রির সাদৃশ্য হয়ে যাবে। যা করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন। এছাড়া সালামের বৈধতার মৌলিক রহস্য হল, বিক্রেতার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ করা। যদি অগ্রিম মূল্য তাকে পরিপূর্ণ ভাবে পরিশোধ করা না হয়, তাহলে চুক্তির মৌলিক উদ্দেশ্যই শেষ হয়ে যাবে। এ জন্য সকল ফিক্হ্বিদ এ ব্যাপারে একমত যে, বাই সালামে মূল্য পরিপূর্ণভাবে (অগ্রিম) পরিশোধ করতে হবে। তবে ইমাম মালিক (র.) এর মাযহাব হল, বিক্রেতা ক্রেতাকে দু' বা তিন দিনের সুযোগ দিতে পারবে। কিন্তু এই সুযোগ চুক্তির নিয়মতান্ত্রিক অংশ হতে পারবে না। উল্লেখ্য, বাই সালামের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রয়োজন পূরণ করা। যাদের ফসল উৎপাদন এবং ফসল কাটা পর্যন্ত তাদের বিবি-বাচ্চাদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। সুদের নিষিদ্ধতার পর তারা সুদী ঋণ গ্রহণ করতে পারছিল না। এজন্য তাদেরকে তাদের কৃষিজাত পণ্য অগ্রিম মূল্যে বিক্রির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।[৩]

আসবাবপত্র বা গয়না বানাতে সাধারণত ওয়ার্ডার দেয়া হয়। ওয়ার্ডার দিয়ে পছন্দসই আসবাবপত্র বা গয়না তৈরির জন্য কোন সুদক্ষ কারিগরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বা ওয়ার্ডার প্রদানকে ইসতিসনা' (استصناع) বলে। যে ব্যক্তি তৈরি বা নির্মাণ করায় অর্থাৎ ওয়ার্ডার দাতাকে মুসতাসনি' (مستصنع) বলে। আর তৈরিকৃত বা নির্মিত বস্তুকে মাসনূ' (مصنوع) বলে। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি কোন কারিগরকে কোন জিনিস বা পণ্যসামগ্রী নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে তৈরি করে দেওয়ার প্রস্তাব করলে এবং কারিগর ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে। আর এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়কে ইসলামী পরিভাষায় বাই ইসতিসনা' বলা হয়।[৪]

উল্লেখ্য, আসবাবপত্র বা গয়না বানানোর ক্ষেত্রে শর্ত হল, সংশ্লিষ্ট বস্তুর বিবরণ এমনভাবে দিতে হবে যাতে ঐ বস্তুটি সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে কারিগরের কোনরূপ অসুবিধা না হয় এবং কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। যেমন- ওয়ার্ডারদাতা স্বর্ণকারকে বলল, আমাকে এই মাপের ও এই ওজনের স্বর্ণ দ্বারা একটি আংটি তৈরি করে দাও। যেসব জিনিস ওয়ার্ডার দিয়ে তৈরি করার রীতি প্রচলিত নেই সেক্ষেত্রে ইসতিসনা জায়েয নেই। ইসতিসনা প্রথমে ইজারা চুক্তি হিসেবে সম্পাদিত হয়, পরে তা ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয়। ওয়ার্ডারী মালামাল তৈরির

৩. মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০

৪. ড. মোঃ মাসুদ আলম, *ইসলামের বাণিজ্যনীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ* (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস), এপ্রিল ২০১০, পৃ. ১১৬

জন্য ওয়ার্ডার দাতার ক্ষেত্রে অগ্রিম মূল্য প্রদান করা বাধ্যতমূলক নয়। চুক্তি সম্পাদনের পর ক্রেতা-বিক্রেতার কোন পক্ষই তা প্রত্যাহার করতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট মালামাল ওয়ার্ডার অনুযায়ী না হলে আদেশদাতার ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখার অথবা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে।[৫] পছন্দ চুক্তির ফলে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অনিশ্চিয়তা ছাড়াও শেয়ার ব্যবসায়ী আরও বেশি অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। আর এ ধরনের অতিরিক্ত অনিশ্চয়তার ফলে শেয়ার ক্রেতা-বিক্রেতার ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং অন্যদের উপর ঝুঁকি হস্তান্তরের প্রবণতার সৃষ্টি হয়। সেই সাথে লেনদেনের চক্রাকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

এমতাবস্থায় ফটকা কারবারীরা মূল্য পার্থক্যকরণের দ্বারা মুনাফা লাভে মত্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন গুজব, মিথ্যা প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে শেয়ারের দাম নিজেদের অনুকূলে নেয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং অন্যদেরকে শেয়ারের দাম হ্রাস করার জন্য প্রভাবিত করে। ফলশ্রুতিতে গোটা অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, প্রকৃত বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হয় এবং অনর্জিত আয়ের উপর নির্ভরকারী ফটকা কারবারীর উত্থান ঘটে। ইসলাম এ রকম অস্থির কর্মকাণ্ডের বিরোধী। তবে নিম্নোক্ত অবস্থায় পছন্দ নিয়ন্ত্রণ (Option regulations) ইসলামের 'বাই আল-খিয়ার'[৬] এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

ক. যেখানে পণ্যের প্রকৃতি পরিপূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি;

খ. যেখানে পণ্য সরবরাহের সময় বা স্থান সম্পর্কে এখনও চুক্তি হয়নি বা নিষ্পত্তি হয়নি;

গ. যেখানে চুক্তি এখনও চূড়ান্ত হয়নি এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা এখনও একই জায়গায় অবস্থান করছে;

ঘ. যেখানে দাম এখনও চুড়ান্ত করা হয়নি।

উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে চুক্তি বহাল রাখা না রাখার যে স্বাধীনতা ইসলামে দেয়া হয়েছে তা বাজারের অনিশ্চয়তাকে কমাতে সাহায্য করে। তবে এরূপ স্বাধীনতার লক্ষ হবে দু'টো:

১. সকল প্রকার বিবাদের কারণ দূর করা;

---

৫. সম্পাদনা পরিষদ, ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৬. খিয়ার শব্দের অর্থ- ইচ্ছার স্বাধীনতা বা অধিকার। ইসলামী পরিভাষায় ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিল করার স্বাধীনতা বা অধিকারকে 'বাই আল-খিয়ার' বলা হয়। (সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা- মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭)

২. কোন পক্ষ যাতে শেয়ারের লেনদেনের ঝুঁকি এবং লাভ সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না হয়ে দর কষাকষিতে প্রবৃত্ত না হয় সে অবস্থা নিশ্চিত করা।

উল্লেখ্য, উক্ত দুটো উদ্দেশ্যই মুক্ত বাজার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এক পক্ষকে অজ্ঞ রেখে অন্য পক্ষের অর্থ উপার্জনের কোনো সুযোগ নেই।

আবার পছন্দ বিক্রয়ের (Option Sale) ক্ষেত্রে অপশন ক্রেতা ও অপশন বিক্রেতা যদি সামনের দিকে অগ্রসর হতে না চায় অর্থাৎ শেয়ার কেনা-বেচা না করে তাহলে তার অগ্রিম (advance) দ্বিতীয় পক্ষ (শেয়ার ক্রেতা বা বিক্রেতা) বাজেয়াপ্ত করে ফেলে। এ ব্যাপারটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে 'বাই আল-উরবান'[৭](Bai-al-Urban) এর আওতায় পড়ে যা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইব্ন শু'আয়বের দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী করিম (স.) বাই আল-উরবান (বায়নানামার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে) নিষেধ করেছেন।[৮]

অতি সম্প্রতি পণ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার ভবিষ্য বাজারের (Future Market) মত শেয়ার বিক্রয়ের (Option Sales) ভবিষ্য বাজার (Future Market) চালু হয়েছে যা উপরোক্ত কারণে ইসলাম সম্মত নয়। সুতরাং, ইসলামী শেয়ার বাজার ও পুঁজিবাদী শেয়ার বাজারের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পার্থক্য নিম্নরূপ:[৯]

১. ইসলামী শেয়ার বাজারে সুদের অস্তিত্ব নেই। ইসলামী কাঠামোতে সুদ নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা হলো-وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন"।[১০] কিন্তু পুঁজিবাদী শেয়ার বাজারে সুদই মূখ্য উপাদান।

২. ইসলামী শেয়ার বাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য শেয়ারের প্রকৃত এবং আইনগত মালিকানা হস্তান্তর অপরিহার্য। এতে ফটকা কারবার এবং ভবিষ্যৎ বাজার অসম্ভব। আর পুঁজিবাদী শেয়ার বাজারে শেয়ারের আইনগত হস্তান্তর বা সরবরাহ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত নয়। ফলে এখানে ফটকা কারবার, গুজব এবং ভবিষ্যৎ বাজারের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

---

৭. 'বাই আল-উরবান' হলো অগ্রিম বায়নানামার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা। অর্থাৎ কোন জিনিসের মৌলিক অগ্রিম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এরূপ শর্তারোপ করা যে, যদি দামটা সম্ভব হয় তাহলে প্রদেয় অগ্রিম সমন্বয় করা হবে। আর যদি দামটা অসম্ভব হয় বা কেনা-বেচা বাতিল করা হয় তাহলে ক্রেতা অগ্রিম অর্থ ফেরত পাবে না।

৮. ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, খ. ২, হাদীস নং- ২১৯৩, পৃ. ২৯৪)।

৯. প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৬৫-৬৬

১০. আল কুর'আন, ২ঃ২৭৫

৩. ইসলামী শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম ও যোগানের উঠা-নামা করে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু পুঁজিবাদী শেয়ার বাজারে শেয়ারের দামও যোগান নানা কারসাজীর কারণে ভয়ানকভাবে উঠানামা করে।

৪. ইসলামী শেয়ার বাজার বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করে। আর পুঁজিবাদী শেয়ার বাজারে বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান নিরুৎসাহিত হয় এবং অর্থনীতিতে অস্থিরতা তৈরী করে।

শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য বনাম বাজার মূল্য

শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য কোম্পানির অতীত কর্মসম্পাদনের অবস্থা নির্দেশ করে। কোম্পানির ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সম্পর্কে এটা কোন ধারণা দেয়না। কোম্পানির ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের সম্ভাবনা যদি উজ্জ্বল হয় তবে শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও একজন বিনিয়োগকারী কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল মনে করলে শেয়ারের জন্য বেশিদাম দিতে ইচ্ছুক হবে। অনুরূপভাবে, একজন শেয়ার বিক্রেতার নগদ অর্থের প্রয়োজন যদি অত্যধিক হয়, কিংবা সে কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যদি হতাশাব্যঞ্জক মনে করে, তবে অন্তর্নিহিত মূল্যের চাইতে কম দামেও সে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে।

সুতরাং ইসলামী শেয়ার বাজারে শেয়ারের অভিহিত মূল্য (Par value) ও অন্তর্নিহিত মূল্য (Intrinsic value) ঘোষণা করা হলেও ক্রেতা এবং বিক্রেতা বাজার দামে শেয়ার লেনদেন করতে পারবে। বাজার দাম অভিহিত মূল্য বা অন্তর্নিহিত মূল্যের চাইতে বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে।[১১]

ইসলামী শেয়ার বাজারে দুটো পক্ষ থাকবে।

১. দালাল বা জনগণের প্রতিনিধি (Brokers or agents of the public) এবং

২. জবার বা কোম্পানির প্রতিনিধি (Jobber or agents of the company)

দালাল যে শেয়ার বিক্রি করে সে তা সত্য সত্যই দৈহিকভাবে ধারণ (Physically hold) করবে এবং তার কাছে যথাযথ হস্তান্তর কবলা (Transfer deeds) থাকতে হবে। সে জবারের কাছে যাবে যে কোম্পানির প্রকৃত শেয়ার লেনদেন করে। জবার কেবল ঐ সকল শেয়ার বিক্রয় করবে যেগুলো সম্পর্কে দালাল শেয়ার ক্রয় করতে ইচ্ছুক ক্রেতা সাধারণের পূর্ব বিবরণ ও যথার্থ নির্দেশ জবার লাভ করবে।

---

১১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে যদি শেয়ার লেনদেনের শর্ত সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আইনতঃ আনুষ্ঠানিকতা (Legal formalities) সেরে ফেলতে হবে। অতঃপর জবার শেয়ার সার্টিফিকেট দৈহিকভাবে দালালের কাছে হস্তান্তর করবে এবং দালাল তা প্রকৃত ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করবে। সুতরাং কোন মিথ্যা বা প্রতারণামূলক লেনদেনের কোন সুযোগ নেই। অন্যদিকে শেয়ার হোল্ডারের কাছ থেকে দালালের মাধ্যমে জবারের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্তাব রাখা যাবে। শেয়ার হোল্ডার শেয়ার বিক্রয়ের সময় শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকবে এবং জবারও তার অভিজ্ঞতার আলোকে একটি ক্রয় দাম ঘোষণা করবে। উভয় পক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগাযোগ ও প্রকৃত তথ্যের আলোকে শেয়ার লেনদেন হবে। জবারের কাছে যদি কোন শেয়ার ক্রয়ের অর্ডার না থাকে তবে সে শেয়ারের ক্রয় দাম ঘোষণা করবে না এবং অনুরূপভাবে শেয়ার বিক্রয়ের প্রয়োজন না থাকলে বিক্রয় দাম ঘোষণা করবে না। আর এরূপ করা হলে অসাধু, অপ্রকৃত বিনিয়োগকারী ও অস্বাস্থ্যকর ফটকা কারবার থাকবে না।[১২]

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৬৫

উপসংহার

উপসংহার

ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ কারণে জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের বিবরণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। মানবজীবনের অতীব জরুরী কর্মকাণ্ডের একটি হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন আয়-রোজগারের অন্যতম মাধ্যম; তেমনি মানব সেবারও অন্যতম মাধ্যম। এ জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বহুবিধ তথ্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উপস্থাপিত হয়েছে। সেইসাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি সৎ-ব্যবসায়ীদের বিশেষ মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যবসাকে একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), খুলাফায়ে রাশেদা এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। "শেয়ার ব্যবসা ও ইসলাম : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু তথ্য আলোচনা করে শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির একটি পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণার শুরুতে ব্যবসা পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। ব্যবসার সাধারণ পরিচিতি, প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় ব্যবসা, কার্যগত দিক বিবেচনায় ব্যবসা, ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য, ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ব্যবসায়ের মৌলিক উপাদানসমূহ, ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক উদ্দেশ্যাবলী আলোচনা করে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। মানবজীবনে পেশা হিসেবে ব্যবসা এবং জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

অত:পর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষভাবে কুরআন মাজীদে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত যেসব তথ্যাবলী রয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। আল হাদীসে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত যেসব তথ্যাবলী রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের চারটি মূলনীতি তথা পারস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক সম্মতি, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা ও ন্যায়সঙ্গত কারবার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সাথে ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এরপর শেয়ার ব্যবসার পরিচিতি ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে শেয়ার পরিচিতি, শেয়ারের বৈশিষ্ট্য, শেয়ার ব্যবসা, শেয়ার বাজার, শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ, উত্তম শেয়ার, শেয়ার ব্যবসার উদ্দেশ্য, শেয়ার মালিকানার প্রামাণ্য দলিল, শেয়ার সার্টিফিকেট ও শেয়ার ওয়ারেন্টের পার্থক্য, স্টক পরিচিতি, শেয়ার ও স্টক ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, উপস্থিত ও অনুপস্থিত ক্রয়-বিক্রয়, স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যাবলী, প্রচলিত শেয়ার ব্যবসার ত্রুটিসমূহ, প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং শেয়ার ব্যবসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে।

মানব জীবনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য। এ কারণে ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধকর্ম বলে বিবেচিত। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি অন্যতম শাখা হলো শেয়ার ব্যবসা। আধুনিককালে শেয়ার ব্যবসা বলতে আমরা যা দেখি বা জানি রাসুলুল্লাহ (স.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগে এ ব্যবসাটি সেরকম ছিল না। তবে সে সময় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হতো। আর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবসার আধুনিক একটি রূপই হলো শেয়ার ব্যবসা। ইসলামে শেয়ার ব্যবসার বৈধতা বিশেষ করে শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত তথ্যাবলী এবং এ ব্যবসা সম্পর্কিত মুসলিম ফকীহগণের মতামত অত্র অভিসন্দর্ভে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামে শেয়ার ব্যবসার ধরণ, উদ্দেশ্য, ইসলামে শেয়ার ব্যবসার সম্ভাব্যতা, ইসলামী অর্থনীতিতে স্টক এক্সচেঞ্জের কাঠামো, স্টক এক্সচেঞ্জের সুবিধাসমূহ এবং কার্যাবলী অত্র গবেষণায় বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

সর্বশেষে প্রচলিত শেয়ার ব্যবসা ও ইসলামের আলোকে শেয়ার ব্যবসার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ অত্র গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। এখানে শেয়ার ব্যবসায় যাকাতের বিধান, শেয়ার ব্যবসায় শেয়ারের দাম বাড়া-কমা ও কারসাজি সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, শেয়ার ব্যবসা জুঁয়া খেলার সাদৃশ্য কিনা, ইসলামের দৃষ্টিতে শেয়ারের অন্তর্নিহিত মূল্য বনাম বাজার মূল্য, সর্বোপরি প্রচিলিত শেয়ার ব্যবসা ও ইসলামের আলোকে পরিচালিত শেয়ার ব্যবসার মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা অত্র অভিসন্দর্ভের শেষে উপস্থাপিত হয়েছে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.), খুলাফায়ে রাশেদা, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সময়কাল ও শাসনকাল পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে অনগ্রসর আরবজাতি অতি অল্প সময়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। রাসুলুল্লাহ (স.) প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড ইসলামী নীতির আলোকে পরিচালিত হতো। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হতো ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে। বর্তমান মুসলিম জাতির দুর্ভাগ্য যে, তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বস্তরে ইসলামের সুমহান নীতি-আদর্শ ও বরকত থেকে বঞ্চিত। মুসলিম দেশগুলোতে পুঁজিবাদ জেঁকে বসেছে। অর্থ-বিত্ত ও ভোগ-বিলাসের লোভে মানুষ ইসলামী বিধানকে বর্জন করে মুনাফা কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। পারস্পরিক সহযোগিতার অনন্য ক্ষেত্র শেয়ার ব্যবসা বা শেয়ার বাজার। ইসলামী নীতি না মানার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের এ অঙ্গনটিও নানাভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছে। আধুনিককালে শেয়ার ব্যবসায় বিভিন্ন রকমের কৌশল, ফটকাবাজী, কারসাজি, নানামুখী গুজব ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার একটি পক্ষ লাভবান হচ্ছে এবং অন্যপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ ইসলামের বাণিজ্যনীতির মূলকথা হলো- ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সমান সুযোগ সুবিধা ও স্বার্থ রক্ষা করা।

তাই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামী অর্থনীতিতে বেশিরভাগ বিনিয়োগই সমষ্টিগত বিনিয়োগ। আর সমষ্টিগত বিনিয়োগসমূহের অন্যতম হলো শেয়ার ব্যবসা। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শেয়ার ব্যবসার গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন দেশেই শেয়ার ব্যবসা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। শেয়ার ব্যবসা, শেয়ার, ঋণপত্র ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে জনগণের সঞ্চয় স্পৃহা বৃদ্ধি করে। সঞ্চয়কে মূলধন আকারে গতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে শেয়ারবাজার একটি দেশের শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে প্রসারিত করে। কাজেই যে দেশের শেয়ারবাজার যত বেশি উন্নত সে দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ততই বেশি। আবার শেয়ারবাজার যদি কারসাজি, নানামুখী দুর্নীতি ও একচেটিয়া বাজারে পরিণত হয় তাহালে উক্ত বাজার দ্বারা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গ অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৃহত্তর জনসাধারণ। ফলশ্রুতিতে জাতীয় উন্নয়ন স্থবির ও বাধাগ্রস্ত হয়। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় গুটিকয়েক মানুষের উন্নয়ন করার সুযোগ নেই। এ ব্যবস্থায় সর্বসাধারণের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। একটি দেশের শেয়ার ব্যবসার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বসাধারণ উপকৃত হয়। এমতাবস্থায় সকল প্রকার প্রতারণা, ঠকবাজি, কারসাজি, মুনাফাখোরী ও দুর্নীতিমুক্ত শেয়ার বাজার গণমানুষের অন্যতম প্রত্যাশা। তাই ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে শেয়ার ব্যবসা ও শেয়ারবাজার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হলে তা গণমানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুর'আন ঃ কুর'আন মাজীদের সকল অনুবাদ- সম্পাদনা পরিষদ, *'আল-কুর'আনুল করীম'* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা বিভাগ, জুন ২০১২, ৪৭ তম সংস্করণ- এর অনুসরণ করা হয়েছে।

২. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), (অনু: ও সম্পা: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পবিত্র কোর'আনুল করীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) ঃ *তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন*, মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩

৩. আল-কুরতুবী ঃ *আল জামি' লি আহকামিল কুর'আন*, কায়রো: দারুশ শাব, ১৯৭২

৪. আত-তাবারী আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর ঃ *জামি'উল বয়ান ফী তাফসীরি আইল কুরআন*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমীয়্যাহ, ১৯৯৯ খ্রি.

৫. আত-তাবরীযী, ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ আল-খতীব ঃ *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দেওবন্দ : সিরাজ বুক ডিপো, তা.বি.

৬. আত-তাবারানি, সুলাইমান ইবন আহমদ ইবন আয়্যুব আবুল কাসিম ঃ *আল মু'জামুল কাবির*, মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হুকমি, ১৮৮৩ খ্রি.

৭. আত-তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা ঃ *জামিউত-তিরমিযী*, দেওবন্দ : মুখতার এন্ড কোম্পানী, তা.বি.

৮. (অনুবাদ ও সম্পাদনায় : মুহাম্মদ মূসা) ঃ *জামে' আত-তিরমিযী*, খ.২, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নভেম্বর ১৯৯৬

৯. আন-নাসাঈ, আবূ আব্দির রহমান ইবন শু'আয়ব ঃ *আস-সুনান*, দিল্লী : মাকতাবাতু রহীমিয়্যাহ, তা.বি.

১০. আল ইমাম দারীল হিজরাহ, মালিক ইব্ন আনাছ ঃ *আল মুয়াত্তা*, বৈরুত : আল রিসালাহ পাবলিশার্স, ১৯৯৮ খ্রি.

১১. আল-কাযবীনী, মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ঃ *সুনানু ইবন মাজাহ*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.

১২. ইমাম ইবন মাজাহ ঃ *সুনানু ইবনে মাজাহ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬, খ. ২

১৩. আল-কুশাইরী, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ঃ *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মাসাকাত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৩

১৪. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নুল আশআস আস-সিজিস্তানী, ঃ *সুনানু আবি দাউদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,আবওয়াবুল বুয়ূ', খ. ২

১৫. ইমাম শামসুদ্দিন আস্ সারাখসী ঃ *আল-মাবসূত*, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৩খ্রি./ ১৪১৪হি., খ.২২

১৬. আত-তাবয়েযী, শায়েখ ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব, (অনু: মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী), ঃ *মেশকাত শরীফ*, প্রথম জিলদ, ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তাকালয় (প্রা:) লিঃ, ফেব্রুয়ারি ২০১১

১৭. আল বায়হাকী, আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন ঃ *সুনান আল বায়হাকী*, মক্কা আল-মুকাররমা : মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪ খ্রি.

১৮. ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ-আস, ঃ *সুনানু আবু দাউদ*, মিশর : আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় (আল-মাকতাবাত আল-শামেলা), তা.বি.

১৯. আল-বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ঃ *আস-সহীহ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮

২০. আল-বুরহানপুরী, আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হুসমুদ্দীন আল হিন্দী ঃ *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল*, আলেপ্পো, ১৯৬৯ খ্রি.

২১. আল সিজিস্তানী, আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন্ আশআছ ঃ *সুনানু আবূ দাউদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৯৯৪ খ্রি.

২২. আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর ইবন মুহাম্মাদ ঃ *আল-জামিউ আস সগীর*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.

২৩. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ঃ *আল মুসনাদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্র তা.বি.

২৪. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী, ঃ *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খ.৩, মিশর : আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় (আল-মাকতাবাত আল-শামেলা), তা.বি.

২৫. মো: ফখরুল ইসলাম খাঁন, বি. ঘোষাল ও মো: জাহাঙ্গির আলী ঃ *মৌলিক অর্থসংস্থান*, ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, বাংলাবাজার, এপ্রিল ২০০৭

২৬. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ঃ *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০৮

২৭. মোঃ আবু তাহের ঃ *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং*, ঢাকা: চলক প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৬,

২৮. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান ও মো: মোশাররফ হোসেন চৌধুরী ঃ *ব্যাবসায় পরিচিতি*, ঢাকা : দি যমুনা পাবলিশার্স, ২০০৯

২৯. অধ্যাপক মোঃ আনোয়ার হোসেন ঃ *ব্যবসায় সংগঠনের রূপরেখা*, ঢাকা: দি সিটি পাবলিকেশন্স, ২০০৪

৩০. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ঃ *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নতমানের ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জনসংখ্যা বিভাগ, অক্টোবর-১৯৯৬

৩১. অধ্যাপক লতিফুর রহমান ঃ *কারবার সংগঠন*, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, জানুয়ারি ১৯৮৭

৩২. আবদুর রকীব ঃ *প্রিন্সিপাল এন্ড প্রেকটিস অব ব্যাংকিং*, ঢাকা: পানাম প্রেস লিমিটেড, ২০০৭

৩৩. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ ঃ *ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব, প্রয়োগ ও পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমিন প্রকাশন, বাংলাবাজার, এপ্রিল ২০০৪

৩৪. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ঃ *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন*, ঢাকা : জনতা পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০০৩

৩৫. আল্লামা তকী উসমানী (অনু: আবু সালেহ্ মুহাম্মদ তোহা) ঃ *ইসলাম ও আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা*, ঢাকা : আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৩

৩৬. আলী আল খাফীফ ঃ *আশ্ শিরকাতু ফীল ফিক্হিল ইসলামী*, কায়রো: দারুন নশল, ১৯৬২

৩৭. ইউসূফ আল কারযাভী (ভাষান্তর- মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম) ঃ *ইসলামের হালাল হারামের বিধান*, , ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৪

৩৮. ইমাম গায্যালী (অনু: আবদুল খালেক) ঃ *সৌভাগ্যের পরশমণি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫

৩৯. ইমাম গাযালী (ভাষান্তর: মোহাম্মদ খালেদ) ঃ *ইসলামের হালাল উপার্জন ও ব্যবসা*, ঢাকা: ইসলাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮

৪০. ইকবাল কবীর মোহন ঃ *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, ঢাকা : নার্গিস মুনিরা জেরিন পাবলিশার্স, ২০১১

৪১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (প্রকাশিত) ঃ *ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার বায়'মুআজ্জাল মোড*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুলাই ২০১০

৪২. প্রফেসর ড. এম.এ. মান্নান ঃ *নীরব অর্থনৈতিক বিপ্লব : বিকল্প ধারা*, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, এপ্রিল ২০০৪

৪৩. এ. কে. এম. রফিক উদ্দিন আহ্মেদ, ঃ *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : প্রকাশক : মোসাম্মৎ মরিয়ম (শান্ত) "শতদল" চতুর্থ সংস্করণ : ২০১০

৪৪. এ. জেড. এম. শামসুল আলম ঃ *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩

৪৫. এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান ঃ *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : হক প্রিন্টার্স, ২০১০

৪৬. এম. এ. মান্নান ঃ *ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, অনু: আলী আহমদ রুশদী, ঢাকা: ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্স ব্যুরো, ১৯৮৩

৪৭. মাওলানা আব্দুল আউয়াল অনূদিত ঃ *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, (মূল: মাওলানা হিফজুর রহমান, *ইসলাম কী ইকতেসাদী নিজাম*), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ. জানুয়ারি ১৯৯৮

৪৮. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ঃ *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০১২

৪৯. মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ঃ *শেয়ারবাজার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও শরঈ হুকুম*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১১

৫০. মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (অনু: মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন) ঃ *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান*, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, এপ্রিল ২০০৭

৫১. মুহাম্মদ আযীযুল হক, (সম্পা. মুহাম্মদ কামারুজ্জামান) ঃ "আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের ধারণা উপস্থাপন মনীষীদের অবদানের একটি মূল্যায়ন", *আধুনিক বিশ্বে ইসলাম* (সংকলন), ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, অক্টোবর ২০০৯

৫২. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ঃ *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : আল-বারাকা লাইব্রেরী, জুলাই ২০১২

৫৩. মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ ঃ *ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস*, জেদ্দা: ইসলামিক ইকনমিক্স রির্সাচ সেন্টার, কিং আবদুল আজিজ ইউনিভার্সিটি, সউদি আরব, মার্চ ২০০৫

৫৪. মুহাম্মদ শামসুল হুদা, মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা ঃ *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্‌র নীতিমালা*, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১১

৫৫. মুহাম্মাদ আকরাম খান (অনু: নূর হোসেন মজিদী) ঃ *রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, মে ২০০৯

৫৬. শরী'আহ কাউন্সিল সচিবালয় (সংকলিত) ঃ *ইসলামী ব্যংকিং মাসায়েল ও ফতোয়া (১৯৮৩-২০০১)*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জনসংযোগ বিভাগ, সেপ্টেম্বর ২০০২

৫৭. শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী ঃ *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৭

৫৮. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ঃ *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০০৫

৫৯. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ঃ *ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এপ্রিল ২০০৯

৬০. শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ঃ "ইসলামী ব্যাংকিং: প্রাসঙ্গিক ভাবনা", *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ২১ তম বর্ষ পূর্তি সংখ্যা*, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই, ২০০৪

৬১. L. R. Chowdhury ঃ *A Dictionary of Banking and Finance*, Dhaka: Published by Anthor, 2005, P.240

৬২. সম্পাদনা পরিষদ ঃ *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০১

৬৩. সম্পাদনা পরিষদ ঃ *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭

৬৪. সম্পাদনা পরিষদ ঃ *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০১, খ. ৬

৬৫. সম্পাদক: ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য ঃ *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, মার্চ ২০০৫

৬৬. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত ঃ *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি.

৬৭. ড. বেলায়েত হোসেন ও সমীর কুমার শীল ঃ *ব্যবসায় পরিচিতি*, ঢাকা: মৌ প্রকাশনী, ২০০৩

৬৮. ড. মোঃ মাসুদ আলম ঃ *ইসলামের বাণিজ্যনীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ* (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস), এপ্রিল ২০১০

৬৯. ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ঃ *শরী'আতের দৃষ্টিতে অংশীদারি কারবার*, মো: কারামত আলী নিজামী অনূদিত ঢাকা : ইসলমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮৩

৭০. ড. এম এ হামিদ ঃ *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৯৯

৭১. ড. এম. এ. মান্নান ঃ *ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা : ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩

৭২. ড. এম.এ মান্নান ঃ *দি মেকিং অব ইসলামিক ইকনোমিক সোসাইটি : ইসলামিক ডাইমেনসন ইন ইকনমিক এনালিসিস*, কায়রো : ইণ্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংক, ১৯৮৪

৭৩. ড. মাহমুদ আহমদ ঃ *ইসলামের অর্থ পদ্ধতি*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ জুলাই, ২০০৪

৭৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী ঃ *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা : চয়নিকা, ২০১০

৭৫. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ঃ *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, জুলাই ২০১২

৭৬. ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ঃ *কারবার সংগঠন*, ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, নভেম্বর ১৯৮৬

৭৭. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, (অনু: আব্দুল মতীন জালালাবাদী) ঃ *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, খ.১

৭৮. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, (অনু: আব্দুল মতীন জালালাবাদী), ঃ *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, খ. ২

৭৯. বিচারপতি মাওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী (অনু: অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন) ঃ *সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৮

৮০. মো: আনুয়ার আলী ঃ *শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ: টেকনিক্যাল এবং ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস*, তা.বি.

৮১. Dr. M. Umar Chapra ঃ *Towards a just monetary system,* U.K: The Islamic Foundation, 1985

৮২. (complied by) Doctor & Maj Gen (Retd) Mukhlesur Rahman ঃ *Al-Quran with Meaning in English word for word*, PSC, Dhaka : Fazel Uddin Ahmed Foundation, June 2012

৮৩. Dr. M.A. Mannan ঃ *Scarcity, Choice and Opportunity Cost its Dimensions in Islamic Economics*, Dhaka: BIC, June 1981

৮৪. Dr. Monzer Khaf ঃ *The Islamic Economy.* The Muslim Students Association of the United State and Canada, USA : Plainfied, Indiana, 1978

৮৫. Dr. Mr. Umer Chapra ঃ *What is Islamic Economics?,* Islamic Research and Training Institute, Jeddah: Development Bank, June 1996

৮৬. Dr. Nejatullah Siddiqi ঃ *Banking without Interest*, Delhi: Making Makkah Islami 1197

৮৭. Fuad Al- Omar & Mohammad Abdul Haq ঃ *Islamic Banking: Theory, Practice & Challenging,* Karchi: Oxford University Press, 1st Printing, 19963

৮৮. Prof. Dr. Sabah Eldin ঃ Zaim, *Islamic Economics as a System Based on Human Values.* Journal of Islamic Banking & Finance, Vol-6, April-6, April-June 1989, No.2

৮৯. Professor Dr. Khurshid Ahmed ঃ *'Nature and significance of Islamic Economics'* in Ausaf Ahamed and Dr. K. R. Awan (eds) Lectures on Islamic Economics, (Jeddah: ICTJ / IDB, 1992

৯০. S. M. Hasanuzzaman ঃ *Definitions of Islamic Economics,* Jeddah: Journal of Research in Islamic Economics, winter 1984

৯১. Shah Abdul Hannan ঃ *Characteristics of Islamic Economy and its Various Inter-relationships*, Dhaka : July, 2006

৯২. Islami Bank Bangladesh Limited ঃ *Manual for Investment Under Musharaka Mode*, Dhaka : Islami Bank Bangladesh Limited, September 2003

৯৩. http://www.waqfeya.net/shamela (সফ্টওয়্যার) ঃ *আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ*, ২য় সংস্করণ, তা. বি.